



কার্টামি হতে
চাওয়া মেয়েটি
এখন অস্কার-মঞ্চে
পৃষ্ঠা ৩৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 5 March 2026, 9th Year, Issue 468, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ ২০২৬, ২০ ফাল্গুন ১৪৩২, ১৬ রমজান ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৬৮, পৃষ্ঠা ৪০



যুদ্ধ, বিপ্লব ও নিরাপত্তা
কেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের
দীর্ঘ তিন দশক
পৃষ্ঠা ১৬



খালেদা জিয়া পাচ্ছেন স্বাধীনতা পুরস্কার

ঢাকা ডেস্ক

চলতি বছরের 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬'-এর জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মনোনীত হয়েছেন। এ ছাড়া ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, মেজর আবদুল জলিল, মাইলস্টোন কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষিকা মাহেরিন চৌধুরীসহ ১৫ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬' প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

অর্থনৈতিক চাপে যুক্তরাষ্ট্র, জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার শঙ্কা

ইরানে হামলা

সংঘাত যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে জ্বালানির দাম থেকে শুরু করে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও ভোক্তা আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ইফতেখার ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এমনতেই টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে। কখনো শুল্ক আরোপ, কখনো দুর্বল নিয়োগ পরিস্থিতি, আবার দীর্ঘদিন ধরে চলমান মূল্যস্ফীতির চাপ—সব মিলিয়ে দেশটির অর্থনীতি ইতোমধ্যেই নানা চ্যালেঞ্জের মুখে। এর মধ্যেই ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক হামলা নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই সংঘাত যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে জ্বালানির দাম থেকে শুরু করে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও ভোক্তা আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ইতোমধ্যে যুদ্ধের প্রভাব আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে স্পষ্ট



- ইতোমধ্যে যুদ্ধের প্রভাব আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।
- যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে চাপে পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। এতে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা।

হতে শুরু করেছে। তেলের দাম বেড়েছে, যা খুব দ্রুতই যুক্তরাষ্ট্রের পাম্পে গ্যাসোলিনের দামে প্রতিফলিত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১



যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলায় মধ্য তেহরানে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের সারি। ছবি: আল-জাজিরা

ইরানের গভীরে আঘাতের ঘোষণা

ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এখন পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। ওয়াশিংটন স্পষ্ট জানিয়েছে, অভিযান কেবল সীমিত আঘাতে থামবে না—ইরানের ভেতরে আরও গভীরে হামলা চালানো হবে। পেন্টাগনের সর্বশেষ ব্রিফিংয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেন, অভিযান এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে, তবে সামনে আরও বড় ও বিস্তৃত হামলা আসছে। যৌথ চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

কঠিন পরীক্ষায় পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। কিন্তু সেই আলোচনার অগ্রগতিকে তোসাফা না করেই তড়িঘড়ি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এই দুই দেশ হয়তো ভেবেছিল যে দ্রুততায় এই যুদ্ধ শুরু

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ট্রাম্পকে থামাতে ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস

অভিজিৎ দে

ইরানের বিরুদ্ধে চলমান সামরিক অভিযান বন্ধ করার লক্ষ্যে উত্থাপিত দ্বিদলীয় যুদ্ধক্ষমতা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মার্কিন সিনেটে ভোটভুক্তিতে নাকচ হয়েছে। বুধবার অনুষ্ঠিত ভোটে প্রস্তাবটি সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪



লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল

★ ★ ★

📍 1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208
📧 labonnofinedine@gmail.com
📍 1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208



**টেক-আউট
ইফতার পার্টি বুকিং**



CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহঃ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেঞ্চ-এমপ্রয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER

OUR OTHER SERVICES:

- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com

73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372

BRONX OFFICE
2040 McGraw Avenue
Bronx NY 10462

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

INJURED? আপনি কি আহত হয়েছেন?

WE SPECIALIZE IN

- 🚗 CAR ACCIDENTS
- 🏢 WORK RELATED ACCIDENTS
- 🚶 SLIP/TRIP & FALLS
- 🏗 CONSTRUCTION ACCIDENTS

“HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE”
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?

■ কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।



Abu Ahmed, Esq.

Usman Ahmed, Esq.

AHMED LAW FIRM Call Now: **(718) 848-9595**

104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিঙ্কট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন ক্লিন ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক'র ইফতারে মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১ মার্চ) নিউইয়র্কের জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি আমেরিকান অংশ নেন।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিশিষ্টজন এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব সংগঠনটির কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে কমিউনিটির সেবায় কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান রফিক। মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ কামনা করা হয়। দোয়া শেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা একসঙ্গে ইফতার করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শামীম হাসান।

উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা চাই একাবদ্ধভাবে, ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম বলেন, রমজান আমাদের ধৈর্য ধরতে ও পরিশুদ্ধ হতে শিক্ষা দেয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসীদের বাঙালিদের একাবদ্ধ রাখা।

এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জিলা সমিতি ইউএস ইনকের সভাপতি মো. ফারুক ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক সাদেক রহমানসহ আরও অনেকে।

সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেনের পরিচালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, আইন বিষয়ক সম্পাদক এ.কে. এম.হক (খোকন), সমাজকল্যাণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মিয়া ফয়েজ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো.আতিক উল্লাহ, প্রচার সম্পাদক জলি আহমেদ, কার্যকরী সদস্য কাজী আশিকুজ্জামান, কবির হোসেন, সোহানুর রহমান সোহান, আব্দুল মান্নান, হযরত আলী, কাউসার আহমেদসহ প্রমুখ।

বললেন আসিফ মাহমুদ
রাষ্ট্রপতির বক্তব্য
দিয়ে সংসদ শুরু
হতে পারে না

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, কোনোভাবেই নতুন সংসদের অধিবেশন রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হতে পারে না। এমনটি হলে ৩০০ সংসদ সদস্যকেই জনগণের কাছে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। সোমবার (২ মার্চ) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ বলেন, 'এই সংসদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রথম অধিবেশনেই রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। কোনোভাবেই এই সংসদ রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হতে পারে না। যদি তা শুরু হয়, আমরা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে এবং আমরা সবাই ৩০০ সংসদ সদস্যকে প্রশংসিত করব।' সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে আসিফ মাহমুদ বলেন, 'আপনারা যারা জনগণের রায় নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা ফ্যাসিবাদের সর্বশেষ উচ্চিষ্ট রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আপনাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করার মধ্য দিয়ে কলঙ্কিত হবেন না।'

We Speak বাংলা,
English, হিন্দি
العربية

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন
হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine
physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us ☎ 631-778-4048 📍 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS

CALL NOW

718.997.9797

CAR ACCIDENTS

CONSTRUCTION ACCIDENTS

TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars

RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:

📍 Forest Hills 📍 Valley Stream

INJURED
আপনি কি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

আমরা বাংলা কথা বলি
347-665-3045

abramslawgroupny.com

ব্যাংক হিসাব তলব, মুখ খুললেন আসিফ মাহমুদ

ঢাকা অফিস

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গত সোমবার বিএফআইইউর পক্ষ থেকে দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে তিন



আসিফ মাহমুদ

কর্মদিবসের মধ্যে আসিফ মাহমুদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবের সব তথ্য নথিভুক্ত করে বিএফআইইউতে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আসিফ মাহমুদ জানিয়েছেন, তিনি নিজেই ব্যাংক লেনদেনের তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করবেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে এসব কথা জানান তিনি। ফেসবুক পোস্টে এনসিপির মুখপাত্র লিখেছেন, ‘আগামীকাল (বুধবার) আমি নিজেই ব্যাংক স্টেটমেন্ট সবার জন্য উন্মুক্ত করব। পদত্যাগের আগেই আয়-সম্পদের হিসাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে

দিয়ে এসেছি।’ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ওই সরকারে জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে তিনজন উপদেষ্টা হয়েছিলেন। তাদের একজন ছিলেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সর্বশেষ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন আসিফ মাহমুদ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত ১০ ডিসেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ ছাড়েন আসিফ মাহমুদ।

হজ্জ

নিবন্ধন শুরু হয়েছে

আবদন করতে পারবেন

আমেরিকার **পাসপোর্টধারী**

বাংলাদেশের **পাসপোর্টধারী**

+1 (718) 395-9697
 zamzamtravelus@gmail.com

www.zamzamtravelus.com
 37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসেস সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়ালিটি
- খেলায় মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মালি কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাকাতের তুল ডিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ে জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

**32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103**

www.surdezperetzlaw.com

CENTERLIGHT Healthcare PACE

خوش آمدید

**CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।**

**আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।**

**আপনার PACE®-এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা**
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org



KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



**We Care
Your Family
Like Ours**

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)

PCA (Personal Care Assistant)

CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

◆ **Queens**

◆ **Nassau**

◆ **Suffolk**

◆ **Bronx**

◆ **Westchester**

◆ **Dutchess**

◆ **Orange**

◆ **Rockland**

◆ **Sullivan**

◆ **Ulster**

NYS Department of Health LHCSAs



Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Main Office

37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office

167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432



Fax: 347-338-6799



347-621-6640

সম্পাদকীয়

ইরান যুদ্ধ: বিশ্ব কি আবার বদলে যাবে?

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হামলার জের ধরে মধ্যপ্রাচ্যে যে বিস্তৃত সংঘাতের সূচনা হয়েছে, তা কেবল একটি আঞ্চলিক সামরিক উত্তেজনা নয়। এটি এমন এক সংকট, যার প্রতিধ্বনি বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। ইতিহাস আমাদের শেখায়—বড় যুদ্ধের পর বিশ্ব আর আগের মতো থাকে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মানচিত্র বদলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠেছে নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা। মায়ুযুদ্ধের অবসানে আবারও বদলেছে শক্তির ভারসাম্য। তাহলে এবারের ইরান যুদ্ধ কি তেমন কোনো মোড় পরিবর্তনের সূচনা?

প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি নতুন করে বিন্যস্ত হতে পারে। ইরান দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমানে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হামলা যদি ইরানের সামরিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে, তাহলে সেই প্রভাববলয়েও পরিবর্তন আসবে। একই সঙ্গে ইরান যদি পাল্টা জবাব দিয়ে সংঘাত দীর্ঘায়িত করে, তবে পুরো অঞ্চল জুড়ে প্রক্সি যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়বে। উপসাগরীয় দেশগুলোও তখন নতুন নিরাপত্তা সমীকরণে নিজেদের অবস্থান পুনর্নির্ধারণে বাধ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান নিরাপত্তা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও রাশিয়ার উপস্থিতি বেড়েছে। ইরান যদি আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও বেশি সমর্থন খোঁজে, তাহলে এই সংঘাত বড় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতাকে তীব্র করতে পারে। ফলে আঞ্চলিক যুদ্ধ ধীরে ধীরে বৃহত্তর কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ হয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়ত, জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা বিশ্ব অর্থনীতিকে নাড়া দিতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য এখনো বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যুদ্ধ দীর্ঘ হলে তেলের দাম বাড়বে, সরবরাহ ব্যাহত হবে, মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। খাদ্য ও জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশগুলোর জন্য এটি নতুন অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও এর বাইরে নয়।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। যদি আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে সামরিক সমাধানই প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়ায়, তবে জাতিসংঘভিত্তিক বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় বাড়বে। পারমাণবিক ইস্যুতে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ভেঙে গেলে ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশও শক্তি প্রদর্শনের পথে হাঁটতে পারে। এতে বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিবেশ আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

পঞ্চমত, প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধের নতুন বাস্তবতা সামনে আসছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নজরদারি, ড্রোন ও স্যাটেলাইটভিত্তিক হামলা এখন যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু। ইরান সংঘাতে যদি এসব প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ঘটে, তবে তা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ধরন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে থাকবে। যুদ্ধক্ষেত্র আর শুধু সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না; তথ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ—সবই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে।

তবে প্রশ্ন হলো—এই যুদ্ধ কি সত্যিই বিশ্বব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে পাল্টে দেবে? ইতিহাস বলে, সব যুদ্ধ সমান প্রভাব ফেলে না। কিছু সংঘাত আঞ্চলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার কিছু সংঘাত বৃহত্তর পরিবর্তনের জন্ম দেয়। এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা কঠিন, ইরান যুদ্ধ কোন পথে যাবে। এটি নির্ভর করছে সংঘাতের স্থায়িত্ব, জড়িত শক্তিগুলোর ভূমিকা এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সাফল্যের ওপর। একটি বিষয় স্পষ্ট—যুদ্ধ যত দীর্ঘ হবে, তত বেশি দেশ এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়বে। মানবিক সংকটও বাড়বে। শরণার্থী স্রোত, অবকাঠামো ধ্বংস, সামাজিক অস্থিরতা—এসবই দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়াও সহজ হবে না।

বিশ্ব বাস্তবতা পাল্টাবে কি না, তার উত্তর সময় দেবে। কিন্তু এই সংঘাত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা এখন নতুন স্বাভাবিক। শক্তির রাজনীতি আবারও সামনে এসেছে। কূটনীতির জায়গা সংকুচিত হলে বিশ্ব আরও বিভক্ত হবে। আর বিভক্ত বিশ্বে শান্তি টেকসই হয় না।

ইরান যুদ্ধ হয়তো আগামী দিনের বিশ্বরাজনীতির মোড় ঘোরানোর সূচনা। আবার এটিও হতে পারে আরেকটি দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক সংকট, যার প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়াবে। তবে একটি সত্য অস্বীকার করা যায় না—যুদ্ধের পর বিশ্ব আর আগের মতো থাকে না। প্রশ্ন শুধু, পরিবর্তনটি কত গভীর এবং কত স্থায়ী হবে।

ইরানে আমেরিকার হামলা ও ‘তেলের রাজনীতি’

গুনেই ইলদিয

শনিবার ভোরে তেহরান, কোম, ইসফাহান, কেবরমানশাহর ও কারাজ অভিমুখে একযোগে সমন্বিত বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকা-ইসরায়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একে বৃহৎ সামরিক অভিযান হিসেবে ঘোষণা করে ইরানি জনগণকে নিজেদের সরকার পতনের আহ্বান জানান। অন্যদিকে, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাউজ একে ইরানি শাসকগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে একটি প্রতিরোধমূলক আক্রমণ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন খোদ সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। তার বাসভবন সংলগ্ন তেহরানের প্রশাসনিক এলাকায় সাতটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের রেভোল্যুশনারি গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কাতারের আল-উদিদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-ধাফরা, কুয়েতের আল-সালেম এবং বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। আবুধাবিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার সময় এর ধ্বংসাবশেষের আঘাতে একজন নিহত হয়েছেন।

২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের পর মধ্যপ্রাচ্যে এটিই আমেরিকার বৃহত্তম সামরিক তৎপরতা। ইতিহাসে এই প্রথম ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র একযোগে উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর রাজধানীগুলোতে আঘাত হানল। শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রকাশ্য ইচ্ছা এবং অঞ্চলজুড়ে ব্যাপক প্রতিশোধমূলক হামলা—এই দুইয়ের মেলবন্ধন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির এই ঘটনাকে পারস্য উপসাগরের পূর্ববর্তী সকল সংঘাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

উপসাগরীয় অঞ্চলের ঝুঁকি এখন আর ক্ষণস্থায়ী ‘আমহাওয়া’ নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী ‘জলবায়ুতে’ পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালের জুনে আল-উদিদের কাছে আঘাত হানা মাত্র একটি ক্ষেপণাস্ত্রই এই অঞ্চলের ‘বীমা’ মডেল, পণ্য পরিবহনের ব্যয় এবং এলএনজি টেঁ্ডারের চেনা ছক বদলে দিয়েছিল। তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, পরিস্থিতির সঙ্গে ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে শনিবার ভোরের ধ্বংসযজ্ঞ এটাই প্রমাণ করে যে, প্রস্তুতির গতি পরিস্থিতির ভয়াবহতার তুলনায় মোটেও যথেষ্ট ছিল না।

২০২৫ সালের জুন এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির সংঘাতের মধ্যকার পার্থক্য মূলত তিনটি মাত্রার ওপর নির্ভরশীল, যা বর্তমানে প্রতিটি করপোরেট বোর্ড, ট্রেডিং ডেস্ক এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে।

ব্যাপ্তি: গত জুনের হামলাগুলো ছিল সুনির্দিষ্টভাবে পারমাণবিক স্থাপনা কেন্দ্রিক—যা একটি সীমিত এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য কাঠামোর মধ্যে ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারির এই আক্রমণগুলো একই সাথে ছয়টি শহরের শাসনাত্মিক কেন্দ্র, গ্যোয়েন্দা সদর দপ্তর এবং সামরিক-শিল্প অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। সিএনএনের সূত্রমতে, মার্কিন সামরিক বাহিনী কয়েক দিনব্যাপী ধারাবাহিক হামলার পরিকল্পনা করছে। ২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণের পর এই অঞ্চলে এটিই আমেরিকার বৃহত্তম সামরিক অভিযান।

উদ্দেশ্য: জুনের হামলার লক্ষ্য ছিল মূলত সক্ষমতা খর্ব করা; কিন্তু ফেব্রুয়ারির এই অভিযানের লক্ষ্য গোটা দেশের আমূল পরিবর্তন। ইরানি জনগণকে নিজেদের সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রতি ট্রাম্পের আহ্বান এবং এই হামলার লক্ষ্য অস্তিত্বের সংকট নির্মূল করা—নেতানিয়াহুর এমন ঘোষণা সরাসরি শাসনব্যবস্থা



পরিবর্তনের বার্তাই দেয়। হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের শেষ শাহর নির্বাসিত পুত্র রেজা পাহলভী একে একটি মানবিক হস্তক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই মুহূর্তে শাসনব্যবস্থার পতন ঘটবে কি না, তার চেয়েও বড় বিষয় হলো—বৈশ্বিক বাজারকে এখন এই পতনের প্রবল সম্ভাবনাকে হিসেবে রেখেই বিনিয়োগ ও ঝুঁকির মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে।

প্রতিশোধের পরিধি: গত জুনে ইরান শুধুমাত্র আল-উদিদ ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল এবং তার আগে আগাম সতর্কবার্তাও দিয়েছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে আইআরজিসি ঘোষণা করেছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েলি সকল সম্পদ এবং স্বার্থই এখন তাদের বৈধ লক্ষ্যবস্তু এবং তারা অবিলম্বে তা কার্যকর করেছে। কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত ও জর্ডানের আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে অথবা ভূপাতিত করা হয়েছে। আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই আগ্রাসনের পর আর কোনো রেড লাইন বা সীমারেখা অবশিষ্ট নেই।

দৈনিক ২ কোটি (২০ মিলিয়ন) ব্যারেল জ্বালানি—যা বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত মোট তরল পেট্রোলিয়ামের প্রায় ২০ শতাংশ এবং যার বার্ষিক বাণিজ্যমূল্য প্রায় ৫০ হাজার কোটি (৫০০ বিলিয়ন) ডলার প্রতিদিন হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয়। কাতারের উৎপাদিত সমস্ত এলএনজি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সমুদ্রবাহিত সবটুকু অপরিশোধিত তেল এবং কুয়েত ও ইরাকের রপ্তানির সিংহভাগই এই সংকীর্ণ জলপথের ওপর নির্ভরশীল।

গত শুক্রবার ব্রেন্ট ব্রুড তেলের বাজার প্রতি ব্যারেল ৭২.৪৮ ডলারে বন্ধ হয়েছে, যার মধ্যে কয়েক সপ্তাহের সামরিক প্রস্তুতির একটি আগাম প্রভাব আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিশ্লেষকদের ধারণা, সোমবার বাজার খোলার সাথে সাথে এই যুদ্ধকালীন প্রিমিয়াম এক লাফে অনেক উঁচুতে চড়বে। তবে তেলের দর বৃদ্ধির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এর গভীর কাঠামোগত পরিবর্তন।

২০২৫ সালের জুনের পর পারস্য উপসাগরগামী জাহাজগুলোর যুদ্ধকালীন ঝুঁকি বীমা ইতিমধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। ২০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের একটি এলএনজি বাহকের ক্ষেত্রে এই বর্ধিত ব্যয় প্রতি মিলিয়ন বিটিইউ-তে ০.১০-০.১৫ ডলারের সমতুল্য। এখন যখন বিশ্বের বৃহত্তম মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সম্পন্ন রাজধানীগুলোতে সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানছে, তখন এই প্রিমিয়াম আর কেবল দ্বিগুণ হবে না—বরং তা এমন এক স্তরে পৌঁছাবে, যা কোনো মডেলে আগে কখনো দেখা যায়নি; এমনকি বীমাকারীরা বীমা দেওয়াই বন্ধ করে দিতে পারে।

নিরাপত্তা বনাম অভিযোজন ২০২৫ সালের জুনের হামলার পর ইরানের পার্লামেন্ট হরমুজ প্রণালী বন্ধের প্রস্তাব দিলেও তখন তা কার্যকর করা হয়নি। কিন্তু ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির এই পরিস্থিতি গুণগতভাবে ভিন্ন। ইরান ইতিমধ্যেই এই জলপথে তাদের অসম যুদ্ধর সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। মাইন স্থাপন বা ক্রমাগত হয়রানির মাধ্যমে প্রবাহের মাত্র ২০-৩০% হ্রাস করা হলেও তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাবে। আর যদি এই পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, তবে বিশ্ব অর্থনীতি এমন এক অনিশ্চয়তায় পড়বে যা আগে কখনো পরীক্ষিত হয়নি।

কারা প্রস্তুত ছিল আর কারা নয়? জাপানের ‘জেরা’, চীনের ‘পেট্রোচায়না’ বা ভারতের ‘গেইল’ যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিল, তা এখন কেবল সতর্কতামূলক নয় বরং দূরদর্শী বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু যারা এই প্রস্তুতি নেয়নি, তারা আজ চরম সংকটে। ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের মতো এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতিগুলো এখন হিসাব কষছে—তাদের হাতে থাকা কৌশলগত জ্বালানি মজুত আর কতদিন তাদের রেশন ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখতে পারবে।

উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ প্রবাসী। আবুধাবিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং একজন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু এই প্রবাসীদের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট তৈরি করেছে। যদি মাত্র ৫ শতাংশ দক্ষ বিদেশি কর্মী এই অঞ্চল ত্যাগ করেন, তবে রিফাইনারি, বন্দর এবং লজিস্টিক নেটওয়ার্কগুলো অচল হয়ে পড়বে। কোনো ‘অ্যাসেট ইনটেগ্রিটি ড্যাশবোর্ড’ এই পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেয়নি, কিন্তু আজ এটিই নির্মম বাস্তবতা।

শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জুয়া ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ঝুঁকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের’ এই ডাকটিই বর্তমান সংকটের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।

যদি শাসনব্যবস্থা টিকে যায়, তখন অপমানিত ও অস্তিত্বের সংকটে থাকা ইরান তখন সর্বোচ্চ মাত্রার প্রতিহিংসার পথে হাঁটবে। হরমুজ প্রণালী অচল করা এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তাদের ছায়া বাহিনীগুলোকে সক্রিয় করে তোলা তখন তাদের কাছে যৌক্তিক মনে হবে।

তবে যদি পতন ঘটে, ২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণের ন্যায় এক চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। ৮ কোটি ৮০ লাখ মানুষের একটি দেশে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক বিকল্প ছাড়াই এই শক্তিশূন্যতা এমন এক অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে, যা ২০২৫ সালের হামলার তুলনায় অনেক গুণ ভয়াবহ।

বিবর্তনের সময় শেষ গত জুলাইয়ে আমি লিখেছিলাম যে, জ্বালানি বৈচিত্র্যকরণ এখন আর কেবল কৌশল নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। ২৮ ফেব্রুয়ারির এই হামলা সেই পরিবর্তনের জন্য বারাদ্রষ্টা সময়কে কয়েক বছরে নয়, বরং কয়েক ঘণ্টায় সংকুচিত করে এনেছে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত ‘জলবায়ু’ পরিবর্তনের রূপকটি ছিল অভিযোজনের একটি ইঙ্গিত। কিন্তু আজ সকালে প্রশ্নটি আরও রূঢ়, যখন এই চরম পরিবর্তন কোনো প্রজাতিকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়, এবং সেই প্রজাতিটি যদি হয় স্বয়ং বৈশ্বিক জ্বালানি ব্যবস্থা, তবে কী ঘটবে? তেহরান, আবুধাবি আর দোহার আকাশে ক্ষেপণাস্ত্রের ধোঁয়ার কুণ্ডলী এখন সেই উত্তরই লিখে দিচ্ছে।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক, বিবিসির সাবেক সাংবাদিক এবং এলএসই ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউটের মোথোভলজির শিক্ষক

সরকারের দুই চেহারা-কোনটি আসল, কোনটি নকল

মাসুদ কামাল

দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সরকারের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিএনপি ও তার নেতাদের গতানুগতিক কাজকর্ম। এই দুই ধারার মধ্যে মিলের চেয়ে যেন অমিলই বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না, আগামী দিনগুলোতে ঠিক কোন ধরনের সরকার তারা দেখতে পাবেন। সরকারের কর্মকাণ্ডে কোন ধারাটি প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে—তারেক রহমানের ব্যতিক্রমী রাজনীতি, নাকি বিএনপির গতানুগতিক নেতাজীতি?

শপথ নেওয়ার পরপরই বিএনপির সংসদ সদস্যরা ঘোষণা করলেন, তাঁরা শুষ্কমুক্ত গাড়ি বা প্লট নেবেন না। এটি অবশ্যই একটা বড় ঘোষণা। এই দুটি খাত থেকে এমপি সাহেবদের নিশ্চিত কিছু অর্থনৈতিক লাভ হয়। এমনও অনেকে আছেন, এই দুই ক্ষেত্রের মুনাফা দিয়ে তাঁর নির্বাচনের ব্যয়টা তুলে ফেলেন! সে সুযোগটা তাঁদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ সিদ্ধান্তটা তাঁরা যে আগে থেকেই চিন্তাভাবনা করে নিয়েছেন, তা আমি মনে করি না।

সে রকম হলে তো বিষয়টিকে তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহারেই রাখতে পারতেন; তা তো করেননি। এই এমপি সাহেবরা আগে থেকে এ ক্ষেত্রে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। শপথের পর সংসদ সদস্যদের প্রথম সভায় তারেক রহমান ছট করে বলে ফেলেছেন, তাই কারও পক্ষে আর এর

প্রতিবাদ বা দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ হয়নি। এমন সিদ্ধান্তে কার মনে কতটা দুঃখের জন্ম হয়েছিল, সে হিসাব করা না গেলেও এতটুকু বলা যায়, রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল বিএনপি। সাধারণ মানুষের মনে দলটি সম্পর্কে একটা চিন্তা তৈরি হয়েছিল। মানুষ ভেবেছেন, তারা কেবল নিতেই আসেনি! এ ভাবনটা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের এমন ভাবনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই হয়তো তারেক রহমান পরের সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছেন, যেমনটি আগে কখনোই ঘটেনি। জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবেন না, নিজের যে টয়োটা গাড়িটি আছে, সেটিই ব্যবহার করবেন। সেই সঙ্গে গাড়ির জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে জ্বালানি তেলও নেবেন না। সরকারি ড্রাইভার নেবেন না, ড্রাইভারের বেতন নিজেই দেবেন। এর আগে কোনো সরকারপ্রধান এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। সে বিচারে এটাকে অভিনবই বলা চলে।

কিন্তু অভিনব মানেই কি কার্যকর? কেউ কেউ অবশ্য এরই মধ্যে এমন প্রশ্নও করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী সরকারি গাড়ি নিলেন কি নিলেন না, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি দেশটা ঠিকঠাকমতো চালাতে পারছেন কি না। মানুষ তার কাছে প্রত্যাশা করবে, তিনি যেন সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারেন। সে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বার্থে তাঁকে যদি সরকারি গাড়ি একটার জায়গায় দুটোও ব্যবহার করতে হয়, তা-ও সহি। আমরা কাজ ও তার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকব।

এসব যুক্তি-পাল্টা যুক্তি চলছেই থাকবে। আপনি যে-ই হোন না কেন, যে কাজই করেন না

কেন, দুদিকেই মত-দ্বিমত থাকবে। সবকিছুকেই বিবেচনায় নিতে হবে। বিবেচনায় নিয়েই নিজের সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। আমি ঠিক বুঝি না, নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে সরকারি গাড়ি নেওয়া না-নেওয়াটা সাংঘর্ষিক কি না। গাড়ি না নিলে কি সরকারি কাজ ঠিকঠাকমতো করা যাবে না? অথবা যাঁরা গাড়ি, জ্বালানি, চালক-সম্পর্কিত সরকারি সুযোগ-সুবিধা পরিপূর্ণভাবে নেন, তাঁরা কি তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব দারুণভাবে পালন করেন? অতীতে আমরা অনেক বার্ষ শাসককে দেখেছি, তাঁরা নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, আত্মীয়স্বজনের জন্য পর্যন্ত সরকারি গাড়ি-বাড়ির সুবিধা নিয়েছেন। সেসব আমাদের জন্য ভালো কোনো উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারেনি।

আসলে সমাজে যাঁরা বড় মানুষ, যাঁরা মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁদের ছোটখাটো কাজও সাধারণ মানুষের কাছে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সরকারি গাড়ি নেওয়া না-নেওয়ার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির যে বিশাল একটা পরিবর্তন হয়ে যায়, তা নয়। বরং এর মাধ্যমে বড় দায়িত্বে থাকা মানুষদের মানসিকতাটা প্রকাশিত হয়। তাঁরা রাষ্ট্রের কাছে থেকে যত দূর পারা যায় নেওয়ার জন্য, নাকি যতটুকু সম্ভব দেওয়ার জন্য দায়িত্বে বসেছেন—তার প্রকাশ ঘটে। যে প্রকাশ বিএনপির সংসদ সদস্যরা একেবারে শুরুর দিনই প্লট ও শুষ্কমুক্ত গাড়ি না নেওয়ার ঘোষণার মাধ্যমে ঘটিয়েছিলেন। আমি বড় আশা করেছিলাম প্লট ও গাড়ির মতো এবারও বুঝি অনেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী অনুসরণ করবেন প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু বাস্তবে সেটা তেমন একটা দেখলাম না।

একমাত্র কৃষিমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ বললেন

ট্রাম্প সমর্থকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন

এমা অ্যাশফোর্ড

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প—বোর্ড অব পিসের প্রধান, ফিফা পিস প্রাইজের বিজয়ী এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অর্থহীন যুদ্ধগুলোর কটর বিরোধী—তিনিই গত শনিবার ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি বিশাল সামরিক অভিযান শুরু করেন। দিন শেষে তিনি প্রমাণ করেন যে, রিপাবলিকান পার্টির ভেতরে ইরানবিরোধী কটরপন্থীদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তিনি অক্ষম। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, অস্পষ্ট উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তি ব্যবহারের প্রলোভন প্রতিরোধ করতেও ব্যর্থ।

ট্রাম্পের ঐতিহ্যগত দুর্বল আবেগনিয়ন্ত্রণ বিবেচনায় নিলে এটি হয়তো বিস্ময়কর নয়। কিন্তু আরেকটি পছন্দসই যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্তটি শুধু প্রেসিডেন্টের সমর্থকদের সঙ্গেই নয়, বরং বৃহত্তর আমেরিকান জনগণের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা।

ট্রাম্পের নিজস্ব জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টারা তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে তাকে শান্তির প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। স্ট্রিফেন মিলার তো একবার কমলা হ্যারিসের প্রচারণাকে “যুদ্ধপাগল নিওকনরা [যারা] আপনার সম্মানদের এমন যুদ্ধে মরতে পাঠাতে ভালোবাসে, যেগুলো তারা নিজেরা কখনো লড়বে না,” বলে বর্ণনা করেছিলেন।

ট্রাম্প এখন সেই ব্যক্তিই পরিণত হয়েছেন, যাকে তিনি একসময় নিন্দা করতেন। দীর্ঘদিনের সমর্থক টাকার কার্লসন আজকের হামলাগুলোকে ‘সম্পূর্ণ জঘন্য ও অশুভ’ বলে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প একটি সংক্ষিপ্ত ও সফল যুদ্ধের আশায় পাশা খুঁটি চালছেন। এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে এটা বোঝার জন্য যে, তিনি কি বরং যুক্তরাষ্ট্রকে সেই বিষয়েই জড়িয়ে ফেলেছেন, যা তিনি এড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—অর্থাৎ আরেকটি বিপর্যয়কর মধ্যপ্রাচ্য জটিলতায়।

ইরানে কী ঘটবে তা বলায় এখনো সময় আসেনি। কিন্তু এটি খুবই স্পষ্ট যে, তার সমর্থকভিত্তি বা আমেরিকান জনগণ যা চেয়েছিল, এটি তা নয়।

আমরা এখানে এলাম কীভাবে?

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি আসলে তার শক্তিশালী বিষয়গুলোর একটি ছিল, যেখানে তিনি ইউক্রেন থেকে গাজা হয়ে চীন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি বড় পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে হ্যারিসের ওপর সামান্য কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। আসলে, পররাষ্ট্রনীতি মহলে অনেকের সংশয় থাকা সত্ত্বেও, ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ কাঠামোটি ভোটারদের কাছে সাড়া জাগিয়েছিল: ইউক্রেন, অভিবাসন এবং যুক্তরাষ্ট্র কি বিশ্বের সব সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব নেবে—এই প্রশ্নগুলোতে তার বার্তা রিপাবলিকানদের পাশাপাশি স্বতন্ত্র ভোটারদের কাছেও জনপ্রিয় ছিল।

কিন্তু ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ যখন বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততায় আমেরিকান স্বার্থ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি থেকে সরে গিয়ে প্রেসিডেন্টের খেয়ালখুশি, দমনমূলক মনোভাব এবং সামরিক দুঃসাহসিকতার প্রতি ঝোঁকের প্রতিফলনে পরিণত হলো— তখন



ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর, তেহরানে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

ট্রাম্পের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতির অনুমোদন কমে গেছে। গত কয়েক মাসে তা ৪১ শতাংশ থেকে ৩৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

রিপাবলিকানদের মধ্যে ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি এখনো তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু তার সমর্থকদের মধ্যেও নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আপত্তি রয়েছে: প্রায় ৭০ শতাংশ রিপাবলিকান গ্রিনল্যান্ড দখলের বিরোধিতা করেন, এবং মাত্র ১৭ শতাংশ বলেছেন যে তারা ইরানে শাসন পরিবর্তনকে সমর্থন করবেন। এটা না ভাবতে পারা কঠিন যে ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি আসলে ভোটাররা ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ থেকে যা চেয়েছিলেন, তা নয়। ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শব্দবন্ধটিই সবসময় কিছুটা সমস্যার ছিল।

প্রথম প্রচারণায় ট্রাম্পের এই শব্দ ব্যবহার বুদ্ধিজীবী মহলে সমালোচনার বাড় তোলে। কারণ তারা এটিকে ১৯৩০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিয়ে বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন। কিন্তু ঠিক একই কারণে এটি ভোটারদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। এটি মনে হয়েছিল শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী অতিসরল উদারনৈতিক ঐকমত্যের প্রত্যাখ্যান, যা আমেরিকান স্বার্থ ও প্রয়োজনকে অন্য দেশের স্বার্থকে নিচে স্থান দিয়েছিল।

বিশ্বে আমেরিকার সম্পৃক্ততা নিয়ে ভোটারদের দৃষ্টিভঙ্গির দীর্ঘমেয়াদি জরিপও এটিকে সমর্থন করে। সাম্প্রতিক এপি-নরক জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ১৭ শতাংশ মার্কিন চান যে আমেরিকা বিশ্বের সমস্যা সমাধানে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিক; ৪৫ শতাংশ চান কম সক্রিয় হোক। শিকাগো কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স, যা ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকানদের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে জরিপ করে আসছে, তারাও গত পাঁচ বছরে বিশ্বে সক্রিয় মার্কিন ভূমিকার প্রতি সমর্থন প্রায় ১০ শতাংশ কমতে দেখেছে।

বাস্তবে, অধিকাংশ আমেরিকান নিয়মিতভাবে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নন, এবং এটি খুব কমই শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসেবে স্থান পায়। কিন্তু এই গতিশীলতা ট্রাম্পের জন্য নতুন কিছু নয়।

মনে রাখা উচিত, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রথমদিকের পররাষ্ট্রনীতি স্লোগানগুলোর একটি ছিল ‘মধ্যবিত্তের জন্য পররাষ্ট্রনীতি’, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে যুক্ত করতে এবং পররাষ্ট্রনীতিকে আমেরিকানদের চাহিদার প্রতি আরও দৃশ্যমান ও সাড়া-দায়ী করতে চেয়েছিল। তবে বাইডেন প্রশাসনের মতোই, দায়িত্বে এসে ট্রাম্পের নীতিগুলোও ক্রমশ ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় বলে মনে হওয়া আরও সংঘত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ঘোষিত পথ থেকে সরে গেছে।

শুরুটা আশাব্যঙ্গক ছিল

ট্রাম্প গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে পেরেছিলেন, ইউক্রেন নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে অভিবাসী আটক ফ্লাইট গ্রহণে রাজি করিয়েছিলেন, এবং এমনকি ইউরোপীয় নেতাদের কাছ থেকে ন্যাটোর ভেতরে নিজেদের প্রতিরক্ষা আরও ব্যয় করার প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছিলেন।

তবে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি এসে পরিস্থিতির অবনতি শুরু হয়। ট্রাম্প ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বিমান হামলায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, মাটির নিচে ইউরেনিয়ামের মজুত ধ্বংস করেন, কিন্তু প্রকৃত সমস্যার কোনো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দেননি।

বাণিজ্য ও শুল্ক নিয়ে তার তলোয়ার বনবনানি মিত্র ও প্রতিপক্ষ উভয়ের সঙ্গেই উত্তেজনা তৈরি করেছে এবং ইতিবাচক

ফল খুব কমই দিয়েছে। ট্রাম্প প্রেসিডেন্সির শুরু থেকে শুষ্কের ২০০ বিলিয়ন ডলারের ৯৬ শতাংশই আমেরিকান ভোক্তা ও আমদানিকারকেরা বহন করেছেন।

ট্রাম্পের পশ্চিম গোলার্ধ নীতিও রয়েছে, যা সীমান্ত নিরাপত্তা, অভিবাসন, মাদক এবং অন্যান্য দেশীয় বিষয় দিয়ে শুরু হয়েছিল— যেগুলো এখনো ভোটারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং অন্যান্য কটরপন্থী উপদেষ্টাদের প্রভাবে এই নীতি ভেনেজুয়েলায় হস্তক্ষেপ এবং কিউবায় শাসন পরিবর্তন নিয়ে ঢিলেঢালা বক্তব্যে রূপ নিয়েছে।

অনেক সময় ট্রাম্পের নীতিগুলো কোনো সুস্পষ্ট নীতিগত যুক্তির চেয়ে ব্যক্তিগত ক্ষোভ দ্বারা চালিত বলে মনে হয়। যেমন নোবেল কমিটি তাকে সম্মান না দেওয়ায় তার বারবার ক্ষোভ প্রকাশ। তবে এখনো ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির ভালো দিকগুলো আছে (যেমন ইউক্রেন নিয়ে চলমান শান্তি আলোচনা)। কিন্তু সেগুলো ক্রমশ অন্যান্য, প্রায় এলোমেলো নীতির কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে, যেগুলোর অধিকাংশ আমেরিকানদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে খুব কম সম্পর্ক রয়েছে।

বাস্তবে, ‘আমেরিকা ফার্স্ট’-এর কেন্দ্রীয় সমস্যা হলো এর কখনোই সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। অর্থাৎ আমেরিকান স্বার্থ কী? এটি নির্ধারণ করে কে?

প্রচলিত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে ভেঙেচুরে দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের সক্ষমতা তাকে সাম্প্রতিক দশকগুলোর অনেক বাধা অতিক্রম করতে দিয়েছে, যা আমেরিকানদের উপকারে আসতে পারে। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত বিষয়, আশপাশের লোকদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও দমন করার প্রবণতা, এবং আমেরিকান জনগণের স্বার্থের ওপরে নিজের স্বার্থ ও অহমকে স্থান দেওয়া— এসবই তাকে দীর্ঘমেয়াদে আরও টেকসই পররাষ্ট্রনীতি গঠনের জন্য দুর্বল করে তোলে। আজকের ইরান হামলাগুলো এই সমস্যার প্রতীক।

গত সপ্তাহে জরিপে অংশ নেওয়া আমেরিকানদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ বলেছেন, তারা ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ সমর্থন করবেন, তবুও প্রেসিডেন্ট এই যুদ্ধের পক্ষে আমেরিকান জনগণের কাছে যুক্তি তুলে ধরার জন্যও ধামেননি। তাকে সীমাবদ্ধ করছে কেবল তার ‘নিজস্ব নৈতিকতা’।

তবে ইতিহাস যদি পথপ্রদর্শক হয়, এই যুদ্ধ সম্ভবত বিদেশে মার্কিন সামরিক সম্পৃক্ততার প্রতি জনঅসন্তোষই বাড়াবে।

আমেরিকানরা সক্ষম মিত্র, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবন, এবং বিশ্বে আরও সংঘত ভূমিকা চান— যা অন্য দেশগুলোর সঙ্গে ফলপ্রসূ অংশীদার হিসেবে যুক্ত থাকবে। তারা মধ্যপ্রাচ্যে অর্থহীন পছন্দসই যুদ্ধ চান না, জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের নীতির ভূতুড়ে পুনরুত্থানও চান না। তারা ‘আমেরিকান অপমান’— যা পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করে, তা তারা চান না। মার্কিন জনগণের প্রয়োজন এমন একটি পররাষ্ট্রনীতি, যা আমেরিকানদের অগ্রাধিকার দেয়। এই প্রশাসনের কাছ থেকে তারা তা পাচ্ছেন না।

লেখক: ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনের কলাম লেখক এবং স্টিমসন সেন্টারের ‘রিইম্যাজিনিং ইউ.এস. গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি’ প্রোগ্রামের সিনিয়র ফেলো

(লেখাটি ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনের সৌজন্যে।)

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

রমজানের শেষ দশকের ফযীলত ও আমল

ইমতিয়াজ মাহমুদ



রমায়ানের শেষ দশক আসলে এক বিদায়ী অধ্যায়। কে জানে, আগামী বছর আমরা বেঁচে থাকব কি না? কত মানুষ গত বছর রমায়ান পেয়েছিল, আজ তারা কবরবাসী। তাই এই দশক কেবল ইবাদতের নয়; এটি সময়ের মূল্য বোঝার সময়। প্রতিটি রাত হতে পারে জীবনের শেষ রাত, প্রতিটি সিজদা হতে পারে শেষ সিজদা।

রমায়ান মাস আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। কিন্তু এই মাসের মধ্যেও শেষ দশক এমন এক বিশেষ সময়, যা ইবাদতের দিক থেকে সারা বছরের মধ্যে অনন্য। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এই দশককে বিশেষভাবে গ্রহণ করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এই সময়কে অন্য সময় থেকে আলাদা গুরুত্ব দিতেন।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন: “নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি শবে কদরে। আর আপনি কি জানেন শবে কদর কী? শবে কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম” (সূরা কদর: ১–৩)। এই আয়াত শুধু ফযীলতের ঘোষণা নয়; এটি এক আখিরাতি গাণিতিক হিসাব। এক রাতের ইবাদত, যা তিরিশি বছরের বেশি সময়ের ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে এক অনুগ্রহ। আল্লাহ এখানে বান্দাকে দেখাচ্ছেন, তাঁর রহমত মানুষের আমলের চেয়ে বহুগুণ বড়। তাই শেষ দশক আসলে রহমতের দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হওয়ার সময়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দশকে যে পরিবর্তন আনতেন, তা ছিল গভীর ও লক্ষণীয়। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, শেষ দশক প্রবেশ করলে তিনি কোমর শক্ত করে বাঁধতেন, সারা রাত জেগে থাকতেন এবং পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন (সহীহ বুখারী: ২০২৪; সহীহ মুসলিম: ১১৭৪)। এখানে তিনটি স্তর রয়েছে নিজে ইবাদত করা, নিয়মিততা বৃদ্ধি করা, এবং পরিবারকে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ শেষ দশক ব্যক্তিগত সাধনা হলেও তা পারিবারিক জাগরণেও রূপ নেয়। আজ আমাদের বাস্তবতা কী? ঈদের কেনাকাটা, বাজারের ভিড়, পোশাকের পরিকল্পনা এসব কি আমাদের রাতগুলো গ্রাস করে নিচ্ছে? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ দশকে দুনিয়াকে প্রায় ছেঁটে ফেলতেন।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরও বলেন, তিনি এমন দীর্ঘ কিয়াম করতেন যে তাঁর পা ফুলে যেত (সহীহ বুখারী: ১১৩০)। যখন তাঁকে বলা হলো আপনার তো গুনাহ মাফ করা হয়েছে, এত কষ্ট কেন? তিনি উত্তর দিলেন, “আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?” (সহীহ বুখারী: ৪৮৩৭)। এই উত্তর আমাদের ইবাদতের দর্শন বদলে দেয়। ইবাদত শুধু ভয় থেকে নয়, কৃতজ্ঞতা থেকেও জন্ম নেয়। শেষ দশক সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশের সময়।

এই দশকের সবচেয়ে বড় রহস্য শবে কদর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, “তোমরা শবে কদরকে শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান করো” (সহীহ বুখারী: ২০১৭)। অর্থাৎ এটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি যাতে বান্দা এক রাত নয়, পুরো দশক জেগে থাকে। এটা আল্লাহর এক হিকমত। যদি রাত নির্দিষ্ট হতো, মানুষ শুধু

সেই রাতেই ইবাদত করত। কিন্তু এখন পুরো দশকটাই সম্ভাবনার আলোয় ভরে যায়।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেছিলেন, যদি শবে কদর পাই তবে কী দোয়া করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন: “হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন” (সুনান তিরমিযি: ৩৫১৩; ইবনে মাজাহ: ৩৮৫০)। এই দোয়ার ভেতরে শেষ দশকের সারাংশ লুকিয়ে আছে। মানুষ জীবনে যত সাফল্য অর্জন করুক, গুনাহের ভার নিয়ে সে শান্তি পায় না। তাই এই দশক মূলত মাগফিরাতের দরবারে কামার সময়।

ইতিক্রাম এই দশকের এক অনন্য সূন্য। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেষ দশকে ইতিক্রাম করেছেন (সহীহ বুখারী: ২০২৬; সহীহ মুসলিম: ১১৭২)। ইতিক্রামের দর্শন গভীর। মানুষ সারাবছর দুনিয়ার শব্দ, কাজ, দায়িত্ব, যোগাযোগে আবদ্ধ থাকে। ইতিক্রাম সেই সব বন্ধন থেকে সাময়িক বিচ্ছেদ। এটি অন্তরের পুনর্গঠন। এখানে মানুষ নিজের হিসাব নেয় আমার সালাত কেমন? আমার নিয়ত কেমন?

আমার গোপন গুনাহ কী? শেষ দশক এই আত্মসমালোচনার সময়।

রমায়ানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আল্লাহ বলেন, “রমায়ান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে” (সূরা বাকারা: ১৮৫)। তাই শেষ দশক কুরআনের সাথে গভীর বন্ধন গড়ার সময়। শুধু তিলাওয়াত নয়; আয়াতের অর্থ বুঝে হৃদয়ে গ্রহণ করা, নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখা এটাই তাদাক্বুর। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম শেষ দশকে কুরআন তিলাওয়াত বাড়িয়ে দিতেন। কারণ তারা জানতেন, এই কিতাবই তাদের চিন্তা, সমাজ ও ইতিহাস বদলে দিয়েছে।

দান-সদকাও এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আমল। সহীহ বুখারীতে এসেছে, রমায়ানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবাহমান বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হতেন (সহীহ বুখারী: ৬)। শেষ দশক হলো নিজের সম্পদকে আখিরাতের জন্য বিনিয়োগ করার সময়। যাকাতুল ফিতর আদায়, গরিবের পাশে দাঁড়ানো, অসহায়দের সাহায্য করা এসব আমল এই সময়কে পূর্ণতা দেয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই দশক আত্মপরিবর্তনের সুযোগ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন: “ধ্বংস

তার জন্য, যে রমায়ান পেল অথচ তার গুনাহ মাফ হলো না” (সুনান তিরমিযি: ৩৫৪৫)। এই হাদীস আমাদের কাঁপিয়ে দেয়। কারণ রমায়ান মানে মাগফিরাতের মৌসুম। যদি এই মৌসুমেও হৃদয় নরম না হয়, চোখে পানি না আসে, তাওবা না জাগে তবে মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

রমায়ানের শেষ দশক আসলে এক বিদায়ী অধ্যায়। কে জানে, আগামী বছর আমরা বেঁচে থাকব কি না? কত মানুষ গত বছর রমায়ান পেয়েছিল, আজ তারা কবরবাসী। তাই এই দশক কেবল ইবাদতের নয়; এটি সময়ের মূল্য বোঝার সময়। প্রতিটি রাত হতে পারে জীবনের শেষ রাত, প্রতিটি সিজদা হতে পারে শেষ সিজদা।

এই দশক আমাদের শেখায় দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ স্থায়ী। বাজারের আলো নিভে যাবে, ঈদের আনন্দ শেষ হবে, কিন্তু এই দশকের সিজদা, কান্না, দোয়া সবকিছু আখিরাতে জমা থাকবে। যে ব্যক্তি শেষ দশককে গুরুত্ব দেয়, সে আসলে নিজের আখিরাতের ভবিষ্যৎ গড়ে।

খতিব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব

মোঃ মেহেদী হাসান

ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের ধর্ম নয়; এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ সভ্যতার নকশা। নামাজ মানুষের আত্মাকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে, আর যাকাত সেই সংযোগকে সামাজিক দায়িত্বে রূপ দেয়। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: “তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন” (সূরা আত-তাওবা ৯:১০৩)। এখানে দুটি শব্দ গভীরভাবে লক্ষণীয়—পবিত্র করা এবং পরিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ যাকাত সম্পদকে শুধু কমায়ে না; বরং তাকে কল্যাণময় করে, আর দাতার অন্তরকে কৃপণতার রোগ থেকে মুক্ত করে।

কুরআনুল কারীমে অসংখ্য স্থানে সালাত ও যাকাতকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে “তোমরা সালাত কামেম কর এবং যাকাত আদায় কর” (সূরা আল-বাকারা ২:৪৩)। এটি কাকতালীয় নয়। সালাত মানুষকে আল্লাহর সামনে নত করে, আর যাকাত মানুষকে মানুষের সামনে দায়িত্বশীল করে। একটিতে আত্মিক বিনয়, অন্যটিতে সামাজিক ন্যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত...” এর মধ্যে যাকাত একটি মৌলিক স্তম্ভ (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)। অর্থাৎ এটি ঐচ্ছিক দান নয়; এটি ঈমানের কাঠামোগত অংশ।

খিলাফতের যুগে যখন কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করল, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করলেন, “যারা সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব” (সহিহ বুখারি)। এই অবস্থান প্রমাণ করে যাকাত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়; এটি ইসলামী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। যদি ধনীরা সম্পদ জমিয়ে রাখে আর গরিবরা বঞ্চিত থাকে, তবে সেই সমাজে ঈমানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে এক অনন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। “তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার উত্তম প্রতিদান দেন” (সূরা সাবা ৩৪:৩৯)। আবার তিনি বলেন, “যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যবীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়, প্রত্যেক শীষে একশ দানা” (সূরা আল-বাকারা ২:২৬১)। এটি কেবল রূপক নয়; এটি বরকতের বাস্তবতা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে এক খেজুর পরিমাণ সদকা করে, আল্লাহ তা গ্রহণ করেন এবং তা পাহাড়সম বৃদ্ধি করেন” (সহিহ বুখারি)। দৃষ্টিতে যা কমে, আল্লাহর কাছে তা বহুগুণে বাড়ে এই বিশ্বাসই যাকাতের প্রাণ।

কিন্তু যাকাত অবহেলা করা ভয়াবহ পরিণতির কারণ। আল্লাহ সতর্ক করেছেন, “যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য



সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন” (সূরা আত-তাওবা ৯:৩৪–৩৫)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না, কিয়ামতের

দিন তার সম্পদ সাপের রূপ নিয়ে তাকে দংশন করবে (সহিহ বুখারি)। অন্য হাদিসে এসেছে, যে জাতি যাকাত বন্ধ করে দেয়, তাদের ওপর আসমানি বরকত বন্ধ হয়ে যায় (সুনানে ইবনে মাজাহ)। অর্থাৎ যাকাত কেবল

আজকের পৃথিবীতে বৈষম্য, সম্পদের কুক্ষিগতকরণ এবং সামাজিক অবিচার যখন চরমে, তখন যাকাতের বিধান নতুন করে আমাদের সামনে আল্লাহর ন্যায়বিচারের রূপরেখা তুলে ধরে। সম্পদ জমিয়ে রাখলে তা পাথর হয়ে যায়; প্রবাহিত হলে তা জীবন সৃষ্টি করে। যাকাত সেই প্রবাহের নাম। আজকের পৃথিবীতে বৈষম্য, সম্পদের কুক্ষিগতকরণ এবং সামাজিক অবিচার যখন চরমে, তখন যাকাতের বিধান নতুন করে আমাদের সামনে আল্লাহর ন্যায়বিচারের রূপরেখা তুলে ধরে।

ব্যক্তিগত হিসাব নয়; এটি সামষ্টিক নিরাপত্তারও শর্ত।

শরিয়ত নির্দিষ্ট কিছু সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ করেছে স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ, ব্যাংক সঞ্চয়, ব্যবসায়িক পণ্য, কৃষিজ উৎপাদন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ গবাদি পশু। এসব সম্পদ নির্ধারিত নেসাবে পৌঁছালে এবং এক হিজরি বছর অতিক্রম করলে যাকাত ফরজ হয়, যদিও কৃষিপণ্যে ভিন্ন বিধান রয়েছে। স্বর্ণের নেসাব প্রায় ৮৭.৪৮ গ্রাম এবং রৌপ্যের নেসাব প্রায় ৬১২.৩৬ গ্রাম। নগদ অর্থ ও ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষেত্রে রৌপ্যের নেসাবের সমমূল্য ধরা হয়। মোট সম্পদের ২.৫% আদায় করতে হয়। এই হার ছোট মনে হলেও এর সামাজিক প্রভাব বিশাল। যদি মুসলিম সমাজ সঠিকভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন করত, তবে দারিদ্র্যের চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেত।

কুরআনে যাকাত বণ্টনের আটটি খাত নির্ধারিত হয়েছে ফকির, মিসকিন, যাকাত সংগ্রহকারীরা, যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে এবং মুসাফির (সূরা আত-তাওবা ৯:৬০)। এখানে স্পষ্ট যে যাকাত ব্যক্তিগত পছন্দের দান নয়; বরং আল্লাহ নির্ধারিত সামাজিক কাঠামো। এটি সম্পদের সু্যম প্রবাহ নিশ্চিত করে।

রমজান মাসে যাকাত আদায় করা অনেকের জন্য সহজ ও বরকতময় সময়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক দানশীল, আর রমজানে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত (সহিহ বুখারি)। যদিও যাকাত নির্দিষ্ট বছরের হিসাব অনুযায়ী ফরজ হয়, তবুও অনেকে রমজানে তা আদায় করেন অধিক সওয়াব ও দরিদ্রদের তাৎক্ষণিক উপকারের আশায়।

যাকাত মূলত ঈমানের পরীক্ষা। মানুষ মুখে বলে, সবকিছু আল্লাহর দেওয়া; কিন্তু যখন সম্পদের অংশ ছাড়তে হয়, তখন তার সত্যিকারের বিশ্বাস যাচাই হয়। যাকাত ধর্মীর হৃদয় থেকে অহংকার দূর করে, গরিবের হৃদয়ে হিংসা কমায়ে, আর সমাজে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। এটি অর্থের পরিশুদ্ধি যেমন, তেমনি অন্তরেরও প্রশান্তি।

আজকের পৃথিবীতে বৈষম্য, সম্পদের কুক্ষিগতকরণ এবং সামাজিক অবিচার যখন চরমে, তখন যাকাতের বিধান নতুন করে আমাদের সামনে আল্লাহর ন্যায়বিচারের রূপরেখা তুলে ধরে। সম্পদ জমিয়ে রাখলে তা পাথর হয়ে যায়; প্রবাহিত হলে তা জীবন সৃষ্টি করে। যাকাত সেই প্রবাহের নাম।

অতএব যাকাত শুধু হিসাবের অংক নয়; এটি আখিরাতের বিনিয়োগ। এটি এমন এক ইবাদত, যা দাতাকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করে, সমাজকে ভারসাম্য দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে নেয়। সত্যিই, যাকাত অর্থের পরিশুদ্ধি আর হৃদয়ের পরিতৃপ্তি।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM



LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

• **IMMIGRATION**
(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাংলাদেশি জোবাইদুলকে মালয়েশিয়া থেকে ধরে নিয়ে এসেছে এফবিআই

বিশেষ প্রতিনিধি

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে এফবিআই ধরে নিয়ে এসেছে। তাঁকে আলাস্কার ফেডারেল কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিক জোবাইদুল আমিন, যিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু যৌন শোষণের একটি বড় নেটওয়ার্ক পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত। ২৮ বছর বয়সী আমিনকে ৪ মার্চ বুধবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বৃহস্পতিবার আলাস্কার আদালতে তার প্রথম হাজিরা হয়েছে।

মার্কিন সরকারি অ্যাটর্নি অফিস জানিয়েছে, ২০২২ সালের জুলাইয়ে আলাস্কার একটি গ্র্যান্ড জুরি আমিনের বিরুদ্ধে ১৩ ধারার অভিযোগপত্র দাখিল করে। অভিযোগ অনুযায়ী, আমিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে ইন্সটাগ্রাম ও স্নেপচ্যাট ব্যবহার করে শিশুদের শনাক্ত করতেন এবং তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যৌন

স্পষ্ট ছবি ও ভিডিও তৈরি করতে বাধ্য করতেন। মামলায় বলা হয়েছে, এই অপরাধ শুধু আলাস্কায় সীমাবদ্ধ নয়; যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য এবং বিদেশেও তার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ছিল। মামলার নথি অনুযায়ী, আমিনের বিরুদ্ধে শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরি ও বিতরণের ষড়যন্ত্র, শিশু শোষণমূলক চক্র পরিচালনা, সাইবারস্টকিং, পরিচয় জালিয়াতি এবং ওয়্যার জালিয়াতিসহ একাধিক ফেডারেল অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে তিনি মালয়েশিয়ার একটি মেডিকেল স্কুলে পড়াশোনা করছিলেন। ২০২২ সালে মালয়েশিয়াতেও শিশু পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং পরে দুই দেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।

ইউএস অ্যাটর্নি এস লেইন টাকার বলেছেন, “সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শিশুদের যৌনভাবে শোষণ করা একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ। এই শিশুদের শৈশব

চুরি হয়েছে এবং তাদের পরিবারসহ জীবন চিরস্থায়ীভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এটি দেখায়, আন্তর্জাতিকভাবে আইনশৃঙ্খলা সংস্থাগুলোর একযোগিতার মাধ্যমে আমরা কীভাবে বিচার নিশ্চিত করতে পারি।”

এফবিআই অ্যান্ডরেজ ফিল্ড অফিসের বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ অ্যান্টনি জাং জানান, “এই চক্রে শত শত শিশুদের টার্গেট করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ছবি পাঠাতে বাধ্য করা হতো। যারা মানা করত, তাদেরকে হুমকি দেওয়া হতো ছবি ফাঁস করার। আমাদের শিশুদের সুরক্ষা সীমান্তের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত।”

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দোষী সাব্যস্ত হলে আমিনের সাজা ২০ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে। মামলাটি এফবিআই—এর শিশু শোষণ ও মানব পাচার টাস্ক ফোর্সের একটি বড় তদন্তের অংশ এবং এতে স্থানীয়, রাজ্য ও আন্তর্জাতিক আইনশৃঙ্খলা সংস্থাগুলোর সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ইরানে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়াল

আল-জাজিরা

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পঞ্চম দিনে দেশজুড়ে বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। এ হামলায় মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। একই সময়ে পাল্টা হামলা চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংসের ঝঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান।

বুধবার ইসরায়েলের হামলা ইরানের রাজধানী তেহরান, পবিত্র নগরী কোম, পশ্চিমাঞ্চল এবং ইসফাহান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আঘাত হানে বলে জানিয়েছে ইরানের সংবাদ সংস্থা তাসনিম। হামলায় আবাসিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) স্বেচ্ছাসেবী আধাসামরিক বাহিনী বাসিজ এবং ইরানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভবনগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার থেকে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র—ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ১ হাজার ২৩০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৬ হাজার মানুষ। এছাড়া প্রায় ৩০০ শিশু ও কিশোর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আল জাজিরার তেহরান প্রতিনিধি মোহাম্মদ ভাল জানান, চলমান হামলার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার ভাষায়,“সারা দেশে ধারাবাহিক হামলা চলছে। কোনো অঞ্চল, শহর বা এলাকা বাদ যাচ্ছে না।”

খালেদা জিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়াকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নারী শিক্ষাসহ দেশ গঠনে সার্বিক অবদান রাখায় মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়েছে। মুক্তিুদ্ধে অবদান রাখায় মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিলকে মরণোত্তর, অধ্যাপক ড. জহরুল করিমকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, ড. আশরাফ সিদ্দিকীকে সাহিত্যে মরণোত্তর, সংস্কৃতিতে এ কে এম হানিফ (হানিফ সংকত), সংস্কৃতিতে বশির আহমেদকে মরণোত্তর ও জোবায়রা রহমান লীনুকে ক্রীড়ায় এই পদক দেওয়া হচ্ছে।

সমাজসেবা-জনসেবায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে মরণোত্তর, একই ক্ষেত্রে অবদান রাখায় মো. সাইদুল হক, মাহেজেন চৌধুরীকে মরণোত্তর, জনপ্রশাসনে অবদান রাখায় কাজী ফজলুর রহমানকে মরণোত্তর, গবেষণা ও প্রশিক্ষণক্ষেত্রে মোহাম্মদ আবদুল বাকী, একই খাতে অধ্যাপক ড. এম এ রহিম এবং অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়াকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণে আবদুল মুকিত মজুমদার (মুকিত মজুমদার বারু) এই পদক পাচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ মুক্তিযুদ্ধে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চিকিৎসাবিদ্যায়, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পল্লী উন্নয়নে, এসওএস চিলড্রেন্স ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ সমাজসেবা-জনসেবায় এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সমাজসেবা-জনসেবা খাতে অবদান রাখায় স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছে তারা, সে রকম দ্রুততার সঙ্গে সাফল্যও পাবে। কিন্তু এই যুদ্ধ সম্ভবত এত সহজে শেষ হবে না। এর পেছনে অসংখ্য কারণ রয়েছে।

ইউরোপীয় কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসে প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণে এমনটাই মত দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, প্রথমত, ইরানে হামলা শুরু হলেও তা কেবল ইরানেই থেমে থাকেনি। লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীও ইরানের পক্ষ নিয়ে সংঘাতে জড়িয়েছে। ফলে ইসরায়েলের রোযানলে পড়ে হামলার শিকার হচ্ছে দেশটি।

এদিকে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মত্বা ইরানকে এতটাই নাড়া দিয়েছে এবং তাদের আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে যে ইরান মরিয়া হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাটিগুলোয় হামলা চালাচ্ছে। ইরানের পক্ষ থেকে এতখানি প্রতিশোধ ট্রাম্প—নেতানিয়াছ আশা করেননি। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে ট্রাম্প।

হিজবুল্লাহর পাশাপাশি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে ছতিরাও। ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরের পাশাপাশি ইরাক, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে তারা। এই সংঘাত এরই মধ্যে আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নিয়েছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইরানের পক্ষ

থেকে এতখানি প্রতিশোধ সম্ভবত ট্রাম্প কিংবা নেতানিয়াছ কেউই আশা করেননি। ফলে তাঁদের এখন নতুন করে যুদ্ধের কৌশল সাজাতে হচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতি বা আলোচনার টেবিলে বসতেও অনিচ্ছুক ইরান। কঠিন এ সময়ে ইরান তার কিছু মিত্রকে আশানুরূপভাবে পাশে না পেলেও প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সমর্থন ঠিকই পাচ্ছে। লেবাননের হিজবুল্লাহর পাশাপাশি ইয়েমেনের ছতি, ইরাকের মিলিশিয়ারাও যেকোনো সময় মাঠে নামতে পারে। কেননা ইরান এই গোষ্ঠীগুলোকে বহুদিন ধরে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে এসেছে। ইরানের পতন হলে এই গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্বও হুমকিতে পড়বে। তাই তারা নিজেদের স্বার্থেই ইরানকে সহায়তা দেবে।

ইরানের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চলমান এই যুদ্ধ এখন ইরানের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। তাদের আর পিছু হটার সুযোগ নেই। ওমানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যে আলোচনা চলছিল, সেই আলোচনার মাঝপথেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা তাদের বিশ্বাস ও আস্থা পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। তাই দেশটি সহজে আত্মসমর্পণের কথা ভাববে না। তবে খামেনি-পরবর্তী নতুন শাসকের ওপর অনেকখানি নির্ভর করবে যুদ্ধের গতিপথ। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ার যে আগের অবস্থান ছিল, যুক্তরাজ্য তা



২ মার্চ সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আয়োজিত ইফতার মাহফিল। মাহফিলে ক্লাব কর্মকর্তা ও সদস্য ছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সংগঠন আমেরিকা—বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২ মার্চ) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরেটে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। ইফতার মাহফিলে ক্লাব কর্মকর্তা ও সদস্য ছাড়াও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ীসহ সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শওকত ওসমান রচি ও ইফতার মাহফিল সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার।

সভাপতির বক্তব্যে শওকত ওসমান রচি বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের দায়িত্ব কেবল সংবাদ

পরিবেশন নয়, বরং কমিউনিটির ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঠিক তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা। তিনি সংগঠনের ঐক্য ও পেশাগত মানোন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবির, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ এবং সহ-সভাপতি ও ইফতার মাহফিলের কনভেনর মনজুরুল হক।

বক্তারা বলেন, প্রবাসে সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পেশাগত সংহতি আরও জোরদার করা সময়ের দাবি। তারা এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমান যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনে বিভন্ন রাষ্ট্রের প্রতি তারা আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক আবুবকর সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ

মল্লিকা খান মুনা, সদস্য সীমা সুমিত্রা, তাপস সাহা, উত্তম সাহা, রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট গিয়াস আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি রকি আলিয়ান, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, ফাহাদ সোলাইমান, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এর স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম, সন্ধান পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীবন সরকার ও মিডিয়া কর্মী কানু দত্ত সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী, সম্পাদক , সংগঠনের সদস্য ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা।

রমজান মাসের বরকত ও শান্তি কামনা করে ইফতার মাহফিলে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। দোয়ায় দেশ ও জাতির কল্যাণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের শান্তি-সমৃদ্ধি এবং সাংবাদিকদের পেশাগত সফলতা কামনা করা হয়।

ক্ষমা চাইলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

ঢাকা অফিস

বিএনপির একজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন কুমিল্লা-৪ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও এনসিপির মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি ক্ষমা চান।

পোস্টে হাসনাত লিখেছেন, ‘সম্প্রতি

পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল

থেকে সরে এসেছে।

মোট কথা, আঞ্চলিক বিস্তৃতি, জানমাল ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি করে যুদ্ধের কৌশল সাজাতে হচ্ছে। বিরেচনায় যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। কোনো পক্ষই সহজে জয় পাওয়ার কথা ভাবতে পারছে না এখন।

কমছে ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত, বাড়ছে জাতীয়-আন্তর্জাতিক চাপ ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাত যদি আরও ১০ দিন স্থায়ী হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত বিপজ্জনক স্তরে নেমে আসতে পারে বলে পেন্টাগন থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, যুদ্ধের চতুর্থ দিনে পৌঁছে পেন্টাগনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের ফলে কেবল সমরাস্ত্রের সংকটই তৈরি হবে না, বরং ফুরিয়ে যাওয়া গোলাবারুদ পুনরায় সংগ্রহ করতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশাল অঙ্কের ব্যয়ের চাপ নিতে হবে।

যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভান্ডার বর্তমানে ইতিহাসের সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে এবং এই মজুত দিয়ে ‘চিরকাল’ যুদ্ধ চালানো সম্ভব।

সমরাস্ত্রের পর্যাণ্ড ভান্ডার থাকলেও ট্রাম্প প্রশাসন ইরানে হামলা চালিয়ে পড়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে বিএনপির একজন সিনিয়র নেতাকে নিয়ে আমাকে আপত্তিকর মন্তব্য করতে দেখা যায়। ভিডিওটিতে একটি শিশুকেও কথা বলতে শোনা যায়, যা বিষয়টিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে।’

পোস্টে হাসনাত আবদুল্লাহ আরও লিখেছেন, ‘উল্লেখ্য, ভিডিওটি নির্বাচনকালীন সময়ে ধারণ করা হয়েছিল এবং এটি আমাদের একটি ক্রোজড গ্রুপে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে

গতকাল এই ভিডিওটি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।’

ক্ষমা চেয়ে পোস্টে এই সংসদ সদস্য লিখেছেন, ‘ভিডিওটির জন্য আমি নিরশর্ত আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এই কাজটি করা কোনোভাবেই উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক শালীনতা ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে—তা নিশ্চিত করতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।’

সতর্ক সৌদি আরব

রিয়াদের সতর্কতার যথেষ্ট কারণ আছে। উত্তর ইয়েমেনে ছতিদের সঙ্গে তারা যুদ্ধবিরতি বজায় রেখেছে। ছতিরা এখন পর্যন্ত এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার পদক্ষেপের বিপক্ষে। মেরিলান্ড ইউনিভার্সিটির জরিপের তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৭৯ শতাংশ মানুষ ইরান যুদ্ধের বিপক্ষে।

এমন জটিল পরিস্থিতিতে ইরানে হামলার বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান এখনো পরিষ্কার নয়। ইরানের শাসক ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে হামলা শুরু করলেও এখনো যুদ্ধ থামানোর কোনো ইঙ্গিত নেই তাঁর পক্ষ থেকে। তিনি উল্টো পারমাণবিক অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইত্যাদি ইস্যু টেনে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

ইরানে হামলার বিষয়ে অবশ্য ইসরায়েলের অবস্থান পরিষ্কার। দেশটি বরাবরই ইরানকে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষে।

উপসাগরীয় দেশগুলোর ভূমিকা উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সিদ্ধান্তও চলমান যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। যদিও ইরান ভাবছে, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত বা ওমানে থামানোর কোনো ইঙ্গিত নেই তাঁর পক্ষ থেকে। তিনি উল্টো পারমাণবিক অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইত্যাদি ইস্যু টেনে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

তুরস্কের দৌলতামানতা ইরানের প্রতি তুরস্কের সহানুভূতি না থাকলেও দেশটি চিন্তিত—যুদ্ধ-পরবর্তী শরণার্থীর চল, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সহিংসতাকে কেন্দ্র করে কুর্দিরা যে খেলা খেলতে পারে তা নিয়ে। এ অবস্থায় কুর্দিরা স্বায়ত্তশাসনও দাবি করে বসতে পারে। তাই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়াকে ভয় পাচ্ছে দেশটি। রাশিয়ার জন্য শাপে বর যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তা শাপে বর হয়েছে রাশিয়ার জন্য। তারা এখন নিজের মতো করে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাতে পারছে। বিশ্ববাসীরও সেদিকে আপাতত নজর নেই। ফলে দেশটি এই মুহুর্তে হয়তো চাইবে না যুদ্ধ বন্ধ হোক।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

**Wasi Choudhury & Associates LLC**

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

• Tax Preparation

Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.

• Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority

• Accounting

Payroll, Sales Tax, etc.

• Immigration

(No Legal Advice)

• New Business Setup & more...

**Wasi Choudhury, EA**

Admitted to Practice before the IRS

সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকMember: **naea** **NYSSEA**

Tel: 718-440-6712

718-205-3460

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

এখানে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ /
নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয়
অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

ফ্যামিলি ফার্মেসী
এন্ড সার্জিক্যাল, ইনক

**FAMILY PHARMACY
& SURGICAL, INC.**

**PARKCHESTER
FAMILY PHARMACY
& SURGICAL, INC.**

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২



আটলান্টিক সিটিতে ইসলামিক সেন্টারের ইফতার মাহফিল

সুত্র চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১ মার্চ) সন্ধ্যায় ফ্লোরিডা অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার প্রাঙ্গণে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

আটলান্টিক কাউন্টিতে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিসহ অন্যান্য কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ধর্মীয় আবহে আয়োজিত এ ইফতার মাহফিলকে কেন্দ্র করে সেন্টার প্রাঙ্গণে মিলনমেলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি ইকবাল হোসেন ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণকারী সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, রমজানের শিক্ষা ধারণ করে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা জোরদার করাই এ আয়োজনের লক্ষ্য।

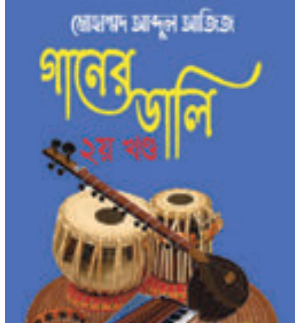
অমর একুশে গ্রন্থমেলায় মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের ‘গানের ডালি’ প্রকাশ

ডেব্রি রিপোর্ট

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৬ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হবিগঞ্জের লেখক, ছড়াকার ও গীতিকার মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ (আহমেদ আজিজুর রহমান)-এর নতুন গীতি কাব্যগ্রন্থ ‘গানের ডালি (২য় খণ্ড)’। বইটি প্রকাশ করেছে হবিগঞ্জের জনপ্রিয় প্রকাশনী শব্দকথা প্রকাশন।

৬৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ৫৫টি বাছাইকৃত ভিন্নধর্মী গান। বইটির প্রতিটি লেখার শেষে সংযোজন করা হয়েছে অভিনব ‘মধুছন্দ’, যা পাঠকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন লেখক। বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০ টাকা।

গ্রন্থ প্রকাশ প্রসঙ্গে লেখক জানান, ‘গানের ডালি (২য় খণ্ড)’ তার একটি অনন্য সৃষ্টি। স্বাভাবিক, নিরপেক্ষতা ও ছন্দবদ্ধ উপস্থাপনা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে তিনি আশাবাদী। বানান শুদ্ধতার দিকেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।



এ বইসহ লেখকের অন্যান্য প্রকাশনা বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শব্দকথা প্রকাশনীর ৯৫৫ নম্বর স্টল এবং লেখাচিত্র প্রকাশনীর ৩২৯ নম্বর স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া অনলাইন বুকশপ রকমারি ও বইফেরী-তেও বইটি ছাড়মূল্যে সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গীতিকার মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ বাংলাদেশ বেতার সিলেট ও বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকার একজন তালিকাভুক্ত গীতিকার।

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER

Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX

Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filing

IMMIGRATION SERVICES

Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE

For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583

Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & \$1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সার্টিফিন ব্রুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস-সালাম ফার্মেসি



(সার্টিফিন ব্রুবার্ড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭



আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudhesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. M Nayeem

Podiatric Surgeon



Complete Physical & Follow up



DMV/TLC, School Physical



Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine



Blood, Urine Test, EKG



Immigration Physical



Podiatric Surgery



COVID Test & COVID Vaccine



All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ঈদ বাজার ১১ মার্চ

সুরত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ঈদ বাজার অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ মার্চ। ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে এ আয়োজন করছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে)।

শহরের ২৭০৯ ফেয়ারমার্সেন্ট অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে দুপুর ৩টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ঈদ বাজার চলবে।

আয়োজকেরা জানান, প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা এ বাজারে অংশ নেবেন। বিভিন্ন স্টলে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজসহ নারীদের হাল ফ্যাশনের পোশাক, পুরুষদের পাঞ্জাবি, শিশুদের বাহারি পোশাক, বিভিন্ন নকশার অলংকার ও খেলনা পাওয়া যাবে।

এ আয়োজনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কমিউনিটিতে ইতিমধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে বলেও জানান আয়োজকেরা। সংগঠনের সভাপতি মো. জাহিরুল ইসলাম বাবুল বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশের মাটিতে দেশের ঈদের আমেজের একটুকু ছোঁয়া দিতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিরুল ইসলাম থোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আবদুর রফিক ঈদ বাজার সফল করতে প্রবাসীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।



বুধবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের সঙ্গে বৈঠক করেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের সঙ্গে পল কাপুরের বৈঠক

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর। আজ বুধবার সকালে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেন তাঁরা। আজ সকাল ৯টার আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছান পল কাপুর।

মন্ত্রণালয়ে এসেই প্রথমে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন পল কাপুর। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। এ ছাড়া সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন পল কাপুর। পরে সন্ধ্যায় তিনি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ

ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী পল কাপুর দুই দিনের সফরে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় আসেন।

কূটনৈতিক সূত্র বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে এটিই তাঁর প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের প্রথম সফর। এ ছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নবগঠিত বিএনপি সরকারের আমলে এটিই মার্কিন প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের প্রথম সফর।

পল কাপুরের খসড়া সূচি অনুযায়ী, সফরের শেষ দিন বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন পল কাপুর। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ছমানুন্ কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। একই দিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে।

মাসে ৮০ ঘণ্টা কাজ বা পড়াশোনার প্রমাণ বাধ্যতামূলক

ফুড স্ট্যাম্পে নতুন শর্ত

ইব্রাহীম চৌধুরী থোকন

ফুড স্ট্যাম্প সুবিধাভোগীদের জন্য শুরু হয়েছে নতুন বাস্তবতা। ১ মার্চ, রোববার থেকে কার্যকর হয়েছে ফেডারেল সরকারের নতুন নিয়ম—যার আওতায় নির্ভরশীলহীন কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি মাসে অন্তত ৮০ ঘণ্টা কাজ, পড়াশোনা বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে যুক্ত থাকার প্রমাণ দিতে হবে। অন্যথায় ঝুঁকিতে পড়তে পারে তাদের খাদ্য সহায়তা।

নিউইয়র্ক সিটির হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এইচআরএ) জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ১ লাখ ২৩ হাজার কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক এই শর্তের আওতায় পড়ছেন। নতুন আবেদন ও পুনঃনবায়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (ম্যাপ), যা সাধারণভাবে ফুড স্ট্যাম্প নামে পরিচিত, তার নিয়মে এই পরিবর্তন ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধাপে ধাপে কার্যকর হচ্ছে। গত বছর থেকেই নিউইয়র্ক সিটিকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে।



এইচআরএ প্রশাসক স্কট ফ্রেঞ্চ জানিয়েছেন, ১ মার্চ থেকে নিয়ম পুরোপুরি চালু হলেও সঙ্গে সঙ্গে কারও সুবিধা বাতিল হবে না। তবে আগামী তিন বছরের মধ্যে টানা নয়, যে কোনো তিন মাস শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুবিধা হারাতে পারেন।

নতুন নিয়মের আওতায় এবার এমন ব্যক্তিরাও পড়বেন, যারা আগে কর্মসংস্থান শর্ত থেকে অব্যাহতি পেতেন—যেমন গৃহহীন ব্যক্তি ও সামরিক বাহিনীর সাবেক সদস্যরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুবিধাভোগীদের দ্রুত যোগাযোগের

আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা মনে করতেন তারা এই পরিবর্তনে প্রভাবিত হতে পারেন, তাদের এইচআরএ অফিসে সরাসরি বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। সংস্থার পাঠানো নোটিশ অবহেলা না করারও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রশাসনের ভাষা—অজ্ঞতা বা দ্বিধার কারণে কেউ যেন সুবিধা হারিয়ে না ফেলেন। তবে বাস্তবতা হলো, নিউইয়র্কের নিম্নআয়ের হাজারো মানুষের জন্য এই নতুন শর্ত এক নতুন অনিশ্চয়তার সূচনা করে দিল।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা করবে জামায়াত

ঢাকা অফিস

অন্তর্ভুক্তি সরকারের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখাবে জামায়াত ইসলামী। দলটি জানিয়েছে, পর্যালোচনা শেষে চুক্তির ইতিবাচক বিষয়গুলো গ্রহণ এবং বাকিগুলো বর্জন করা হবে।

বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) সকালে ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরের সঙ্গে আলোচনা শেষে

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন। এদিন সকাল ৯টার দিকে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসনের বাসায় পল কাপুরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দল।

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির জানান পল কাপুরের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের সাংবাদিকদের বলেন, অন্তর্ভুক্তি সরকারের সঙ্গে হওয়া মার্কিন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জামায়াত চুক্তি স্ট্যাডি (পর্যালোচনা) করবে। যা ইতিবাচক সে বিষয়গুলো গ্রহণ করবে বাকিগুলো বর্জন করা হবে।

তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে জামায়াত। এই মুহুর্তে রাজনৈতিক অবস্থান সহায়ক রয়েছে যা বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসাল্টিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER MITU PHYSICAL THERAPY P.C. MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপি দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপি দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ক্লিনকিং করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

**3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com**



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

**পরীক্ষা ছাড়াই
আমেরিকার
সিটিজেনশীপ**

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

আপনার মা-বাবা, স্বতন্ত্র-শাওজী, আজীবন-বর্জন, প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে বাস্তব সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।



Md. Kamroul Hasan
President & Ceo

**YOUR HOME SOLD
GUARANTEED REALTY**
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা ফেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং
টিএলএল ইনসিউরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

**HASAN
TAXI
SERVICES INC**





নিউইয়র্কে সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ ইনকের ইফতার ও দোয়া

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কের কুইন্সের এস্টোরিয়ায় সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৮ মার্চ) স্থানীয় হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে এ আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি কায়কোবদ খানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক লক্ষর মাইজুর রহমান জয়েলের সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতারের আগে সংগঠনের প্রয়াত সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং দেশ-বিদেশের মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন ছারছিনা দরবার শরীফের বর্তমান পীর ও অধ্যক্ষ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী। তিনি রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে পারম্পরিক সস্ত্রীতি ও মানবকল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সাবেক সভাপতি ও নীতিনির্ধারক এম এ সালাম আকন্দ, সাঈদ রহমান, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, বীর মুক্তিযোদ্ধা

সাধারণ সম্পাদক লক্ষর মাইজুর রহমান জয়েল জানান, আগামী ২৮ জুন রোববার ভ্যালি স্ট্রিম পার্কে সংগঠনের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফারুক হুসাইন, মোহাম্মদ নকিব খান ও আব্দুল জলিল মিয়াসহ সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তব্যে কায়কোবদ খান উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সবার অংশগ্রহণেই আয়োজন সার্থক হয়েছে। উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শে ‘বনভোজন কমিটি-২০২৬’-এর আহ্বানকে হিসেবে শাহ আলম এবং সদস্যসচিব হিসেবে ফয়সাল আহমেদের নাম ঘোষণা করা হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটি পরে জানানো হবে। সাধারণ সম্পাদক লক্ষর মাইজুর রহমান জয়েল জানান, আগামী ২৮ জুন রোববার ভ্যালি স্ট্রিম পার্কে সংগঠনের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।



জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

মথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) নিউইয়র্ক সময় বিকেল সাড়ে চারটায় দিবসটি উপলক্ষে ভাষা শহীদদের স্মরণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও সম্মেলন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রধান অ্যান লাক্বেবার। শুরুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালহুদ্দিন নোমান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য দেন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম কেবল বাংলাদেশের ইতিহাস নয়; এটি

বিশ্বব্যাপী ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রদূত বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বহুভাষিকতার প্রসারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। টেকসই সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে বহুভাষাবাদকে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়ায় তিনি ইউনেসকোকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Many languages, one future: Youth voices on multi-lingual education’ এর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, ভাষাগত বৈচিত্র্য কেবল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক নয়; এটি টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি। বহুভাষিক শিক্ষায় তরুণদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া একটি ন্যায্যভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ নির্মাণে

সহায়ক হবে বলেও মত দেন তারা। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা শিশুর সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, একই সঙ্গে অন্যান্য ভাষা শেখার সুযোগ তাদের বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। “এক ভবিষ্যৎ” গড়তে হলে বহু ভাষার শক্তিকে স্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে ইউনেসকো অফিসের লিয়াজে কর্মকর্তা ভ্যালেরি পেতিত, বহুভাষিকতা কর্মকর্তা ইসাবেল বিলভেরিস এবং কর্মকর্তা মিকায়েল কাই নোমুরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক, জাতিসংঘ সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এতে অংশ নেন। আলোচনা শেষে অতিথিদের সম্মানে ইফতার পরিবেশন করা হয়।

নিউইয়র্কে মেয়রের আস্থানে বরফ সরাতে ভিড়: মজুরি মিলবে কবে?

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

নিউইয়র্কে সাম্প্রতিক তুষারঝড়ের পর মেয়রের আস্থানে সাড়া দিয়ে শত শত অস্থায়ী কর্মী স্যানিটেশন গ্যারেজগুলোতে হাজির হন জরুরি তুষার পরিষ্কারের কাজে। ঘণ্টায় ৩০ ডলার মজুরির ঘোষণা অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু কাজ শেষে দ্রুত অর্থপ্রাপ্তির আশা বাস্তবে মিলছে না—কিছু শ্রমিকের দাবি, জানুয়ারির ঝড়ে কাজ করার এক মাস পরও তারা পারিশ্রমিক পাননি। ২৬ ফেব্রুয়ারি কুইন্সের সানিসাইডে অস্থায়ী কর্মীদের ফুটপাথ ও সংযোগ সড়ক পরিষ্কার করতে দেখা গেছে। এর আগেও জানুয়ারির বড় ঝড়ে বহু মানুষ কাজ করেছিলেন। তবে কয়েকজন শ্রমিক স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাদের বলা হয়েছে মৌসুম শেষে একসঙ্গে চেক দেওয়া হবে। কেউ কেউ ভেবেছিলেন সাপ্তাহিক বা দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অর্থ দেওয়া হবে। কুইন্সের সাউথ ওজোন পার্কের ৩৮ বছর বয়সী ড্যান বেনেট ২৬ জানুয়ারি থেকে তুষার সরানোর কাজে যোগ দেন। তিনি জানান, এখনো কোনো পারিশ্রমিক হাতে পাননি। দীর্ঘ আট মাস বেকার থাকার পর এই কাজকে তিনি স্বাগত জানালেও বিলম্বিত মজুরি নিয়ে অনিচ্ছাভা রয়েছে। তাঁর ভাষায়, অন্তত ঘরে বসে থাকার বদলে কাজের সুযোগ পেয়েছেন—এটিই ইতিবাচক দিক।



ভ্যাক্সুভারে গ্লোবাল মাদার ল্যাণ্ডুয়েজ লার্ভার্স সোসাইটির বিশেষ আয়োজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কানাডায় গ্রেটার ভানকুভারের ডেল্টা শহরে গ্লোবাল মাদার ল্যাণ্ডুয়েজ লার্ভার্স সোসাইটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপিত হয়েছে। ক্রসরোড ইউনাইটেড চার্চের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি প্রবাসী কমিউনিটি, ভাষা প্রেমী, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ড. আব্দুল মতিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল দীপায়ন মিত্র ও জনাব হাসান মামুন, এবং সাধারণ সম্পাদক শফিউল আজম অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভার মাধ্যমে ১৯৫২ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করা হয়। বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় পাঁচজন কমিউনিটি সদস্যকে, যারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ক্রেস্ট গ্রহণ করেন মেহেরুবা সালাম, মুক্তিযোদ্ধা জয়নুল আবেদীন, রেনেট মার্লিনের পক্ষে নিজামুদ্দিন, জন আমিন বাঙালি এবং দিলরাস বেগম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার গান পরিবেশন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা একসঙ্গে দেশাত্মবোধের সঙ্গীত গেয়ে মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তানিয়া ঘোষ, মোহর ঘোষ, মানন্যা চক্রবর্তী ও মাইকেল মিত্র তাদের অসাধারণ কণ্ঠে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট ড. আব্দুল মতিন, মুক্তিযোদ্ধা জয়নুল আবেদীন এবং অন্যান্য বক্তারা কানাডার প্রবাসে বাংলা ভাষার সংরক্ষণ, ইতিহাস রক্ষা এবং কমিউনিটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ফটোগ্রাফি ও চিত্রধারণের দায়িত্বে ছিলেন অভিষেক চক্রবর্তী, এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সহায়তা করেন সুদীপ মুখার্জি।



নগর স্যানিটেশন বিভাগের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে যারা কাজ করেছেন তারা দুই সপ্তাহের মধ্যে অর্থ পেতে পারেন, তবে সেটি নিশ্চিত নয়। গত বছর কর্মীদের পারিশ্রমিক দিতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লেগেছিল বলেও তিনি জানান। নগরীর ৩১১ ওয়েবসাইটে উল্লেখ আছে, জরুরি তুষার সরানোর কাজে পারিশ্রমিক পেতে সর্বোচ্চ ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সব শ্রমিক অবশ্য অপেক্ষায় ধৈর্য ধরতে পারছেন না। বেনেটের সহকর্মীদের মধ্যে একজন জানতে পেরে যে মার্চের আগে অর্থ মিলবে না, সেখানেই কাজ ছেড়ে চলে যান বলে জানা গেছে। আরেক বাসিন্দা ইয়াসমিন

জানান, তাঁর ছেলে ১৪ ডিসেম্বরের তুষারপাতের পর কাজ করে ফেব্রুয়ারির শুরুতে অর্থ পেয়েছেন। পরে আবার ডাক এলেও তিনি রাজি হননি; বরং ব্যক্তিগত বাড়ি ও ড্রাইভওয়ে পরিষ্কার করে সেদিনই নগদ পারিশ্রমিক নিয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, জরুরি মুহূর্তে নগর সেবায় এগিয়ে আসা অস্থায়ী শ্রমিকদের দ্রুত ও স্বচ্ছ পেমেন্ট কাঠামো নিশ্চিত করা না গেলে ভবিষ্যতে জনবল সংকট দেখা দিতে পারে। ঘণ্টায় ৩০ ডলারের প্রস্তাব আকর্ষণীয় হলেও, অর্থপ্রাপ্তিতে দীর্ঘ বিলম্ব শ্রমিকদের আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে—এমন আশঙ্কাও করছেন অনেকে।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র জোহরান মামদানি

নিউইয়র্কে আবাসন বিনিয়োগ

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে গিয়ে একটি প্রতীকী সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা তুলে দেন তাঁর হাতে। উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট—নিউইয়র্ক নগরীতে বিশাল ফেডারেল আবাসন বিনিয়োগ এলে জনমত কেমন হতে পারে, তার একটি রাজনৈতিক বার্তা এতে তুলে ধরা।

মেয়রের দপ্তরের ভাষা অনুযায়ী, বৈঠকটি ছিল প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এবং পূর্বঘোষণা ছাড়াই অনুষ্ঠিত। মেয়রের টিম একটি কল্পিত প্রথম পৃষ্ঠা তৈরি করে, যেখানে শিরোনামে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কে নির্মাণ উদ্যোগের আহ্বান দেখানো হয়। এটি ছিল উনিশশো পঁচাত্তরের একটি ঐতিহাসিক শিরোনামের প্রতি ইঙ্গিত, যখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড নিউইয়র্ক সিটিকে আর্থিক সহায়তা না দেওয়ার অবস্থান নিয়েছিলেন।

মেয়রের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রস্তাবটি নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। মামদানির পরিকল্পনা অনুযায়ী, কুইন্সের সানিসাইড রেল ইয়ার্ডের ওপর ডেক নির্মাণ করে সেখানে বারো হাজার শাস্ত্রী আবাসন ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে একুশ বিলিয়ন ডলারের বেশি ফেডারেল অনুদান প্রয়োজন হবে। সিটি হলের হিসাব বলছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মার্লিনের পক্ষে নিজামুদ্দিন সৃষ্টি হতে পারে এবং এটি হবে গত অর্ধশতকের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবাসন ও অবকাঠামো বিনিয়োগ।

গত নভেম্বরে ট্রাম্প ও মামদানির

পূর্ববর্তী বৈঠকে প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্কে বড় আকারের যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব নিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প মামদানিকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেও, সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোতে তাঁদের সম্পর্কে সৌহার্দ্যপূর্ণ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। বৈঠকে মেয়র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উত্থাপন করেন—কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আজারবাইজানি ছাত্রী এলি আগায়েভার আটক প্রসঙ্গ। ফেডারেল অভিযান কর্মকর্তারা তাঁকে আটক করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মামদানি প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর মুক্তির অনুরোধ জানান। পরে এক টেলিফোন আলাপে ট্রাম্প জানান, আগায়েভাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

এছাড়া হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলসের কাছে আরও চার শিক্ষার্থীর নামের তালিকা তুলে দেন মেয়র—মাহমুদ খলিল, ইউনিসিও চুং, মোহসেন মাহদাভি ও লেকা কর্দিয়া—যারা প্রো-প্যালেস্টাইন বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অভিযোগে আটক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কর্দিয়া এখনও হেফাজতে রয়েছেন, যদিও সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো আদালতে বিচারাধীন।

লেকা কর্দিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন আটক থাকার ফলে তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে ভুগছেন। পরিবারের ভাষ্য, এটি মানবিকতার পরিপন্থী।

হোয়াইট হাউসের দুই নেতার বৈঠক শুধু আবাসন বিনিয়োগের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অভিযান ও নাগরিক অধিকার ইস্যুও গুরুত্ব পেয়েছে। রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি—এই বিশাল আবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফেডারেল প্রশাসন কত দ্রুত অগ্রসর হয় এবং নিউইয়র্কবাসীর প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়।



ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া সামরিক অভিযান কোনো অবস্থাতেই বন্ধ করা হবে না—যতক্ষণ না “চরমপন্থী ও রক্তপিপাসু সন্ত্রাসী শাসন” সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্রের মাধ্যমে হুমকি দেওয়ার সামর্থ্য হারাচ্ছে।

নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ১ মার্চ রোববার দেয়া ছয় মিনিটের ভাষণে ট্রাম্প বলেন, ইরানের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ও পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রকে এই সামরিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। তাঁর ভাষায়, সন্ত্রাসী বাহিনী লালন-পালনকারী একটি রাষ্ট্রকে এমন বিধ্বংসী অস্ত্রের মালিক হতে দেওয়া যায় না এবং বিশ্বকে জিম্মি করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

প্রেসিডেন্ট জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী যৌথভাবে “অপারেশন এপিক ফিউরি” নামে একটি বৃহৎ সামরিক অভিযান শুরু করেছে। তিনি একে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ, জটিল ও ব্যাপক সামরিক আক্রমণ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, ইরানের অভ্যন্তরে শত শত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা এবং ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হামলাগুলো দ্রুততা ও নির্ভুলতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ট্রাম্প আরও দাবি করেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি

নিহত হয়েছেন। তাঁকে তিনি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে বহু আমেরিকানসহ বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। একই সঙ্গে ইরানের সামরিক নেতৃত্বের বড় অংশও ধ্বংস হয়ে গেছে বলে জানান তিনি। কিছু ইরানি নেতা আত্মসমর্পণের চেষ্টা করছেন এবং দায়মুক্তি চাইছেন বলেও দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তবে অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনজন মার্কিন সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন ট্রাম্প। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, একটি জাতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তাদের আত্মত্যাগে শোকাহত। আহতদের জন্য প্রার্থনা এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে সতর্ক করেন, অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আরও প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।

ইরানকে বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পৃষ্ঠপোষক আখ্যা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের শত্রুতার অবসান ঘটানো হবে। তাঁর ভাষায়, এই অসহনীয় হুমকি আর চলতে দেওয়া হবে না।

ইরানের বিপ্লবী গার্ড ও সামরিক বাহিনীর উদ্দেশে সরাসরি ঝঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, অস্ত্র সমর্পণ করলে পূর্ণ দায়মুক্তি দেওয়া হবে, অন্যথায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। একই সঙ্গে ইরানের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সাহসী হয়ে নিজেদের দেশ নিজেদেরই ফিরিয়ে নিতে হবে; যুক্তরাষ্ট্র তাদের পাশে থাকবে।

ইরানে হামলা: ষ্টারমারকে নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার ষ্টারমারের কড়া সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের ওপর মার্কিন হামলায় ষ্টারমারের বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য সান’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ষ্টারমার আদৌ সহায়ক ছিলেন না। আমি ভাবতেও পারিনি যে আমাকে এমন কিছু দেখতে হবে। যুক্তরাজ্যের কাছে থেকে আমি এমনটা কখনোই আশা করিনি।’

টেলিফোনে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও বলেন, ‘এটা দেখে খুব খারাপ লাগছে। আমাদের সম্পর্ক স্পষ্টতই আগের মতো নেই।’ এর আগে সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে ষ্টারমার বলেছিলেন, তাঁর সরকার আকাশ থেকে হামলা চালিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনে বিশ্বাসী না।

শুরুতে যুক্তরাজ্য ইরানে আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুমতি দেয়নি। তবে পরে ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে প্রতিরক্ষামূলক হামলার জন্য ঘাঁটিগুলো উন্মুক্ত করে দেয়। দ্য সানকে ট্রাম্প বলেন, ফ্রান্স চমৎকার ভূমিকা পালন করেছে। অনারারও দারুণ। কিন্তু যুক্তরাজ্য অন্যদের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন আচরণ করেছে।

এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড্যারেন জোস বিবিসিকে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক এখনো গুরুত্বপূর্ণ। আমি বুঝতে পারছি যে প্রথম দফার হামলায় আমরা জড়িত না থাকায় প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি

যুদ্ধ, বিপ্লব ও নিরাপত্তাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের দীর্ঘ তিন দশক

আজমল হোসেন

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির রাজনৈতিক জীবনের পথচলা শুরু হয় এক অস্থির সময়ের ভেতর দিয়ে। ১৯৮৯ সালে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নেতৃত্বের হাল ধরেন। খোমেনি ছিলেন ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের আদর্শিক প্রেরণা, যিনি পাহলভি রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। কিন্তু বিপ্লব-পরবর্তী রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষ করে সামরিক ও আধাসামরিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং তাকে শক্তিশালী রূপ দেওয়া ছিল আলী খামেনির বড় অবদান।

সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার আগে তিনি ১৯৮০-এর দশকে ইরাকের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইরানকে নেতৃত্ব দেন। ইরান-ইরাক যুদ্ধ দীর্ঘ আট বছর স্থায়ী হয় এবং এতে বিপুল প্রাণহানি ঘটে। সেই সময় পশ্চিমা দেশগুলো ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন দেওয়ায় ইরানের ভেতরে গভীর ক্ষোভ ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরি হয়। বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিজ্ঞতাই আলী খামেনির মনে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি গভীর অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। তার শাসনামলে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, ইরানকে সবসময় বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ হুমকির বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিশেষজ্ঞ ভালি নাসর—‘ইরান’স গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি: আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি’ গ্রন্থের লেখক—মনে করেন, অনেকেই ইরানকে কেবল ধর্মাত্মক রাষ্ট্র হিসেবে দেখেন। কিন্তু বাস্তবে খামেনির রাজনৈতিক দর্শন গড়ে উঠেছে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে। তার বিশ্বাস, ইসলামী প্রজাতন্ত্র, বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ—এই তিনটি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং এগুলো রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।

এই দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি ধীরে ধীরে একটি প্রভাবশালী সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। একই সঙ্গে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে আত্মনির্ভরশীলতা বাড়তে তিনি “প্রতিরোধ অর্থনীতি” ধারণা সানেন আনেন। পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে তিনি সবসময় সংশয়ী ছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ সমালোচকদের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেন।

তবে তার শাসনকাল চ্যালেঞ্জহীন ছিল না। ২০০৯ সালে বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অভিযোগে



ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়, যা কঠোরভাবে দমন করা হয়। ২০২২ সালে নারীদের অধিকার নিয়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়। অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যস্ফীতির জেরে সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও দেশজুড়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে অনেক বিক্ষোভকারী সরাসরি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পতনের দাবি তোলে। এসব ঘটনায় সহিংসতা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর এটিকে অন্যতম বড় অস্থিরতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৩৯ সালে উত্তর-পূর্ব ইরানের পবিত্র শিয়া নগরী মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন আলী খামেনি। তার পরিবার ধীরে ধীরে একটি প্রভাবশালী সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। একই সঙ্গে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে আত্মনির্ভরশীলতা বাড়তে তিনি “প্রতিরোধ অর্থনীতি” ধারণা সানেন আনেন। পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে তিনি সবসময় সংশয়ী ছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ সমালোচকদের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেন।

তবে তার শাসনকাল চ্যালেঞ্জহীন ছিল না। ২০০৯ সালে বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অভিযোগে

১৯৮১ সালে এক হত্যাচেষ্টা থেকে

অস্ত্রের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও তার ডান হাত পঙ্গু হয়ে যায়। একই বছর তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ইরানের প্রথম ধর্মীয় নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে খোমেনির মৃত্যুর পর সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে তাকে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়—যদিও সে সময় তিনি নিজেই বলেছিলেন, তিনি হয়তো এ পদের যোগ্য নন।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার নেতৃত্ব প্রতীকী না থেকে কার্যকর ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। যুদ্ধবিক্ষণ্ড অর্থনীতি পুনর্গঠন, নিরাপত্তা কাঠামো জোরদার করা এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারে ইরানকে এগিয়ে নেওয়াই ছিল তার শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তরুণ প্রজন্মের সংস্কার প্রত্যাশা—এই সবকিছুর চাপের মধ্য দিয়েই তার নেতৃত্ব টিকে আছে।

আলী খামেনির শাসনকে তাই একদিকে নিরাপত্তা-নির্ভর রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিফলন, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চ্যালেঞ্জের ধারাবাহিক মোকাবিলায় ইতিহাস হিসেবেও দেখা হয়।

এগ হারবার সিটিতে ‘শিবলীলা’ মঞ্চস্থ

স্বরত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের এগ হারবার সিটিতে গীতি নৃত্যনাট্য ‘শিবলীলা’ মঞ্চস্থ হয়েছে। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় শহরের পোমনা জৈন হিন্দু মন্দিরের মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

নভরানা নৃত্য একাডেমির শিল্পীরা পরিবেশন করেন আধ্যাত্মিক আবহে নির্মিত এই নৃত্যনাট্য। প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী পরিবেশনায় উঠে আসে মহাদেব শিবের নানা প্রতীকী ও তাৎপর্যপূর্ণ লীলা। শিল্পীদের অভিনয়, নৃত্যভঙ্গি ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে পুরো আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

‘শিবলীলা’ মূলত মহাদেবের সেই সব রহস্যময় ও প্রতীকপূর্ণ কর্মের শিল্পরূপ, যা বিশ্বজগতের ভারসাম্য রক্ষা ও আত্মার মুক্তির পথ নির্দেশ



করে, এমনটাই জানান আয়োজকেরা। নাট্যাংশে সমুদ্র মছনে নীলকণ্ঠ রূপ ধারণ, তাণ্ডব নৃত্য (নেটরাজ), অর্ধনারীশ্বর রূপ এবং ভক্তদের রক্ষার বিভিন্ন কাহিনি উপস্থাপন করা হয়।

নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন ভরসা নায়েক। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সন্দীপ সপরকার, নেহা সুমিত,

মাধুরা লোহিত ও হর্ষসহ আরও অনেকে। মোট সত্তরজন কলাকুশলী এ আয়োজনে অংশ নেন।

অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকদের পক্ষে বিনোদ ভেলোর ও দীপক শাহ সফল আয়োজন সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

মর্টগেজ

নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Direct Lender

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম

★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ

● ফ্রি এপ্রোভাল

● ইন্টারেস্ট রেট কম

● ফাস্ট ক্লোজিং

● ইনভেস্টমেন্ট

● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain



নিউইয়র্কে এনসিপি ডায়ালগের অ্যালায়েন্স যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে জমজমাট আয়োজনে ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে এনসিপি ডায়ালগের অ্যালায়েন্স যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে জমজমাট আয়োজনে ইফতারের মাহফিল ও জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১ মার্চ) বিকেলে কিং কাবাব রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র এনসিপির সদস্যবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের শুভানুধ্যায়ীরা অংশ নেন।

রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সম্মিলিত দোয়ার মধ্য দিয়ে ইফতারের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ার সময় বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় শহীদ উসমান হাদীসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের। একইসঙ্গে দলের যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. মাহমুদা মিত্রের দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের এক বছরের পথচলা ও সাফল্য নিয়ে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র এনসিপির সদস্য সচিব ডা. মো. আবদুল মোহাইমিন সাইমিন। আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানান

মুখ্য সংগঠক মো. হাসান সিদ্দিক। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আরিফ ইকরাম, জনপ্রিয় ব্যান্ড প্রমিথিউসের কণ্ঠশিল্পী বিপ্লব এবং যুক্তরাষ্ট্র এনসিপির প্রিয়মুখ মো. জহিরুল ইসলাম মুকুল।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষারের ভাষণে উপস্থিতি। তিনি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অতিথিদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রবাসে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সবশেষে যুক্তরাষ্ট্র এনসিপির নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে কেক কেটে প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। নেতৃবৃন্দ জানান, গত এক বছরে সংগঠনটি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একা, সহযোগিতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও কমিউনিটি কেন্দ্রিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সাইপ্রাসে রণতরী ও হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্য সাইপ্রাসে রণতরী ও হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে এ কথা জানিয়েছেন। রয়টার্স ও আলজাজিরা

গত সোমবার সাইপ্রাসে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের আক্রোচিটি ঘাটির রানওয়েতে ইরানি ড্রোন আঘাত হানে। এতে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাইপ্রাসে রণতরী পাঠানোর উদ্যোগ নেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, রণতরী 'এইচএমএস ড্রাগন' সাইপ্রাসে পাঠানো হচ্ছে। এদিকে লেবাননের বৈরতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, চলমান আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত' দূতাবাসটি বন্ধ থাকবে।

এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'অন্যান্য সব নিয়মিত এবং জরুরি কনসুলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয়েছে। দূতাবাস যখন পুনরায় স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করবে, তখন আমরা তা জানিয়ে দেব।'

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেস্তুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুकिং ও কিস্তিরিত জানতে যোগাযোগ করুন

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

অঙ্গন পার্টি হল ও প্রথম আলো

Prothom Alo North America

জ্যামাইকা

স্টল বুকিং চলছে

জ্যামাইকায় সাড়ে ৬ হাজার
স্কয়ার ফিট ইন্ডোর পার্টি হল89-16 175 Street
Jamaica NY 11432

CALL FOR INFORMATION

347-440-2317
929-365-4798

ফ্যাশন স্টল



খাবারের স্টল



মেহেন্দি স্টল

13th14th15th

March, 2026

Friday, Saturday, Sunday
(3 days)

বি: দ্র: ৬ ফিট টেবিল সঙ্গে আনবেন

প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে
রাত ১১ টা পর্যন্তক্রেতারা পাবেন ফ্রি র‍্যাফেল টিকিট।
তিনজন ভাগ্যবান পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার!!!

মিডিয়া পার্টনার:





NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com



M AZIZ

CEO & President

Your Dream Home Care

Ex-President & Chairman

Board of Trustee

Bangladesh Society Inc. USA



বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

Head Office

37-18, 73 Street, Suite # 402

Jackson Heights, NY 11372

(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ

মেডিকেইড বহন করবে

এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:

168-25A Hillside Ave, 2nd Floor

Jamaica, NY 11432

(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:

168-47 Hillside Ave, 2nd Floor

Jamaica, NY 11432

(929) 400-4785, (718) 874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)

97-01 Sutphin, Blvd

Jamaica NY 11435

(929)-225-0746, (718) 755-0153

(718) 718-874-0047

Ozone Park Office

7721-101 Ave. Ozone Park

New York 11416

(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office

720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208

(646) 500-1657, (718) 874-0047

1088 Liberty Avenue,

Brooklyn NY 11208

(929) 283-8432

Fulton Office:

584 Nostrand Ave. NY 11216

(646) 5001657

Bronx Office

2140 Starling Ave.

Bronx, NY 10462

917-391-4841, 718-874-0047 (Office)

Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza

3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215

(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:

1155 Broadway Buffalo, NY 14212

(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road

Buffalo, NY 14094

(716) 400 1446

Albany Office

114 Quail St. Albany, NY 12203

518-379-5496, 518-243-9096

718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে থেকতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.

ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529



#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

বিয়েল এস্টেট
ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim



Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748



- ✓ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ✓ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ✓ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ✓ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



পরিবার প্রতি ১৭০০ ডলার ট্যারিফ রিফান্ড দেয়ার দাবি ডেমোক্র্যাটদের

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপিত বিস্তৃত বৈশ্বিক শুল্ককে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর ডেমোক্র্যাট নেতারা আমেরিকান পরিবারগুলোর জন্য গড়ে ১,৭০০ ডলার রিফান্ড দেয়ার দাবি তুলেছেন। তাদের অভিযোগ, জরুরি ক্ষমতার আইনের আওতায় আরোপিত এই শুল্ক সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়েছে এবং এখন তা ফেরত দেওয়া উচিত।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোলুল বৃহস্পতিবার ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের কাছে চিঠি দিয়ে দাবি জানান— নিউইয়র্কের প্রতি পরিবারকে আনুমানিক ১,৭৫১ ডলার করে ফেরত দেওয়া হোক। তাঁর হিসাবে, এতে নিউইয়র্কবাসীর জন্য মোট প্রায় ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে হবে। তিনি ট্রেজারি বিভাগকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে অবিলম্বে শুল্ক বাবদ আদায়কৃত অর্থ

ফেরতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জে বি প্রিটজকার একই ধরনের দাবি উত্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষ্য, এই শুল্ক কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উত্তেজিত করেছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়েছে। ইলিনয়ে ৫১ লাখের বেশি পরিবার রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতি পরিবারে ১,৭০০ ডলার হিসাবে মোট প্রায় ৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার ফেরত প্রাপ্য।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসমও কড়া ভাষায় বলেন, এই শুল্ক ছিল অবৈধ অর্থসংগ্রহের কৌশল, যা কর্মজীবী পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাঁর দাবি, বেআইনিভাবে আদায় করা প্রতিটি ডলার সুদসহ ফেরত দিতে হবে। ম্যাসাচুসেটসের সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “অবৈধভাবে কারও অর্থ

নেওয়া চুরি। ট্রাম্প অবৈধ শুল্কের মাধ্যমে মানুষের অর্থ নিয়েছেন—এখন তা ফেরত দেওয়ার সময়।”

কংগ্রেসের যৌথ অর্থনৈতিক কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্যদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গড়ে প্রতিটি আমেরিকান পরিবার শুল্কজনিত ব্যয়ে প্রায় ১,৭৪৫ ডলার বহন করেছে। সামগ্রিকভাবে এর পরিমাণ ২৩১ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, জরুরি ক্ষমতার আইনের অধীনে ট্রাম্প যে বিস্তৃত “পারম্পরিক শুল্ক” প্রায় সব দেশের ওপর আরোপ করেছিলেন, তা সাংবিধানিক সীমা অতিক্রম করেছে। এই রায়ের পরই রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে—শুল্কের বোঝা বহন করা পরিবারগুলো কি বাস্তবই অর্থ ফেরত পাবে, নাকি বিষয়টি রাজনৈতিক চাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে?



গত ১ মার্চ সন্ধ্যায় গুলশান টেরেসে বাংলা ট্রাভেলসের আয়োজনে ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্কে বাংলা ট্রাভেলসের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও রমজানের পবিত্রতা উদ্‌যাপন করতে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে জনপ্রিয় ট্রাভেল এজেন্সি বাংলা ট্রাভেলস। রবিবার (১ মার্চ) সন্ধ্যায় গুলশান টেরেসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও বেল্লায়েত হোসাইন বেল্লা। যিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে আসছেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের অনেক গ্রাহক আজকের দিনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত; তাদের সন্তানরাও এখন আমাদের গ্রাহক। আমি সবসময় চেষ্টা করি যাতে সবাইকে সর্বোচ্চ মানের সেবা দেওয়া যায়। মানুষ যেন সন্তুষ্ট হয়, সেটাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

বেলাল আরও জানান, বাংলা

ট্রাভেলস বছরে প্রায় বিশ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা পরিচালনা করে। এটি প্রমাণ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারত উপমহাদেশের ট্রাভেল ব্যবসায় প্রায় নিরানব্বই শতাংশের দখল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের হাতে, তবুও আমরা আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছি। এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের গ্রাহক, কর্মচারী ও পরিবারের সমর্থনে, যারা ছাড়া আমাদের সফলতা সম্ভব হতো না।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত প্রবাসীরা বলেন, বাংলা ট্রাভেলস আমাদের জন্য শুধুই একটি ট্রাভেল এজেন্সি নয়, বরং এটি একটি পরিবার। তাদের সার্ভিসে আত্মতা মানসম্মত এবং সব সময় গ্রাহকদের সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়। আমরা অনেক দেশে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু বাংলা ট্রাভেলসের টিকিট বুকিং এবং সার্ভিসের মান সত্যিই অনন্য। এখানে সবকিছুই প্রায় নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে। দিন-দিন তারা তাদের সার্ভিস এবং কার্যক্রমকে আরও প্রফেশনাল এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক করে তুলছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কংগ্রেসের জিজ্ঞাসাবাদে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন—দণ্ডিত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের কোনো অপরাধ সম্পর্কে তিনি জানতেন না। প্রায় ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে প্রশ্নের মুখে পড়ে তিনি বলেন, এপস্টিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের বেশি কিছু নয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় আইনপ্রণেতারা সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন নথি থেকে কয়েকটি ছবি দেখিয়ে জানতে চান, সেখানে থাকা নারীদের সঙ্গে তাঁর কোনো যৌন সম্পর্ক ছিল কি না। প্রত্যেকবারই তিনি তা অস্বীকার করেন বলে শুনানিতে উপস্থিত একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

একটি বহুল আলোচিত ছবিতে একটি উষ্ণ পানির টবে এক নারীর সঙ্গে তাঁকে দেখা যায়। ওই নারীর মুখ আড়াল করা ছিল। সে প্রশঙ্গেও তিনি বলেন, ওই নারীকে তিনি চেনেন না এবং তাঁর সঙ্গে কোনো অনৈতিক সম্পর্ক ছিল না।

শুনানির শুরুতে দেওয়া বক্তব্যে ক্লিনটন বলেন, এপস্টিন কী অপরাধ করছিলেন সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা

পাল্টা জবাবের কথা ভাবছে উপসাগরীয় দেশগুলো

বিবিসি

ইরানের ওপর এক অন্যাষ্য যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। আর ইরানের পাল্টা আক্রমণে উপসাগরীয় দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের এই নতুন যুদ্ধের সম্মুখসমরে (ফ্রন্ট লাইন) পড়ে গেছে এবং তারা এখন ক্ষু্ণ।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতে ইরান আরব প্রতিবেশীদের ওপর শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল এসব দেশের মাটিতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি, তবে একইসঙ্গে কিছু বেসামরিক নাগরিক এবং জ্বালানি অবকাঠামোও হামলার শিকার হয়েছে। এর মাধ্যমে ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলের সেই ভাবমূর্তিকেই আঘাত করেছে, যা ভ্রমণ, পর্যটন এবং অর্থায়নের একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি এটি এই অঞ্চলের মূল চালিকাশক্তি তেল ও গ্যাস শিল্পকেও বাধাগ্রস্ত করেছে। এটি এমন এক যুদ্ধ যা আরব সরকারগুলো চায়নি এবং তারা এটি ঠেকানোর চেষ্টাও করেছিল। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কি ইরানের এই ‘বিশ্বাসঘাতকতামূলক’ হামলার কারণে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে কি না।

গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারি বলেন, ‘সব ধরনের রেড লাইন (চরমসীমা) ইতিমধ্যে অতিক্রম করা হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা এখন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অবকাঠামোতে হামলা হচ্ছে, আমাদের আবাসিক এলাকায় হামলা হচ্ছে এবং এই হামলার প্রভাবগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। যখন সম্ভাব্য প্রতিশোধের কথা আসে, তখন আমাদের নেতৃত্বের সামনে সব পথই খোলা আছে। তবে আমাদের এটি খুব স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, এ ধরনের হামলা জবাবহীন থাকবে না এবং থাকতে পারে না।’

বৈশির্ভাগ ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ভূপাতিত করা হচ্ছে, তবে উপর থেকে পড়া ধ্বংসাবশেষের কারণে আঙুন লাগছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে। যেসব ড্রোন আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ফাঁকি দিয়ে সহজে ঢুকে পড়ছে, সেগুলো বড় ধরনের ক্ষতি না করলেও এমন এক বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে যা বাণিজ্য ও ভ্রমণে বিঘ্ন ঘটচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে এটিই ইরানের কৌশল—তাদের আরব প্রতিবেশীদের জন্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে তারা এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য ও পর্যটন কেন্দ্র সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওপর ইরান ইসরায়েলের সমান সংখ্যক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের যৌথ হামলায় আলী খামেনি নিহত দেশে-বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া

বিশেষ প্রতিনিধি

মধ্যপ্রাচ্যে নজিরবিহীন সামরিক অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হয়েছেন—এমন দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। যৌথ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এই অভিযান ইরানের জনগণের জন্য “নিজেদের দেশ পুনরুদ্ধারের সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ” তৈরি করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় ট্রাম্প খামেনির মৃত্যুকে “ন্যায়বিচার” হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, ইরানের শাসকগোষ্ঠীর কারণে শুধু ইরান নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অভিযানের প্রথম ধাক্কায় ইরানের নিরাপত্তা ও শাসনব্যবস্থার শীর্ষ পর্যায়ের অন্তত চল্লিশজনকে হত্যা করা হয়েছে। খামেনির সুরক্ষিত কম্পাউন্ডে হামলায় একাধিক উচ্চপদস্থ নেতা নিহত হন বলেও দাবি করা হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক টেলিভিশন ভাষণে বলেন, খামেনির কম্পাউন্ড ধ্বংস হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর “অনেক ইঙ্গিত” রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে এক জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানান, ধ্বংসস্তূপ থেকে ছিয়াশি বছর বয়সী খামেনির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁর ছবি নেতানিয়াহুকে দেখানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারাও ইসরায়েলের এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত বলে জানানো হয়।

আলী খামেনি প্রায় সাঁইত্রিশ বছর ধরে ইরানের শাসনক্ষমতায় ছিলেন। উনিশশো উননব্বই সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর তিনি সর্বোচ্চ নেতা হন। তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে হাজার হাজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে—এমন অভিযোগ বহু বছর ধরে পশ্চিমা বিশ্বে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, এটি এক প্রজন্মের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ সামরিক সমাবেশ। হামলায় লক্ষ্যবস্তু করা হয় ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎক্ষেপণ ঘাঁটি, সামরিক বিমানঘাঁটি এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, সশস্ত্র ড্রোন, যুদ্ধবিমান এবং ভূগর্ভস্থ স্থাপনা ধ্বংসে সক্ষম ভারী বোমা ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

ইসরায়েল সমান্তরালভাবে ‘লায়স রোর’ নামে পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রায় পাঁচশ লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়। এতে দুই শতাধিক যুদ্ধবিমান অংশ নেয় বলে দাবি করা হয়েছে।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর দাবি, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড



আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি

কোরের কমান্ডার জেনারেল মোহাম্মদ পাকপোর, ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির নাসিরজাদেহ এবং খামেনির উপদেষ্টা আলী শামখানি নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি আরও কয়েকজন শীর্ষ গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তার মৃত্যুর কথাও জানানো হয়েছে।

প্রতিশোধ হিসেবে ইরান ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন সামরিক স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও আত্মঘাতী ড্রোন নিক্ষেপ করে। বাহরাইনে মার্কিন নৌঘাঁটির কাছে বড় বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। তবে সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, তাত্ক্ষণিক হামলা প্রতিহত করা হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি সীমিত।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইরানি শাসনব্যবস্থার “আসন্ন হুমকি” দূর করা এবং মার্কিন জনগণ ও মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাঁর দাবি, ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর অনেক সদস্য লড়াই চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক এবং কেউ কেউ আত্মসমর্পণ বা নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চাইছে। এদিকে এই হামলাকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি, কংগ্রেস সদস্য আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ এবং ইলহান ওমর প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

মেয়র মামদানি এক বিবৃতিতে বলেন, এই হামলা “একটি অবৈধ আগ্রাসী যুদ্ধের বিপজ্জনক বিস্তার।” তাঁর মতে, সাধারণ আমেরিকানরা আরেকটি যুদ্ধ চায় না; তারা চায় অর্থনৈতিক চাপ থেকে মুক্তি ও শান্তি। একই সঙ্গে তিনি নিউইয়র্কে নিরাপত্তা জোরদারের কথা জানান এবং ইরানি—আমেরিকান সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করেন যে তারা নিরাপদ থাকবেন।

আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ হামলাকে “অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয়” আখ্যা দিয়ে বলেন, জনগণের সম্মতি ছাড়া দেশকে যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ইলহান ওমর অভিযোগ করেন, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর কোনো তাৎক্ষণিক হুমকির স্পষ্ট প্রমাণ না দিয়েই এই সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।



ছিল না। তিনি যা দেখেছেন এবং যা দেখেননি, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তিনি কোনো অন্যায় করেননি বলেও দাবি করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দুই দলের আইনপ্রণেতারাও জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নেন। এক ডেমোক্র্যাট সদস্য বলেন, ক্লিনটন সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যাননি। অপরদিকে রিপাবলিকান চেয়ারম্যান মন্তব্য করেন, ক্লিনটন ছিলেন ভদ্র ও সহযোগিতাপূর্ণ।

শুনানিটি ওয়াশিংটনে না করে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের চ্যাপাকুয়ায় অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বিষয়টি অতিরিক্ত রাজনৈতিক নাটকে রূপ না নেয়। তবু এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা—কংগ্রেসের সমনে সাফ্য দিতে বাধ্য হওয়া প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি।

এর আগে তাঁর জ্বী হিলারি ক্লিনটন সাফ্যে জানান, তিনি কখনও এপস্টিনের সঙ্গে দেখা করেননি। তবে বিল ক্লিনটনের ক্ষেত্রে নথিতে দেখা যায়, দুই

হাজার এক থেকে দুই হাজার চার সালের মধ্যে তিনি একাধিকবার এপস্টিনের ব্যক্তিগত বিমানে ভ্রমণ করেছেন। দর্শনার্থী তালিকাতেও এপস্টিনের নাম ছিল বলে জানা গেছে।

ক্লিনটন বলেন, যদি তিনি এপস্টিনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সামান্য ধারণাও পেতেন, তবে কখনও তাঁর বিমানে উঠতেন না; বরং নিজেই আইনি ব্যবস্থার পক্ষে সোচ্চার হতেন।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, তিনি ক্লিনটনকে জিজ্ঞাসাবাদে দেখতে স্বস্তি বোধ করেন না, যদিও অতীতে তাঁর বিরুদ্ধেও কঠোর তদন্ত হয়েছে। ট্রাম্প নিজেও এপস্টিন—সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

এপস্টিনের সহযোগী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত যিসলেগি ম্যাক্সওয়েলের নামও আলোচনায় আসে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বিল ক্লিনটনের বিরুদ্ধে এপস্টিন—সংক্রান্ত কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। বহু বছর পর আবারও অতীতের সম্পর্কের ছায়া ঘিরে ধরেছে এক সাবেক প্রেসিডেন্টকে। তদন্তের অগ্রগতি ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া—দুটোই এখন নজরে সবার।

Lipi Fashion লিপি ফ্যাশন

ফ্যাশনের জগতে অনন্য নাম

ঈদ উপলক্ষে

UP-TO **50%**
ডিসকাউন্ট



সব ধরনের
থ্রিপিচ, শাড়ি, ছোট বড়
সবার পাঞ্জাবী পায়জামার
বিশাল সমাহার
ঈদ উপলক্ষে বিশেষ ছাড়
আমাদের রয়েছে সেরা
জুয়েলারি কালেকশান



■ Lipi Fashion লিপি ফ্যাশন

37-11, 74th st Jackson Heights NY 11432 Phone: 718-374-3017

আমাদের

দ্বিতীয় শাখা

অপরূপা ফ্যাশন

167-10 হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-114323



কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী গ্রেণ্ডার, পরে মুক্তি

ডিএইচএসের অভিযান

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে গ্রেণ্ডার ঘিরে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ক্রেয়ার শিপম্যান জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) ফেডারেল এজেন্টরা “নিখোঁজ ব্যক্তিকে খোঁজার” কথা বলে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে ক্যাম্পাসের একটি আবাসিক ভবনে প্রবেশ করেন। শিপম্যানের বিবৃতি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে মর্নিংসাইড হাইটস ক্যাম্পাসের একটি ভরমিটারিতে প্রবেশ করে এজেন্টরা ওই শিক্ষার্থীকে আটক করেন। তিনি বলেন, “আমাদের বর্তমান ধারণা হলো, ফেডারেল এজেন্টরা ভবনে প্রবেশের জন্য ‘নিখোঁজ ব্যক্তিকে খোঁজা হচ্ছে’— এমন ভুল তথ্য দিয়েছেন।” বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গ্রেণ্ডার হওয়া শিক্ষার্থীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ না করলেও পরে জানা যায়, তিনি এলি আগায়েভা—আজারবাইজান থেকে আসা এক আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী, যিনি স্নায়ুবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। ২০১৬ সালে ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তিনি। গ্রেণ্ডারের পর তাঁর পক্ষ থেকে একটি হেবিয়াস করপাস আবেদন দাখিল করা হয়, যাতে ফেডারেল বিচারকের কাছে তাঁর মুক্তির নির্দেশ চাওয়া হয়। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ডিএইচএস কর্মকর্তারা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ওয়ারেন্ট দেখাননি। বরং ভবনে প্রবেশের জন্য তাঁরা “নিখোঁজ ব্যক্তিকে খোঁজা হচ্ছে” বলে পরিচয় দেন। তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নাটকীয় মোড় নেয় পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে আগায়েভাকে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয় বলে জানা যায়। নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মাদানি সেদিন হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাঁর অনুরোধেই এ হস্তক্ষেপ হয়েছে

বলে সুত্রগুলো জানায়।

বিকেল চারটার কিছু আগে ইনস্টাগ্রামে আগায়েভা জানান, তিনি আইসিই হেফাজত থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং উবারে করে ক্যাম্পাসে ফিরছেন। তিনি লেখেন, “আপনাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিছুক্ষণ আগে মুক্ত হয়েছি। আমি নিরাপদ আছি। কী ঘটেছে, এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছি না।”

ঘটনাটি কলম্বিয়া ক্যাম্পাসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীরা ওয়ারেন্ট ছাড়া ফেডারেল এজেন্টদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের বাইরে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ করেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ক্রেয়ার শিপম্যান পুনরায় বলেন, এজেন্টরা নিজেদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল উপস্থাপন করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে আইনি ও প্রশাসনিক পর্যায়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে— বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রাধিকার এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার কতটা সুরক্ষিত।

এবার ইকুয়েডরে মার্কিন সামরিক অভিযান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরে সামরিক অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ‘সন্ত্রাসীদের’ মোকাবিলায় সে দেশের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারই ধারাবাহিকতায় এই অভিযান শুরু হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গতকাল বুধবার মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক কার্যক্রম তদারককারী ইউনিট ইউএস সাউদার্ন কমান্ড জানিয়েছে, ইকুয়েডরে ইতিমধ্যে যৌথ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সাউদার্ন কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল ফ্রান্সিস ডোনভান বলেন, “৩ মার্চ ইকুয়েডরীয় ও মার্কিন সামরিক বাহিনী ইকুয়েডরের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।”

তিনি আরও বলেন, ‘এই অপারেশনগুলো মাদক-সন্ত্রাসবাদের অভি্যাপ মোকাবিলায় ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অংশীদারদের প্রতিশ্রুতির একটি শক্তিশালী উদাহরণ।’



এপস্টিন ইস্যুতে হিলারি ক্লিনটন: ‘কোনো তথ্য জানতাম না’

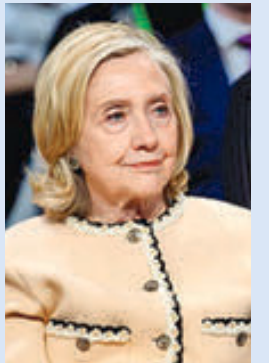
বিশেষ প্রতিনিধি

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, জেফরি এপস্টিন ও গিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনো তথ্য ছিল না এবং তিনি এপস্টিনের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করেছেন বলে মনে করতে পারছেন না। প্রতিনিধি পরিষদের তদারকি কমিটির সামনে দুই দিনের গোপন জবানবন্দি শুরুর আগে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক লিখিত বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। একই ধারাবাহিকতায় সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনেরও জবানবন্দি নেওয়ার কথা রয়েছে।

চাপাকুয়া শহরে অনুষ্ঠিত এই জবানবন্দি ঘিরে কয়েক মাস ধরে ক্লিনটন দম্পতি ও রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত তদারকি কমিটির মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কোমার কংগ্রেস অবমাননার অভিযোগ আনার হুমকি দেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত তাঁরা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হন। এটি প্রথমবার, যখন কোনো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কংগ্রেসের সামনে জবানবন্দি দিতে হয়েছে।

হিলারি ক্লিনটন তাঁর বক্তব্যে বলেন, “যেকোনো বিবেকবান মানুষের মতো আমিও তাদের অপরাধ সম্পর্কে যা জেনেছি, তাতে মর্মাহত।” তিনি জানান, তাঁর স্বামী দাতব্য কাজের উদ্দেশ্যে এপস্টিনের বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন; তবে তিনি নিজে এপস্টিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে মনে করতে পারেন না। গিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল ক্লিনটন ফাউন্ডেশনের আয়োজিত কয়েকটি সম্মেলনে। ম্যাক্সওয়েল তাঁদের কন্যা চেলসি ক্লিনটনের ২০১০ সালের বিয়েতেও উপস্থিত ছিলেন।

বিল ক্লিনটনের বিরুদ্ধে কোনো অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়নি। তবে বিচার বিভাগ চলতি বছরের জানুয়ারিতে এপস্টিন-সংক্রান্ত নথির প্রথম অংশ প্রকাশ করার পর কয়েকটি ছবিতে তাঁকে দেখা যায়, যেখানে তাঁর সঙ্গে থাকা নারীদের মুখ আড়াল করা ছিল। এপস্টিন ২০১৯ সালে বিচার শুরুর আগেই নিউইয়র্কের একটি কারাগারে আত্মহত্যা করেন। এর আগে ২০০৮ সালে ফ্লোরিডায় অপ্রাপ্তবয়স্ক



হিলারি ক্লিনটন অভিযোগ করেন, তদন্তটি একপাক্ষিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও অন্য রিপাবলিকান নেতাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে না।

এক কিশোরীর কাছ থেকে যৌনসেবা নেওয়ার অভিযোগে অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে দোষ স্বীকার করলেও তিনি ফেডারেল অভিযোগে এড়িয়ে যান।

হিলারি ক্লিনটন অভিযোগ করেন, তদন্তটি একপাক্ষিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও অন্য রিপাবলিকান নেতাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে না। অন্যদিকে কমিটির চেয়ারম্যান কোমার বলেন, এপস্টিন কীভাবে বিপুল সম্পদ অর্জন করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তা খতিয়ে দেখাই তাঁদের লক্ষ্য।

ডেমোক্রেটদের মধ্যেও এ বিষয়ে স্বচ্ছতার দাবি জোরালো হয়েছে। তদারকি কমিটির শীর্ষ ডেমোক্রেট সদস্য রবার্ট গার্সিয়া বলেন, যদি বিল ক্লিনটনকে জবানবন্দি দিতে হয়, তবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বলেন, এপস্টিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কাউকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত এবং ভুক্তভোগীদের বিশ্বাস করা জরুরি।

বাংলাদেশি-আমেরিকানের ঐতিহাসিক বিনিয়োগ

লস অ্যাঞ্জেলেস নগরী

অভিজিৎ দে

দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের স্কাইলাইনে এক বিব্রতকর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রাফিতিতে ছেয়ে যাওয়া ‘ওশানওয়াইড প্লাজা’ টাওয়ারগুলো। অবশেষে সেই অচল, পরিত্যক্ত ও বহুল আলোচিত প্রকল্পে আশার আলো দেখা দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া-ভিত্তিক বাংলাদেশি-আমেরিকান ডেভেলপার কালী প্রদীপ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কেপিসি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি ৪৭০ মিলিয়ন ডলারে প্রকল্পটি অধিগ্রহণের প্রাথমিক চুক্তি করেছে। ফেডারেল দেউলিয়া আদালতে দাখিল করা এ প্রস্তাবে ৯ এপ্রিলের মধ্যে উচ্চতর কোনো যোগ্য প্রস্তাব না এলে বিক্রয়ের অনুমোদনের পথ খুলে যাবে।

২০১৯ সালে অর্ধসংকটে কাজ বন্ধ হয়ে যায় বেইজিং-ভিত্তিক ওশানওয়াইড হোল্ডিংসের প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের এই বহুমুখী প্রকল্পে। তখন ভবনগুলোর কাজ ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পন্ন। ২০২৪ সালে অসমাপ্ত টাওয়ারগুলোতে ব্যাপক গ্রাফিতি আঁকা হয়; অন্তত ২৫টি তলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে রঙিন ট্যাগিং। পাশাপাশি রেস জাম্পিংয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাণ্ডও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ফলে ডাউনটাউনের প্রাণকেন্দ্রে, ক্রিস্টো ডটকম অ্যারেনার ঠিক বিপরীতে অবস্থান করা এই বিশাল ব্লকটি হয়ে ওঠে এক ‘আইসোর’—চোখে লাগা দৃষ্টিকটু বাস্তবতা। আমেরিকার জন্য এক লজ্জাজনক স্থাপনায় পরিণত হয়েছিল ‘ওশানওয়াইড প্লাজা’। সেই লজ্জার হাত থেকে নগরীকে মুক্ত করতেই এগিয়ে এলেন কে পি চৌধুরী। কালী পি. চৌধুরীর উদ্যোগকে



অনেকেই লস অ্যাঞ্জেলেস ডাউনটাউনের পুনরুদ্ধানের শক্ত সংকেত হিসেবে দেখেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আদালতের অনুমোদন পেলে যথাযথ যাচাই-বাছাই ও সিটি কন্সট্রাকশন অনুমোদন শেষে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে। তাঁর ভাষায়, “ডাউনটাউন এলএ’র রক্তে” পরিণত করাই লক্ষ্য। প্রথম অগ্রাধিকার—গ্রাফিতি অপসারণ ও সাইট সুরক্ষা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, পূর্বনির্ধারিত নকশা ধরে প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে—আবাসন, হোটেল, খুচরা দোকান ও রেস্টোরাঁসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মিশ্র-ব্যবহার কমপ্লেক্স হিসেবে। ইলেভেভ, ফিগুয়েরোয়া ও টুয়েলফথ স্ট্রিট ঘিরে বেস অংশে বিশাল র‍্যাপ-অ্যারাউন্ড এলইডি ক্লিন স্থাপনের কাজও প্রথম ধাপে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রকল্পটির নাম পরিবর্তনের কথাও ভাবা হচ্ছে, যা নতুন সূচনার প্রতীক হবে।

কেপিসি ডেভেলপমেন্ট বাণিজ্যিক সম্পদ উন্নয়নে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান। ইনগেলউডে সোফাই স্টেডিয়ামের পাশে ৩০০ কক্ষের ‘কালী হোটেল অ্যান্ড

রুফটপ’ নির্মাণাধীন। রিভারসাইড ও এরেক্স কাউন্টিতে হাসপাতাল, করোনায় ৩ লাখ বর্গফুটের অফিস ক্যাম্পাস, এমনকি আমেরিকার বাইরে হাজার শস্যার হাসপাতাল ও আবাসিক টাওয়ার—প্রতিষ্ঠানটির বহুমাত্রিক কাজ তাদের সক্ষমতার প্রমাণ দেয়।

প্রকল্পটি ঘিরে দেনাদারদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালে চ্যান্সার ১১ দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হয়। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির বকেয়া কর ও নিরাপত্তা ব্যয়ের অর্থও বকেয়া রয়েছে বলে জানা গেছে। সিটি কর্তৃপক্ষ অতীতে সাইট সুরক্ষায় বেড়া ও অস্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অর্থ বরাদ্দ দেয়। নতুন মালিকানা এলে দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে সেন্ট্রাল সিটি অ্যাসোসিয়েশন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস ডাউনটাউনের পুনরুদ্ধান এবং আসন্ন অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক আয়োজনের প্রেক্ষাপটে নতুন মালিকানার সঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। সিটি কাউন্সিলও জোর দিয়েছে—নতুন মালিক যেন দ্রুত

সাইট সুরক্ষিত ও পরিষ্কার করে “ভালো প্রতিবেশী” হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্লেষকদের মতে, ৪৭০ মিলিয়ন ডলারের বেসলাইন চুক্তি এবং সম্ভাব্য ১ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সমাপ্তি ব্যয় সত্ত্বেও এ বিনিয়োগ ডাউনটাউন এলএ’র আস্থার সংকট কাটাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। বহু বছর ধরে স্থবির পড়ে থাকা একটি হাই-প্রোফাইল প্রকল্পকে পূর্ণতা দেওয়ার উদ্যোগ শুধু একটি সম্পত্তির পুনর্জাগরণ নয়; পাশাপাশি এটি নগর অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও নগর-আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠনেরও বার্তা। ডাউনটাউন লস অ্যাঞ্জেলেস নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর যে গল্প লিখছে, কালী পি. চৌধুরীর এই পদক্ষেপ সেখানে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে—গর্বিত বাংলাদেশি-আমেরিকান এক স্বপ্নবাজের ঐতিহাসিক বিনিয়োগ হিসেবে।

উল্লেখ্য, ডা. কালী প্রদীপ চৌধুরীর বাড়ি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণে। নিত্যদিনের কর্ম ও সামাজিকতায় তিনি একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে পরিচিত।

Foot Specialist
ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toenails
Fracture Management

Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Availalbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

No More
FOOT PAIN

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

চার এলাকায় চালু হচ্ছে শিশুদের ফ্রি চাইল্ড কেয়ার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এবং গভর্নর ক্যাথি হচুল ঘোষণা করেছেন, এই শরৎ থেকে ২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নতুন ফ্রি ডে কেয়ার প্রোগ্রাম ২-কেয়ার চালু হচ্ছে। এই প্রোগ্রাম মূলত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, সামাজিক দক্ষতা এবং মানসিক বিকাশকে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে এটি পরিবারগুলোর ওপর আর্থিক চাপ কমাতে এবং শহরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সম্প্রতি মেয়র মামদানি, গভর্নর হচুল এবং স্কুল চ্যান্সেলর কামার স্যামুয়েলস ম্যানহাটনের সুগার হিল চিলড্রেনস মিউজিয়াম অফ আর্ট অ্যান্ড স্টোরিটেলিং পরিদর্শন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিকভাবে ২-কেয়ার প্রোগ্রামের আওতায় শিশু কেয়ার প্রদানকারী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

প্রাথমিক ধাপে চারটি প্রধান এলাকায় মোট ২ হাজার শিশুর জন্য সিট বরাদ্দ করা হয়েছে। এলাকাগুলো হলো- ম্যানহাটনের ওয়াশিংটন হাইটস এবং ইনউড, উত্তর ব্রুকলিনের ফোর্ডহাম ও কিংসব্রিজ, দক্ষিণ ব্রুকলিনের ক্যানার্সি, ব্রাউনসভিল এবং ওশান হিল, এবং কুইন্সের ওজোন পার্ক এবং রকওয়েজ।

মেয়র মামদানি বলেন, এই চারটি এলাকায় ২-কেয়ার প্রোগ্রাম চালু করা কেবল প্রাথমিক ধাপ, তবে এটি ভবিষ্যতের বিস্তৃত পরিকল্পনার সূচনা। তিনি জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে নিউইয়র্কবাসীর জন্য অর্থ সাশ্রয় হবে, পরিবারগুলো নিরাপদ ও মানসম্মত শিশুশিক্ষার সুযোগ পাবে এবং শহরের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। গভর্নর হচুল বলেন, এটি নিউইয়র্ক রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পরিবার ও শিশুদের জন্য এমন একটি প্রতিশ্রুতি। তিনি জোর



দিয়ে বলেছেন, এই উদ্যোগে কোনো পিছপা হবে না এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে শহরের সব পরিবারকে সুবিধা দেবে। প্রাথমিক ধাপে অর্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। আগামী বছর প্রোগ্রামটি ১২ হাজার শিশুর মধ্যে সম্প্রসারিত হবে এবং চতুর্থ বছরে শহরের সব ২ বছর বয়সী শিশু এতে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তবে প্রথম ধাপের ভর্তি শুধুমাত্র নির্বাচিত এলাকায় সীমিত থাকবে।

মেয়র মামদানি জানান, এই এলাকাগুলি নির্বাচনের কারণ দুটি: এক, এখানে প্রোভাইডাররা বছরের শেষের আগে সেবা দিতে প্রস্তুত ছিল; দুই, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রতিফলন। চতুর্থ বছরের শেষে শহরের সব ২ বছর বয়সী শিশুই এই প্রোগ্রামের আওতায় আসবে।

প্রাথমিক ধাপের বাইরে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড অন্তর্ভুক্ত নয়। মেয়র জানান, আগামী বছর এটি অন্তর্ভুক্ত হবে। ভর্তি প্রক্রিয়া গ্রীষ্মকালে শুরু হবে, তবে শিশু নির্বাচন কিভাবে হবে তা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। শিক্ষাবিদরা বলেন, ছোট বয়সের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মানসম্মত পরিবেশ এবং সঠিক নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২-কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিশুরা সামাজিক দক্ষতা,

মনোযোগ এবং সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা পাবে।

অভিভাবকরা প্রোগ্রামটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত। ম্যানহাটনের বাসিন্দা রাশিদা রহমান বলেন, ছোট বয়সে শিশুরা যখন খেলাধুলা, গল্প ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে শেখে, তখন তাদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশ অনেক দ্রুত হয়। তিনি বলেন, ফ্রি চাইল্ড কেয়ার পেলে পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক বোঝা কমবে, বিশেষ করে যাদের দুটো বা ততোধিক ছোট শিশু রয়েছে। অন্য অভিভাবক জোসেফিন লোপেজ বলেন, ছোট বয়সের শিক্ষার সুবিধা না থাকলে অনেক পরিবারকে প্রাইভেট প্রোগ্রামে বড় অঙ্কের খরচ বহন করতে হয়। এই প্রোগ্রাম সেই চাপ কমাতে এবং শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করবে।

শিক্ষাবিদরা বলেন, প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলা, দলবদ্ধ কাজের দক্ষতা, সহমর্মিতা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশ হবে। তারা বলেন, শিশুদের মানসিক বিকাশ ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই প্রোগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মেয়র মামদানী বলেন, শহরের পরিবার এবং শিশুরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমান সুযোগ পাবে, যা ভবিষ্যতে শহরের সামাজিক ও শিক্ষাগত মান উন্নত করবে।



তারা পড়ত খেলত একসঙ্গে, শুয়ে থাকবে পাশাপাশি

১৬৫ শিশুর দাফন

মিনাবের এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ইউনেসকো এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মানবাধিকারকর্মী মালারা ইউসুফজাইসহ অনেকে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মাত্র কয়েক দিন আগেও তাদের হইছল্লোড়, চিংকার, চোঁচামেচি আর উচ্ছলতায় প্রাণ পেত যে পরিবেশ, সে পরিবেশ পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠল তাদেরই নীরবতায়। নিষ্পাপ, মায়াবী মুখগুলোকে শেষ বিদায় দিতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছেন হাজারো মানুষ। গতকাল মঙ্গলবার ইরানের হরমোজগান প্রদেশের মিনাম শহরে ১৬৫ স্কুল শিশুর জানাজায় দেখা গেল এ দৃশ্য।

ইরানে গত শনিবার হামলা শুরু করে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। সেদিন মিনাবের ওই স্কুলে শিশুদের ক্লাস ছিল। সকালে স্কুলে এসেছিল তারা। সেই স্কুলে চালানো হয় হামলা। এতে এখন পর্যন্ত ১৬৫ শিশু

মারা গেছে। গতকাল গণজানাজার মাধ্যমে বিদায় জানানো হলো সেই শিশুদের।

গতকালও ইরানজুড়ে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। তবে এই হামলার মধ্যেই মিনাব স্কয়ারে জানাজায় হাজারো মানুষের ঢল নামে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এসব তথ্য জানায় আল জাজিরা ও সিএনএন।

জানাজার ভিডিও এবং ছবিতে দেখা যায়, ইরানের পতাকায় মোড়ানো ছোট ছোট কফিন ঘিরে অশ্রুসিক্ত শোকাত মানুষের ভিড়। তাদেরকে সমস্বরে দেয়া পড়তে দেখা যায়। শোকের এই মিছিলে অনেকের হাতে ছিল নিহত শিশুদের ছবি, যাদের কয়েকজনের বয়স কেবল সাত বছর। এ সময় দেখা যায়, দুই হাতে পরম মমতায় ছোট, মিস্তি আতেনার ছবি উঁচু করে ধরে রেখেছিলেন তাঁর মা। চিংকার করে বারবার তিনি বলছিলেন, ‘এ হলো মার্কিন বর্বরতা আর অপরাধের এক প্রমাণ্য দলিল’ মিছিলের মধ্যে থেকে বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল,

‘আমেরিকা নিপাত যাক। ইসরায়েলের ধ্বংস চাই’ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটারে) গত সোমবার নিহত শিশুদের জন্য সদ্য খোঁড়া সারি সারি কবরের ছবি পোস্ট করে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে সরাসরি দায়ী করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, ‘এই কবরগুলো সেই ১৬০ জনের বেশি নিষ্পাপ ছোট মেয়ের জন্য খোঁড়া হচ্ছে, যারা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মার্কিন-ইসরায়েলি বোমা হামলায় প্রাণ হারিয়েছে। তাদের দেহগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।’

মিনাবের এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ইউনেসকো এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মানবাধিকারকর্মী মালারা ইউসুফজাইসহ অনেকে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, স্বেচ্ছায় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালানো রীতিমতো যুদ্ধাপরাধ। সেই মানবাধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের যে দণ্ড, তারই অসারতা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েদের সারি সারি ছোট কবরগুলো। পৃথিবীজুড়ে হানাহানি, ধ্বংস আর স্বার্থপরতার সঙ্গে যাদের কখনো কোনো যোগসাজশ ছিল না।

আটলান্টিক সিটিতে ঈদ মেলা, অংশ নিচ্ছে টুয়েলভ ক্লোদিং

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পবিত্র রমজান শেষে ঈদ উপলক্ষে নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে আয়োজন করা হচ্ছে বিশেষ ঈদ প্রদর্শনী ও মেলা। বেঙ্গল ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ ও ১১ মার্চ।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই ঈদ মেলা। ঠিকানা: ২৭২১ আকটিক অ্যাভিনিউ, আটলান্টিক সিটি, নিউজার্সি। রমজানের আবহে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ঈদকে সামনে রেখে পোশাক, শাড়ি ও ফ্যাশন সামগ্রীর বিশেষ সমাহার থাকবে।

মেলায় অংশ নিচ্ছে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড টুয়েলভ ক্লোদিং। তাদের নতুন ও আকর্ষণীয় পোশাক সংগ্রহ



ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি নাট্যশিল্পী তানিয়ার শাড়ির বিশেষ সংগ্রহও প্রদর্শিত হবে, যা দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা আকর্ষণ তৈরি করবে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগত দর্শনার্থীদের জন্য ইফতারের সুব্যবস্থাও থাকবে। রমজানের আমেজে কেনাকাটা ও সামাজিক মিলনমেলার এই আয়োজন প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

টুয়েলভ ক্লোদিং-এর হালনাগাদ ফ্যাশনের জামাকাপড় থাকবে। মেলা ও প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন অভিনেতা টনি ডায়েস এবং শিল্পী পেইয়া ডায়েস। বেঙ্গল ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির পক্ষ থেকে আলী চৌধুরী তানু জানিয়েছেন, প্রদর্শনী ও মেলাকে ঘিরে এরমধ্যেই আটলান্টিক সিটিসহ পুরো নিউজার্সির দক্ষিণ এলাকায় বসবাসরত প্রবাসীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। শীতের তীব্রতা কমে আসার সাথে সাথে ঈদের প্রস্তুতি নিয়েছেন প্রবাসীরা।

আপনি কি কখনো শুনেছেন এই ২০২৬ এও মাত্র \$৫০ এ Tax file করা যায়?

বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তাহলে ভিজিট করুন www.UsBanglaServices.com

বাঙালি এই প্রতিষ্ঠানটি অভিজ্ঞ Account দিয়ে আপনার tax prepare করবে যাতে আপনি maximum tax refund পান।

SHURMA AGENCY INC.

SHURMA TAX SERVICES

সুরমা এজেন্সি

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

ইনকাম ট্যাক্স

- পারসোনাল ইনকাম ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- বিজনেস ইমিগ্রেশন
- এমপ্লয়মেন্ট ইমিগ্রেশন

631-805-1051

TD BANK এর উন্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়

37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ হামলা জোরদার, দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের আশঙ্কা

ইরানে যৌথ হামলা

বিশেষ প্রতিনিধি

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত আরও তীব্র আকার নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে সমন্বিত সামরিক অভিযান জোরদার করেছে। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, নৌবাহিনী ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করাই এই অভিযানের লক্ষ্য। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের পরিকল্পনা থাকলেও প্রয়োজন হলে আরও দীর্ঘ সময় অভিযান চালানো হবে।

ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলের সম্ভাব্য পদক্ষেপ এবং তার জবাবে ইরানের পাল্টা আঘাতের ঝুঁকি আগেই অনুমান করা হয়েছিল। তার ভাষ্য অনুযায়ী, আগাম আঘাত না হানলে মার্কিন বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি আরও বেশি হতে পারত। তিনি আরও দাবি করেন, ইরান ইউরোপ ও আঞ্চলিক মার্কিন ঘাটিতে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী ছিল এবং অচিরেই যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির পথে এগোচ্ছিল—যদিও এ দাবির পক্ষে তিনি প্রকাশ্যে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

সপ্তাহান্তে শুরু হওয়া বিমান অভিযানের পর সরকারের প্রথম ব্রিফিংয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান বিমানবাহিনীর জেনারেল ড্যান কেইন বলেন, এটি এক রাতের অভিযান নয়। তাদের মতে, সেন্টকমকে যে লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদি হবে, এবং অতিরিক্ত প্রাণহানির আশঙ্কাও



উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সাংবাদিকদের বলেন, ইসরায়েলের পদক্ষেপের পর ইরানের পক্ষ থেকে মার্কিন স্বার্থে হামলার সম্ভাবনা ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে আগাম আঘাতকে তারা কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা হিসেবে দেখেছেন।

মার্কিন প্রশাসনের দাবি, হামলার প্রাথমিক পর্যায়ে ইরানের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে স্থলবাহিনী মোতায়েনের সম্ভাবনাও পুরোপুরি নাকচ করা হচ্ছে না।

পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে আঞ্চলিক বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে বলে

জানা গেছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, এসব আঘাতে মার্কিন সেনাদের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

সংঘাত ইতোমধ্যে আঞ্চলিক মাত্রা পেয়েছে। লেবাননের ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এর জবাবে ইসরায়েল লেবাননের কয়েকটি এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারও অস্থির হয়ে উঠেছে। জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় তেলের দাম ওঠানামা করছে। বিশ্বজুড়ে বিমান চলাচলেও প্রভাব পড়েছে, বহু যাত্রী আটকা পড়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের

বিভিন্ন শহরে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি হয়েছে এবং বেসামরিক মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন, এই সামরিক অভিযানের পরবর্তী কৌশল কী হবে এবং সংঘাতের সমাপ্তি কিভাবে ঘটানো হবে—তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিশ্লেষকদের মতে, সুস্পষ্ট কূটনৈতিক রূপরেখা ছাড়া সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বহুগুণে বাড়তে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরো অঞ্চল অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। সামরিক লক্ষ্য অর্জনের ঘোষণা সত্ত্বেও যুদ্ধ কতদিন চলবে এবং শেষ পর্যন্ত এর রাজনৈতিক ফলাফল কী দাঁড়াবে—তা এখনো স্পষ্ট নয়।

মধ্যপ্রাচ্যের ১৫ দেশে মার্কিনদের অবিলম্বে দেশত্যাগের আহ্বান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। “গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি”র কথা উল্লেখ করে নাগরিকদের বাণিজ্যিক ফ্লাইট ব্যবহার করে যত দ্রুত সম্ভব দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে।

২ মার্চ সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কনস্যুলার অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সহকারী সচিব মোরাঃ নামদার বলেন, বিভাগটি নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ থেকে মার্কিনদের “এখনই প্রস্থান” করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রকাশিত নিরাপত্তা নোটিশে যেসব দেশের নাম রয়েছে সেগুলো হলো—বাহরাইন, মিশর, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীর, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন।

নোটিশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য সরকারি উদ্ধার অভিযানের জন্য অপেক্ষা না করে বাণিজ্যিক পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ থাকতেই দেশ ছাড়তে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সমন্বিত হামলার দুই দিন পর এই সতর্কতা জারি করা হয়।

সোমবার ইরানে টানা হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, এই সামরিক অভিযান কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে। জবাবে তেহরান ও তাদের মিত্ররা ইসরায়েল, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং জ্বালানি অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে পাল্টা হামলা

চালিয়েছে।

ক্রমবর্ধমান হামলার তীব্রতা, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই নিহত হওয়ার খবর এবং সুস্পষ্ট কোনো কূটনৈতিক প্রশ্নানপথ না থাকায় দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশ—বিশেষ করে দুবাই—এ গোলাবর্ষণের খবর পাওয়া গেছে। বিশ্বজুড়ে বিপুলসংখ্যক বিমানযাত্রী আটকা পড়েছেন, তেলের দাম বেড়েছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিরোধে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নিরাপত্তা ঝুঁকির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নোটিশে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সিরিয়া ও ইয়েমেনের মতো দীর্ঘদিনের সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে শুরু করে ইসরায়েল, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ অংশীদার দেশগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—যা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগের ইঙ্গিত দেয়।

বাণিজ্যিক ভ্রমণ সংক্রান্ত সহায়তার জন্য ২৪ ঘণ্টার হটলাইনে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরতরা ২০২-৫০১-৪৪৪৪ নম্বরে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অবস্থানকারীরা ৮৮৮-৪০৭-৪৭৪৭ নম্বরে ফোন করতে পারবেন।

এছাড়া বিদেশে থাকা মার্কিন নাগরিকদের ‘স্মার্ট ট্রাভেলার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রাম’-এ নিবন্ধনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিনামূল্যের সেবার মাধ্যমে নিরাপত্তা আপডেট পাওয়া যায় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দূতাবাস বা কনস্যুলেট সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে।

বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায় মার্কিন মেরিন সেনারা

করাচি কনস্যুলেট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের করাচিতে মার্কিন কনস্যুলেটে বিক্ষোভ চলাকালে মার্কিন মেরিন সেনারা সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। চলতি সপ্তাহে সংঘটিত এই সহিংসতায় অন্তত ১০ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। এই প্রথম কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বিক্ষোভকারীদের ওপর মার্কিন মেরিন সেনাদের সরাসরি গুলি চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হলো।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দূজন মার্কিন কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে মেরিন সেনাদের ছোড়া গুলিতেই কেউ হতাহত হয়েছে কি না, তা



এখনো স্পষ্ট নয়। এ ছাড়া ওই সময় মিশন রক্ষায় নিয়োজিত বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী বা স্থানীয় পুলিশ গুলি চালিয়েছিল কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন ও ইসরায়েলি যৌথ হামলায় নিহত হয়েছেন, এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা করাচি কনস্যুলেটের বাইরের নিরাপত্তা দেয়াল ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে।



Deram Matchmaker Inc.

A reliable matchmaking service to help you find your dream life partner, based in Bangladesh

Always dedicated to serving those living in the USA, Canada, and Australia.

Contact: Mr. Zilani
E-Mail: zilaninews2015@gmail.com
Cell: +1 518-822-7309



পাএ-পাএ চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংস্কার/সংস্কারী
যুক্ত প্যামার জন্য
একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস।
বাংলাদেশ, ইউএসএ,
কানাডা ও
অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের
সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1 (713)-900-6023



TAX PROFESSIONAL

SIDDIKUR RAHMAN

CELL: 929-248-0262



LIBERTY AVE TAX & MULTISERVICE INC

- Tax Preparation
- Tax Planning
- Business Tax
- TLC Insurance
- Business Insurance
- Immigration

516-247-6796, 646-500-1657, 929-428-0262

1088 Liberty Avenue, Suite 6
Brooklyn NY 11208



TAX PROFESSIONAL

NAFIZ I. CHOWDHURY

CELL: 646-500-1657



NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



CALL US NOW:

718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

দাম্পত্য ভাঙনের মর্মান্তিক পরিণতি

ওহায়ো রাজ্যে ছয় বছরের শিশুকে রেখে মায়ের আত্মহনন

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রবাসের মাটিতে আরেকটি সংসার ভেঙে গেল নিঃশব্দে। যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়ো অঙ্গরাজ্যের একরন শহরে দাম্পত্য কলহের জেরে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন মুদিগঞ্জের তরুণী মিতু, বয়স মাত্র সাতাশ। গত চব্বিশ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, নিজ বাসার বেসমেন্টে গলায় ফাঁস দিয়ে জীবন শেষ করেন তিনি। রেখে গেলেন ছয় বছরের একমাত্র কন্যা সন্তানকে—যে তখন স্কুলে, মায়ের অভ্যস্তই জীবনের সবচেয়ে বড় শূন্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

পরিবার-ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, ব্যবসায়ী স্বামী মাহবুবের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে মিতুর দাম্পত্য জীবনে গভীর অস্থিরতা তৈরি হয়। সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং দাম্পত্যবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ ঘিরে তাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল। মিতুর দাবি ছিল, তার স্বামী অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। ওই নারীও বিবাহিত বলে জানা গেছে। বিষয়টি স্থানীয় পরিচিত মহলে আলোচনার জন্ম দেয়; এমনকি



মিতু

সালিশ-বিচারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল।

ঘটনার দিন দুপুরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টেলিফোনে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর মিতু একাধিক স্বজনকে ফোন করে জানান, স্বামী তাঁকে ডিভোর্সের কাগজে স্বাক্ষর করতে বলেছেন। বিচ্ছেদের পর বাড়ির মালিকানা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি ফোভ প্রকাশ করেন। কথোপকথনের পর ভেঙে পড়েন তিনি। কিছুক্ষণ পর নেমে যান ঘরের বেসমেন্টে—সেখানেই ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত সেই মর্মান্তিক ঘটনা।

স্কুল থেকে ফিরে ছোট মেয়েটি আর মায়ের সাড়া পায়নি।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন তেমন কেউ নেই। মিতুর এক ভাই সপরিবারে অস্ট্রেলিয়ায় এবং দুই বোন ঢাকায় বসবাস করেন। প্রাথমিক তদন্ত শেষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মরদেহ স্বামীর কাছেই হস্তান্তর করেছে। একরনে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয়েছে এবং মরদেহ ঢাকায় পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

প্রবাস জীবনে দাম্পত্যবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ, অবিশ্বাস ও মানসিক দূরত্ব অনেক সময় এমন চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়—বলছেন কমিউনিটির অনেকে। একটি ভুল সিদ্ধান্ত, একটি ভাঙা বিশ্বাস, একটি অনিরাপদ সম্পর্ক—শেষ পর্যন্ত ভেঙে দেয় পুরো একটি পরিবারকে। মিতুর চলে যাওয়া শুধু একটি জীবনের অকালে বায়ে যাওয়া, একটি শিশুর ভবিষ্যৎ, একটি পরিবারের স্বপ্ন আর প্রবাসী সমাজের বিবেককে নাড়া দেওয়া এক বেদনাময় স্মৃতি হয়ে রইল।

মুক্তির পাঁচ দিন পর বাফেলোতে প্রায় অন্ধ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মরদেহ উদ্ধার

আরিয়ানা জামান

হিমশীতল বরফে জমাট নিউইয়র্কের রাস্তায় শেষ হলো ৫৬ বছর বয়সী প্রায় অন্ধ রোহিঙ্গা শরণার্থী নুরুল আমিন শাহ আলমের জীবন। নুরুল আমিন মুক্তির পাঁচ দিন পর তার মরদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে নেমে এসেছে শোক ও ফোভের ছায়া।

মিডিয়া প্রতিবেদনে জানা যায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র বর্ডার পোর্ট্রোল হেফাজত থেকে মুক্তির পর তাকে তার বাসা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটি টিম হটস কফিশপের কাছে নামিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় আপস্টেট নিউইয়র্কে তাপমাত্রা ছিল হিমাক্ষের নিচে। তার মুক্তির বিষয়ে পরিবারকে জানানো হয়নি। শাহ আলম প্রায় সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। তিনি ইংরেজি বলতে পারতেন না এবং কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে

জানতেন না। স্বজনদের দাবি, অপরিচিত এলাকায় একা চলাফেরা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পাঁচ দিন পর বাফেলোর ডাউনটাউন এলাকায় তার মরদেহ উদ্ধার করে কর্তৃপক্ষ। মৃত্যুর কারণ ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বাফেলোতে আশ্রয় নেন। ২০২৫ সালে হাটার সময় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লে তাকে প্রেস্তার করা হয় বলে জানা যায়। পুলিশ জানায়, নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে তার সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পেলেও তাকে বর্ডার পোর্ট্রোলার হেফাজতে নেওয়া হয় এবং প্রায় এক বছর ইরি কাউন্টি হোল্ডিং সেন্টারে আটক রাখা হয়। বাফেলোর লিগ্যাল এইড ব্যুরো তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতার দাবি জানিয়ে বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে মানবিকতা বিসর্জন না দিয়েই। নুরুল আমিন শাহ আলম তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। তদন্ত চলমান রয়েছে।



নুরুল আমিন

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।

আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিবন্ধিত বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস

We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432



৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি

Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert

সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুবায়ী

বাংলাদেশি
মহিলা ডাক্তার



ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি

Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)

সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা



ডাঃ আহমেদ কে আসলাম এম.ডি

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেল্প প্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকোজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হৃজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



কাজী অফিস
নিউইয়র্ক



MAULANA NAZRUL ISLAM

Khatib Masjid AR-Raiyyan

I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937

196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ইরানে হামলায় ট্রাম্পকে উসকানির অভিযোগ অস্বীকার সৌদির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের ওপর সামরিক হামলা চালানোর জন্য সৌদি আরব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্ররোচিত বা ‘লবিং’ করেছে বলে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে রিয়াদ। সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনকে ‘মিথ্যা’ বলে অভিহিত করেছে দেশটি।

ওয়ারিংটনে অবস্থিত সৌদি দূতাবাসের মুখপাত্র ফাহাদ নাজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানান, সৌদি আরব সব সময় তেহরানের সঙ্গে একটি নির্ভরযোগ্য চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য

কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে আসছে। তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের সব ধরনের যোগাযোগে কোনো সময়ই আমরা প্রেসিডেন্টকে বর্তমান নীতির বাইরে অন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করিনি।

সৌদি আরবের এই প্রতিক্রিয়া এসেছে মূলত মার্কিন প্রভাবশালী দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। ওই প্রতিবেদনে চারজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বরাত দিয়ে দাবি করা হয়েছিল, ইসরায়েল ও সৌদি আরবের কয়েক সপ্তাহের প্রচেষ্টার (লবিং) পরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো

ইরানের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো বড় ছমকির প্রমাণ পায়নি। তবে আঞ্চলিক মিত্রদের (ইসরায়েল ও সৌদি আরব) চাপের মুখেই সামরিক পদক্ষেপের দিকে ঝোঁকেন ট্রাম্প।

সৌদি আরবের বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, রিয়াদ দীর্ঘ সময় ধরে আঞ্চলিক উত্তেজনা নিরসনে সংলাপ

ও কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সরাসরি সামরিক সংঘাতের দিকে যাওয়ার কোনো প্ররোচনা তারা দেয়নি। বরং মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইরান সংশ্লিষ্ট বিরোধগুলোর রাজনৈতিক সমাধান এবং উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে।

পাত্র চাই

পাঁচশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যিক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২”, বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০২১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যিক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন । যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

FREE ESTIMATE

Licensed & Fully Insured

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরনের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে

Licensed & Background Check করা আছে।



বাসাবাড়ি, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)

- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767

md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন, লিভিং বেক ইয়ার্ড ও গার্ডি পার্কিং সহ মার্চ মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাস কিউ 77, কিউ 2, কিউ 110, ভাড়া, স্কুল, মসজিদ, প্রোসারি নিকটে \$2100
যোগাযোগ: 929-609-0120

1.3.26

বাসা ভাড়া

জামাইকা লেকউড এভিনিউ এবং ইনউড স্ট্রিট এ কিউ-40 ও কিউ-41 বাস স্টপের কাছে সুন্দর একটি প্রাইভেট হাউজে এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফাস্ট ফ্লোর: ৩ বেড, লিভিং, ২ বাথ, বিশাল কিচেন। সেকেন্ড ফ্লোর: ৩ বেড, লিভিং, ১ বাথ, কিচেন। থার্ড ফ্লোর এটিক: ২ বেড, লিভিং কাম কিচেন, ১ বাথ। বাসার অবস্থান: 107-43 Inwood St, Jamaica, NY 11435; যোগাযোগ: (718) 839-5812

4/2/26

ঢাকায় বাড়ি বিক্রি হবে

আমেরিকান এম্বাসির পূর্ব পাশে নতুন বাজার এলাকায় ৩ কাঠা জমির উপর ৬ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন ডুপ্লেক্স করা একটি বাড়ি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যোগাযোগ: 718-924-1763

4/2/26

ফুল টাইম বেবি সিটার আবশ্যিক

একজন অভিজ্ঞ বেবি সিটার লাগবে। বর্তমানে আমরা টেক্সাস (Texas, USA) পাশে থাকি। থাকা খাওয়া অন্তর্ভুক্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৬০৫ ৬৯১ ৬৩৫১ (605 691 6351)

৪/২/২৬

পার্টনার আবশ্যিক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যিক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন-আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রিনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ: rbprinceton@yahoo.com (732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সান্দ্র-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660
Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

১১১১১১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যিক। ডিভোর্সি হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যিক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যিক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ডা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের কাছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate

GET YOUR **INSURANCE**
FROM US WITH THE BEST RATE



NYC Office:

41-05 69th Street, Woodside, NY-11377

Phone: 718-567-5600

www.libertybkg.com



DMV EXPRESS SERVICE

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ★ NEW REGISTRATION & PLATE | ★ VEHICLE TRANSFER |
| ★ REGISTRATION RENEWAL | ★ SURRENDER PLATES |
| ★ DUPLICATE TITLE | ★ TLC NEW APPLICATION |
| ★ CUSTOM PLATES | ★ TLC PLATE RENEWAL |



CONTACT US

+1 718-504-7300

extchallenger@gmail.com

Our Location :

**41-05 69th Street
Woodside, NY 11377**



নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

মুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন পেশাজীবী, সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম ও কমিউনিটির সদস্যরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাঠানো বাণী পাঠ করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পরে তাদের আত্মার মাগফিরাত

কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। তিনি তার বক্তব্যে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত রচিত হয়, যা পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। তিনি ভাষা শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ সব শহীদ, ১৯৭১ সালের বীর শহীদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

কনসাল জেনারেল আরও বলেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির রাজনৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক

অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাতৃভাষায় কথা বলা, লেখা ও চর্চার অধিকার প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০০০ সাল থেকে তা বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রবাসীসহ দেশের সব নাগরিকের ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা পর্বে নিউইয়র্কপ্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দও বক্তব্য দেন। পরে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে এক সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।



CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন



ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

*Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)*



Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com



Save Yourself This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ADMITTED TO
PRACTICE
BEFORE THE IRS

ENROLLED
AGENT

Authorized
e-file
Provider

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax

- Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax
- Business Licenses and Setup
- Notary Public
- Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Immigration

Real Estate

Member of




184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট
পাবার জন্য আজই কল করুন



Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914



**PROHEALTH
HOMECARE**
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)

PROHEALTH HOMECARE

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117



ব্রহ্মসে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির ইফতার মাহফিল

শেখ শফিকুর রহমান

ব্রহ্মসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মীয় ভাবগান্ধীর মধ্য দিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

রোববার (১ মার্চ) সন্ধ্যায় ব্রহ্মসের স্ট্রলিন বাংলাবাজার এলাকায় অবস্থিত হাসান চায়নিজ রেস্টুরেন্টে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুলের সভাপতিত্বে এবং

সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, সহসভাপতি শফি উদ্দিন তালুকদার, সাবেক সহসভাপতি মনজুর চৌধুরী জগলুল, সাবেক কমিশনার আকবর আলী, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, সালেহ আহমেদ চৌধুরী, দেওয়ান মোস্তাক রাজা, সাবেক সভাপতি তেজাম্মল হোসেন ও জালাল চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন

সংগঠনের সহসভাপতি জাবেদ উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রহ্মসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, নজরুল ইসলাম, এমদাদ তরফদার, তানিম চৌধুরী, শাহীন আহমেদ ও রবিন আহমেদ।

দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন শাহজালাল জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল হান্নি।

ইফতার মাহফিলে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িত

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডিফেন্স সেক্রেটারি পিট হেগসেথ। বুধবার পেন্টাগনে যৌথ চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ডান কেইনের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ইরানের ওই অপারেটিভকে অভিযানের শুরু রিকেই খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়।

হেগসেথ বলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সরাসরি অভিযানের প্রধান লক্ষ্য না হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে সুযোগ পাওয়া মাত্রই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন, ইরান ট্রাম্পকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পই শেষ হাসি হাসলেন।

এর আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে পেনসিলভানিয়ার বাটলার শহরে দুই হাজার চকিশ সালের নির্বাচনী সমাবেশে গুলির ঘটনার ছবি প্রচার করে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল—এবার গুলি লক্ষ্যভেদ হতে না। ওই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ দাবি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পেন্টাগনের ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, অভিযানের প্রথম চার দিনেই ইরানের

সামরিক সক্ষমতায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে। জেনারেল কেইন বলেন, যুদ্ধের প্রথম দিনের তুলনায় ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ছিয়াশি শতাংশ কমেছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় তা আরও তেইশ শতাংশ কমেছে। একই সঙ্গে একমুখী আক্রমণ ড্রোন ব্যবহারের হার তিনাত্তর শতাংশ কমেছে বলেও তিনি জানান।

কেইন আরও বলেন, এখন পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। অভিযান প্রথমে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করে পরিচালিত হলেও এখন তা আরও নির্ভুল ও কাছাকাছি অবস্থান থেকে আঘাতে রূপ নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলি বিমানবাহিনী ইরানের আকাশসীমায় চলাচলের সক্ষমতা বাড়িয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

হেগসেথ বলেন, এক সপ্তাহের কম সময়ে ইরানের আকাশসীমার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, উৎপাদন স্থাপনা এবং নেতৃত্ব কার্যমোকে ক্রমাগত চাপে রাখা হচ্ছে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযানের লক্ষ্য কোনো দেশ দখল বা পুনর্গঠন নয়; বরং ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, নৌ ও পারমাণবিক সক্ষমতা ভেঙে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সামুদ্রিক ক্ষেত্রেও অগ্রগতির দাবি করেছে পেন্টাগন। কেইন বলেন, কৌশলগত সমুদ্রপথ খোলা রাখতে ইরানের বিশটির বেশি নৌযান ধ্বংস করা হয়েছে। একটি মার্কিন দ্রুতগতির সাবমেরিন মার্ক আটচল্লিশ টর্পেডো ব্যবহার করে একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়েছে। কর্মকর্তাদের দাবি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই প্রথমবার টর্পেডো হামলায় শত্রুপক্ষের কোনো যুদ্ধজাহাজ ডুবেছে।

অভিযানটি ফেব্রুয়ারির আটশ তিরিখে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের অধীনে শুরু হয়। প্রাথমিক হামলায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের প্রতিরক্ষা মজুত শক্তিশালী রয়েছে এবং আঞ্চলিক আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় আছে।

ওয়াশিংটনের ভাষ্য অনুযায়ী, ইরানের সামরিক অবকাঠামো ভেঙে দেওয়ার অভিযান দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত আঘাত আসতে পারে। তবে এই দাবির বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকার অফার করেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি

ঢাকা অফিস

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জুলাই সনদ বিবেচনায় রেখে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের মৌখিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ে আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “১২ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে। সেখানে সংসদ সদস্য হিসেবে আমরা যারা শপথ গ্রহণ করেছি, তারা সংসদ সদস্য হিসেবে যোগদান করব। এর বাইরে সংবিধান সংস্কার পরিষদ নামে সংবিধানে কিছু না থাকায় যারা সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন, জাতীয় সংসদে তারা সেই হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।”

বিএনপির এই নেতা বলেন, “এখন সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা মাঠে-ময়দানে হচ্ছে, সেটা একটা রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে তারা বলতে পারে, কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু অসংবিধানিক কোনো কিছু জাতীয় সংসদে উত্থাপন করতে পারি না।

রমজানের আবহে গোন্ডেন এইজ হোম

শেষ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হচ্ছে ইফতার ও দোয়া মাহফিল। এসব আয়োজনের মধ্যে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে গোন্ডেন এইজ হোম কেয়ার ও বাংলা ট্রাভেলসের ইফতার মাহফিল। ধর্মচর্চার পাশাপাশি দেশীয় খাবারের স্বাদ নিতে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মিলিত হতে এসব অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিপুলসংখ্যক মানুষ।

গোন্ডেন এইজ হোম কেয়ারের ইফতারে বাংলাদেশিদের মিলনমেলা প্রতিবারের মতো এবারও গোন্ডেন এইজ হোম কেয়ার আয়োজনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো ইফতার ও দোয়া মাহফিল। বৃহস্পতিবার গুলশান টেরেসে রমজানের পবিত্র মাস উদ্‌যাপনের এই মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, স্থানীয় নেতা, ব্যবসায়ী এবং পরিবার-পরিজনরা। রমজানের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার আবহে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক অনন্য পরিবেশ তৈরি করে।

গোন্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সিইও লায়ন শাহ নেওয়াজ বলেন, রমজান শুধু রাজা রাখার মাস নয়; এটি মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, মানবিকতা এবং পারস্পরিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার সময়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের আয়োজন কমিউনিটির মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সহযোগিতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ইফতারের আগে সর্গক্ষুণ্ণ ধর্মীয় আলোচনা ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে রমজানের তাৎপর্য, আত্মশুদ্ধি এবং সমাজে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্রধান থেকে ক্রিস্টি নয়েমের বিদায় নতুন প্রধান হচ্ছেন সিনেটর মার্কওয়েন মুলিন

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের প্রধানের পদ থেকে ক্রিস্টি নয়েমকে সরিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার পরিবর্তে ওকলাহোমা অঙ্গরাজ্যের রিপাবলিকান সিনেটর মার্কওয়েন মুলিনকে নতুন সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। আগামী ৩১ মার্চ থেকে মুলিন এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৫ মার্চ বৃহস্পতিবার এক ঘোষণায় ট্রাম্প বলেন, মার্কওয়েন মুলিন একজন অত্যন্ত সম্মানিত আইনপ্রণেতা এবং জননিরাপত্তা কর্মসূচি আরও শক্তিশালী করতে কাজ করবেন। ট্রাম্পের ভাষায়, তিনি প্রশাসনের “আমেরিকা ফার্স্ট” নীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

ক্রিস্টি নয়েমকে তবে প্রশাসন থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তাকে “দ্য শিল্ড অব দ্য আমেরিকাফ” নামে পশ্চিম গোলাধিভিত্তিক একটি নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা উদ্যোগের বিশেষ

দূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ডোরাল শহরে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

মার্কওয়েন মুলিন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সিনেটে যোগ দেওয়ার আগে তিনি প্রায় এক দশক প্রতিনিধি পরিষদে ওকলাহোমার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তিনি একজন সাবেক অপরাজিত পেশাদার মিল্লড মার্শাল আর্টস যোদ্ধা হিসেবেও পরিচিত।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, মার্কওয়েন মুলিন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র নেটিভ আমেরিকান সদস্য এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কাজ করে আসছেন।

নতুন দায়িত্বে মুলিন সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা, অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ ও মাদক পাচার দমন এবং দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

এইজ হোম

ইফতারের সময় সম্মিলিতভাবে দোয়া-মোনাজাতে অংশ নেন এবং নিজেদের পরিবার, কমিউনিটি ও দেশের কল্যাণ কামনা করেন।

ইফতার পর্বে অতিথিদের জন্য পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন দেশীয় ও স্থানীয় খাবার। অতিথিরা উষ্ণ আতিথেয়তা উপভোগ করেন এবং একে অপরের সঙ্গে আন্তরিক আলাপচারিতায় সময় কাটান। ফলে পুরো অনুষ্ঠানটি ধর্মীয় অনুপ্রেরণার পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনের এক সুন্দর মিলনমেলায় রূপ নেয়।

নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গোন্ডেন এইজ হোম কেয়ার একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সেবাদানকারী সংস্থা, যা মূলত বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের নিজ বাড়িতে পেশাদার নার্সিং এবং নন-মেডিকেল কেয়ার সেবা প্রদান করে। হোম হেলথ এইড, পারসোনাল কেয়ার এইড এবং বিভিন্ন থেরাপি সেবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির মানুষের পাশে রয়েছে।

বাংলা ট্রাভেলসের ইফতারে জমজমাট আয়োজনে নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ট্রাভেল এজেন্সি বাংলা ট্রাভেলস আয়োজন করে জমজমাট এক ইফতারের। রবিবার (১ মার্চ) সন্ধ্যায় গুলশান টেরেসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও বেলায়েত হোসাইন বেলাল। যিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে আসছেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের অনেক গ্রাহক আজকের দিনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত; তাদের সন্তানরাও এখন আমাদের গ্রাহক। আমি সবসময় চেষ্টা করি যাতে

সবাইকে সর্বোচ্চ মানের সেবা দেওয়া যায়। মানুষ যেন সন্তুষ্ট হয়, সেটাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

তিনি আরও জানান, বাংলা ট্রাভেলস বছরে প্রায় বিশ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা পরিচালনা করে। এটি প্রমাণ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারত উপমহাদেশের ট্রাভেল ব্যবসায় প্রায় নিরানব্বই শতাব্দির দখল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের হাতে, তবুও আমরা আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছি। এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের গ্রাহক, কর্মচারী ও পরিবারের সমর্থনে, যারা ছাড়া আমাদের সফলতা সম্ভব হতো না।

ইফতার মাহফিলে উপস্থিত প্রবাসীরা বলেন, বাংলা ট্রাভেলস আমাদের জন্য শুধুই একটি ট্রাভেল এজেন্সি নয়, বরং এটি একটি পরিবার। তাদের সার্ভিস অত্যন্ত মানসম্মত এবং সব সময় গ্রাহকদের সুবিধা করে প্রাধান্য দেয়। আমরা অনেক দেশে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু বাংলা ট্রাভেলসের টিকিট বুকিং এবং সার্ভিসের মান সত্যিই অনন্য। এখানে সবকিছুই প্রায় নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে। দিন-দিন তারা তাদের সার্ভিস এবং কার্যক্রমকে আরও প্রফেশনাল এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক করে তুলছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। পরে দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়। শেষ ভাগে বাংলা ট্রাভেলসের নিবেদিত কর্মীদের ফুল ও শুভেচ্ছা উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পরে ভোজের মাধ্যমে এই আয়োজন শেষ হয়। এতে কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষজন অংশগ্রহণ করেন।

শাপলা বিলের সমাধিসৌধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জৈন্তার রাজা বিজয় সিংহের সমাধি। এই বিলেই রাজারে হত্যা করা অইছে। ইতা বহু আগের ঘটনা।’

এ ঘটনার সত্যতা পেলাম ইমরান আহমদ সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও জৈন্তা ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মো. খায়রুল ইসলামের কাছে। তিনিও জানালেন, জৈন্তা রাজার রাজা বিজয় সিং বা কালু রাজার সমাধি এটি। রাজকন্যা কুড়ির অসম প্রেমের বলি রাজা বিজয় সিংহ। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে এই বিলের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় তাঁকে এবং সেখানেই সমাহিত করা হয়।

‘সিলেট গীতিকার’ ‘সোনা ধনের গীতে’ বিজয় সিংহের কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায় বলে জানালেন লেখক ও প্রকাশক সুফি সুফিয়ান। তিনি এ নিয়ে ‘জৈন্তেশ্বরী’ নামে একটি নাটকও লিখেছেন বলে জানালেন।

এডওয়ার্ড আলবার্ট গেষ্টের A History of Assam বইয়ে জৈন্তা রাজার বর্ণনায় জৈন্তায়ার রাজা বিজয় সিংহকে বিজয় নারায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

সৈয়দ মুর্তাজা আলীর লেখা হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস নামের বইয়ে পাওয়া যায় বিজয় সিংহের কথা। এখানে রাজাকে বিজয় নারায়ণ নামে উল্লেখ করে মুর্তাজা আলী লিখেছেন, ‘১৭৮২ সালে বিজয় নারায়ণ রাজা হন। এই সময় নরতিয়াদের দলইর (সর্দার) পুত্র লক্ষ্মী সিংহ অত্যন্ত প্রতাপশালী হন। তিনি প্রজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিজয় নারায়ণকে কেন্দ্রী বিল হাওরে হত্যা করে ১৭৮৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন।’

বলা হয়, শাপলা বিলের এই সমাধিমন্দির দ্বিতীয় রামসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। মোস্তাক আহমাদ দাঁনের লেখায় পাওয়া যায় বিজয় সিংহ এবং রাজবাড়ীর প্রেমকাহিনির কথা। শ্রীধর বানিয়ার লেখা ও রাজমোহন নাথ

সংগৃহীত ‘সোনা ধনের গীত’ একসময়কার বিপুল জনপ্রিয় গীতিক। আর তাতে লেখা আছে, মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ পাওয়া লক্ষ্মীকে পালানোর সুযোগ দেওয়ায় সোনোদন লক্ষরের বাবা খাধন লক্ষরকে রাজা বিজয় সিংহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু ঘটনাটুক্রে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয় বিজয় সিংহকে।

সেই সোনোদন লক্ষরের প্রাসাদও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কানাইঘাটের বড়চতুল গ্রামে। স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে প্রাচীন এই সমাধিসৌধ সংরক্ষণ করা অবশ্যই জরুরি। পাশাপাশি ইতিহাসের আরও গভীর তথ্য অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন। তাহলে প্রকৃতি উপভোগের পাশাপাশি জৈন্তার প্রত্ন-পুরাকীর্তির রাজ্য সম্পর্কেও নানা কিছু জানার সুযোগ পাবেন পর্যটকেরা।

সৌজন্যে: আজকের পত্রিকা

ARMAN CHOWDHURY, CPA

● INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN

● BUSINESS TAX RETURN

● NON-PROFIT TAX RETURN

● ACCOUNTING & BOOKKEEPING

● RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING

● TAX RESOLUTION SPECIALIST

● ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

স্প্যাম কল চক্রে প্রবাসী গ্রেপ্তার, মিলল বিপুল অর্থ ও স্বর্ণমুদ্রা

বাকেলো

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

নিউইয়র্কের বাকেলো শহরের এক প্রবাসীকে ঘিরে জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। সমন্বিত তদন্তের অংশ হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার আপস্টার কাউন্টি শেরিফের দপ্তর। পরিকল্পিত অর্থ গ্রহণ অভিযানের সময় ডেপুটিরা তাঁকে আটক করেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে।

শেরিফের দপ্তর জানায়, গত ২০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে জালিয়াতির অভিযোগ আসে। অভিযোগ পেয়ে শেরিফ কফম্যান ঘটনাস্থলে যান। তদন্তে উঠে আসে—প্রতারকরা নিজেদের নর্টন অ্যান্ডিভাইরাস সফটওয়্যারের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা দাবি করে, ভুক্তভোগী অনলাইনে অনুপযুক্ত সামগ্রীতে প্রবেশ করেছেন—যা পরে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়—এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অর্থ দাবি করা হয়।

বিষয়টি জানিয়ে শেরিফ কফম্যান ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের এক তদন্তকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চিফ ডেপুটি কেইনরকেও ঘটনাস্থলে ডাকা হয়।



নিয়ামত উল্লাহ

সন্দেহভাজনদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থ হস্তান্তরের পরিকল্পনা করে। নির্ধারিত স্থানে সার্জেন্ট গার্ডন অবস্থান নেন, আর শেরিফ কফম্যান ও চিফ ডেপুটি কেইনর কাছাকাছি থেকে নজরদারিতে থাকেন।

প্রথমে সময় পরিবর্তন করে সন্দেহভাজনরা ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় অর্থ নেওয়ার কথা জানায়। পরদিন সকালে আবারও অবস্থান নেয় ডেপুটিরা। নির্ধারিত সময়ে অর্থ সংগ্রহ করতে এলে কোনো ধরনের সংঘর্ষ ছাড়াই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়।

তল্লাশিতে তাঁর গাড়ি থেকে এক লাখ ত্রিশ হাজার ডলারের বেশি নগদ অর্থ, স্বর্ণমুদ্রা এবং একাধিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে

বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম নিয়ামত উল্লাহ উল্লাহ। তিনি নিউইয়র্কের বাকেলো শহরের বাসিন্দা। তাঁকে একাধিক ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত করে টাইগার্ট ভ্যালি আঞ্চলিক কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তিনি ৬ লাখ ৫০ হাজার ডলারের কেবল নগদ জামিনে আটক রয়েছেন।

আপস্টার কাউন্টি শেরিফের দপ্তর জানিয়েছে, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, এফবিআই এবং অভিভাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে বাকেলোতে অনুসন্ধান করে “প্রবাসী টিভি”র সাংবাদিক সোহেল মাহমুদ জানিয়েছেন, নিয়ামত উল্লাহর বাড়ি বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায়। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর প্রোফাইলে দেখা যায়, নিজেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে লেখা—“আল্লাহ আমার রব। মুহাম্মদ (সা.) আমার নবী। ইসলাম আমার ধর্ম। প্রিয় জায়াগা মক্কা, মদিনা।”

এমন পরিচয়ের একজন ব্যক্তি কীভাবে কথিত স্প্যাম কল জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন, কতদিন ধরে এই কার্যক্রম চলছিল—এসব প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে প্রবাসী মহলে। তদন্তের অগ্রগতির দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই।

কবি ও ছড়াকার ধনঞ্জয় সাহা পেলেন ‘এনএসজি-এদিন বর্ষসেরা পুরস্কার’

ডেস্ক রিপোর্ট

রাজধানী ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বঙ্গবন্ধু (আইসিসিবি) প্রাঙ্গণে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে কবি ও ছড়াকার ধনঞ্জয় সাহাকে ‘দৈনিক এদিন সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫’ প্রদান করা হয়েছে। নর্থ সাউথ গ্রুপ (এনএসজি) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে গত ২ ফেব্রুয়ারি প্রতিকৃতির উদ্বোধনী আয়োজনে তাকে এ বিশেষ সম্মাননা ও বর্ষসেরা পদক তুলে দেওয়া হয়। একই অনুষ্ঠানে গত এক বছরে সমাজে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ আরও কয়েকজন লেখক, সাংবাদিক, গবেষক ও শোভিত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদকে ভূষিত করা হয়।

ধনঞ্জয় সাহাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয় তার ছড়া ও কবিতার অভিনব সমন্বয়ের জন্য, যা সম্প্রতি প্রকাশিত ‘পাঁচ দশকের পায়তারা’ গ্রন্থে



কবি ও ছড়াকার ধনঞ্জয় সাহা

সৃজনশীল রূপ পেয়েছে। কলকাতা কবিতা একাডেমি—এর চেয়ারম্যান কবি সুবোধ সরকার এই নতুন ধারার লেখার নামকরণ করেছেন ‘ছড়াবিতা’।

বাঙালি জাতিসত্তার কবি ও বাংলা একাডেমি—এর সাবেক মহাপরিচালক

মুহম্মদ নুরুল হুদা এ সৃষ্টিশীল প্রয়াস সম্পর্কে বলেন, এই লেখাগুলো গতানুগতিক কবিতা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নমাত্রিক। গ্রন্থে সংকলিত স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও প্রবহমান গদ্যছন্দে রচিত কবিতাগুলোকে তিনি পরীক্ষামূলক ও অভিনব প্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, কবির এই ব্যতিক্রমী সৃজন পাঠকের হৃদয়ে নতুন দোলা সৃষ্টি করবে।

অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারায় ধনঞ্জয় সাহার পক্ষে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন প্রবীণ কবি ও ‘হেলাল গীতি’র প্রণেতা কবি নজমুল হেলাল। অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘ছড়াবিতা’ বাংলা সাহিত্যে একটি শক্তিশালী নতুন সংযোজন। তিনি কবি ধনঞ্জয় সাহার পক্ষ থেকে আয়োজক ও বিচারকমণ্ডলীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পারমাণবিক অস্ত্র বাড়াতে ফ্রান্স: মাথোঁ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাথোঁ ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর দেশ কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা বাড়াবে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শুরু হওয়া যুদ্ধের মধ্যে তিনি এমন ঘোষণা দিলেন।

সোমবার উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ইল লঁগ সামরিক ঘাঁটিতে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন। ‘ইল লঁগ’ ঘাঁটিটি ফ্রান্সের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্রবাহী সাবমেরিনগুলোর

আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।

ম্যাক্রোঁ জানান, বর্তমানে ফ্রান্সের পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা ৩০০—এর কম। তিনি এ সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যদিও কতটি নতুন ওয়ারহেড যোগ করা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। ১৯৯২ সালের পর এই প্রথম ফ্রান্স তাদের পারমাণবিক ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মাথোঁ বলেন, ইউরোপের নিরাপত্তা কাঠামোয় ফ্রান্সের পারমাণবিক প্রতিরোধ সক্ষমতার ভূমিকা স্পষ্ট করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া

হয়েছে। তাঁর মতে, বৈশ্বিক হুমকি বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় মিত্রদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাথোঁ আরও জানান, ফ্রান্স তাঁর পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম যুদ্ধবিমান মিত্র দেশগুলোতে সাময়িকভাবে মোতায়েনের অনুমতি দেবে। পাশাপাশি ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য যৌথভাবে ‘অতি দীর্ঘ-পাল্লার ক্ষেপণাস্র প্রকল্পে’ কাজ করবে, যা আঘাত হানার সক্ষমতায় গভীরতর সহযোগিতার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

জি.এম. আলম মান্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স

- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্ফ ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS E-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন

- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম ট্রাভেল এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

• Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449

E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamttravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিম্নলিখিত স্টেটের ফরেন ডিপার্টমেন্টের নিউইয়র্ক/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাকে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372

Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449

E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংস্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি

নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স

E2	EB3
L1A	EB5
SIJS	VAWA
POLITICAL ASYLUM	

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।

আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -

গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

Old Club Man Corporation

www.oldclubman.com



(212) 814-4068

16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

অন্তর্বর্তী সরকারের অভিজ্ঞতা: শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশ

রুস্তম আলী খোকন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় নিয়ে প্রায় ১৮ বছর পর ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আবারও মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেছে। নয়া সরকার দায়িত্ব নিয়েই মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরাকে তাদের প্রথম কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এমনটাই দেশবাসীকে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম। বাংলাদেশে ক্ষুধায় প্রাণ ওঠাগত এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এখন তিন কোটি ৬০ লাখ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ এখন দরিদ্র। বেকারত্ব, এনজিও ঋণের চাপে দরিদ্রদের কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে। সপরিবারে আত্মহত্যার নিম্নম চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে সংবাদমাধ্যমে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় রাজনীতি নিয়ে যত হইচই হয়েছে, অর্থনীতি নিয়ে তেমনটা হয়নি। সে সরকারের কাছে যে প্রত্যাশা ছিল, বাস্তবে ঘটেছে তার ঠিক উল্টো। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসেনি, বরং আগের বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে সাড়ে ৩ শতাংশেরও নিচে; তিন বছর আগেও যা ছিল গড়ে ৬ শতাংশ। কর্মসংস্থান সৃষ্টির বন্যায় দেশ ভেসে যাবে— এমন বক্তব্যের বিপরীতে কর্ম হারিয়ে বেকার হয়েছে ৩০ লাখ মানুষ। অথচ চাকরিতে বৈষম্য রোধ করে কর্মসংস্থান ইস্যু নিয়েই ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলন।

এ ধরনের গণঅভ্যুত্থান এর আগে শ্রীলঙ্কায় ঘটেছে। ২০২২ সালের এপ্রিল-মে মাসের সেই অভ্যুত্থানের পর শ্রীলঙ্কাতেও একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল। আমাদের পরে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নেপালেও গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে নেপালের কেপি ওলি শর্মার সরকার। সেখানেও একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা সংবিধান-সংসদ কিছুই ভাঙেনি। সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে নির্বাচন করেছে। স্বল্প পরিচিত এক বামপন্থি ও মধ্যবাম দল-



সংগঠনের জেটি ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার নেতা অনুভা কুমার দিশানায়েকে রাষ্ট্রপতি হয়ে চমকে দিয়েছেন গোটা দুনিয়াকে। দেশটির অন্তর্বর্তী সরকার আন্দোলন-পরবর্তী বিশৃঙ্খলাকারীদের দমন করেছে কঠোর হস্তে। মব ভায়োলেন্স নামে কোনো শব্দকে প্রশ্রয় দেননি বর্মীয়ান রাজনীতিবিদ রণিল বিক্রমাসিংহে। দিশানায়েকে রাষ্ট্রপতি হয়ে পৃথিবীতে রেকর্ড করা মুদ্রাস্ফীতি ৭০ শতাংশ থেকে নামিয়ে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে মাইনাস ৪ দশমিক ২ শতাংশে নামিয়ে এনে বিপরীত এক রেকর্ড সৃষ্টি করে চমকে দিয়েছেন পৃথিবীকে।

নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি ১২ সেপ্টেম্বর ক্ষমতা নিয়েই

বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রীর পথ অনেকটাই কণ্টকপূর্ণ। শ্রীলঙ্কার রাজাপাকসের সরকারের সঙ্গে শেখ হাসিনা সরকারের অনেক মিল ছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এমনভাবে কাজ করেছে, যা শ্রীলঙ্কার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নেতার সংকট মোকাবিলার কাজ সহজ করেছে।

আন্দোলনের নামে যারা বিশৃঙ্খলা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৫ মার্চ

সেখানে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে। রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকে সই করা থেকে বিরত থাকছেন সুশীলা।

শ্রীলঙ্কায় রণিল বিক্রমাসিংহের অন্তর্বর্তী সরকার যে স্থিতিশীলতার ভিত্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে দিশানায়েকে শ্রীলঙ্কাকে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন। সুশীলা কার্কিও সেই পথে হটিছেন। ৫ মার্চের পর নেপালের নয়া নেতৃত্বও হয়তো শ্রীলঙ্কার মতোই সামনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করবেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার কী করেছে? দলটির নেতাদের আলোচনায় স্পষ্ট, নানা কৌশল করেই বিএনপি জোটকে

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আদায় করতে হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র হিসাব কষে জানিয়ে দিচ্ছে— ২০২৫ সালে মব ভায়োলেন্সে নিহত হয়েছে ১৯৭ জন। এর আগের বছরে এই সংখ্যা ছিল ১২৮। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছে ৩৮ জন। ২০২৫ সালে ৪০১ রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে ১০২ জন; আহত ৪৮৪৪ জন। ৩৮১ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে তিনজন নিহত এবং চারজনের মৃত্যু রহস্যজনক। সংস্থাটি জানিয়েছে, এ সময়ে একাধিকবার একাধিক স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা, হত্যা, বাড়িঘরে আগুন দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।

আগস্ট আন্দোলনের পরই মব জাট্টিস নামে এই বিশৃঙ্খলাকে সমর্থন জোগানো হয়েছে। আদতে যা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে দুর্বল করার একটি পদক্ষেপ মাত্র। মব ভায়োলেন্স এক ধরনের অপরাধও বটে।

স্পষ্টত, বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রীর পথ অনেকটাই কণ্টকপূর্ণ। শ্রীলঙ্কার রাজাপাকসের সরকারের সঙ্গে শেখ হাসিনা সরকারের অনেক মিল ছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এমনভাবে কাজ করেছে, যা শ্রীলঙ্কার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নেতার সংকট মোকাবিলার কাজ সহজ করেছে। যেমনভাবে কাজ করছেন নেপালের সুশীলা কার্কি নেপালের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য। তারেক রহমান অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন। দিশানায়েকের দেশে সংবিধান, সংস্কার, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, স্বাধিকার নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার টু শব্দটি করেনি। এখন দেখার পালা— অভিজ্ঞতাবিহীন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি দিশানায়েকের মতো অভিজ্ঞতাবিহীন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সতি সফল হতে পারেন কিনা। “সবার আগে বাংলাদেশ”— এ স্লোগান বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য, নাকি মুষ্টিমেয় ধনিক আমলা শ্রেণির জন্য?

কলাম লেখক ও সংগঠক

খামেনির ‘শাহাদাত’ মধ্যপ্রাচ্যকে আরও অস্থিতিশীল করবে

বাকির সাজ্জাদ সৈয়দ

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সমন্বিত বিমান হামলায় নিহত হন। তাঁর হত্যাকাণ্ড কেবল ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জন্যই নয়, সমগ্র পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের জন্যও ঐতিহাসিক মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া একটি ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে এমন এক ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ইরানের রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় কাঠামোর শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন। তবে যারা মনে করছেন, এর ফলে ইরানের শাসন ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক ভেঙে পড়বে; তারা দেশটির কাঠামো ও ইতিহাস উভয়ই ভুলভাবে মূল্যায়ন করছেন।

আয়াতুল্লাহ খামেনি কেবল রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না। সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে তিনি পররাষ্ট্রনীতি, সশস্ত্র বাহিনী এবং বিপ্লবের নীতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। মারজায়ে তাকলিদ হিসেবে তিনি শিষ্যদের মধ্যে এমন এক ধর্মীয় নেতা ছিলেন, যা ইরানের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। তাঁর মৃত্যু ব্যক্তিগত শূন্যতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতাও সৃষ্টি করেছে। ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, বিচার বিভাগের প্রধান এবং গার্ডিয়ান কাউন্সিলের একজন আলেম নিয়ে গঠিত একটি অন্তর্বর্তী পরিষদ নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

গার্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য ও জ্যেষ্ঠ আলেম আলি রেজা আরাকিকে ইরানে অন্তর্বর্তী সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ধারণা করা হয়েছিল, খামেনির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে পারেন আরাকি। প্রয়াত ইব্রাহিম রাইসি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আগে সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। অতীতের সংকটকালে খামেনি নীরবে তিনজন সম্ভাব্য উত্তরসূরি চিহ্নিত করেছিলেন বলে যে প্রতিবেদন রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় পূর্বপ্রশ্রুতি ছিল, যদিও নামগুলো প্রকাশ করা হয়নি।

টিকে থাকতে ইরানের গভীর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সর্বোচ্চ নেতার হত্যাকাণ্ডে ইরান নিশ্চয় শোকাহত, তবে এতে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। ইরানের শাসন ব্যবস্থা একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছে ধর্মীয় নেতৃত্ব, নিরাপত্তা বাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং ‘উহলিয়াতে ফকিহ ডকট্রিন’



তথা ইসলামী আইনজ্ঞদের অভিভাবকত্বের ওপর। ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে এ ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক গভীরতা রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থিতিশীলতার রক্ষক হোক বা প্রভাবশালী বাহিনী হিসেবে ভাঙন ঠেকানোই তাদের অগ্রাধিকার হবে।

তবে এর অর্থ এই নয়, কোনো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেবে না। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইতোমধ্যে সমাজে চাপ সৃষ্টি করেছে এবং সময়ে সময়ে অস্থিরতা উস্কে দিয়েছে। পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতাকে ঘিরে প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ে গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সামনে আসতে পারে। কঠোরপন্থি কেউ নির্বাচিত হলে আদর্শিক

কঠোরতা আরও জোরদার হতে পারে। তুলনামূলক মধ্যপন্থি আলেম নির্বাচিত হলেও পশ্চিমের প্রতি তাৎক্ষণিক নমনীয়তা প্রত্যাশিত নয়। কারণ অবরুদ্ধতার মুহূর্তে শাসন ব্যবস্থা সাধারণত আপস নয়, শক্তির প্রদর্শনকেই অগ্রাধিকার দেয়।

ইরানের নিজস্ব ইতিহাস হলো, দেশটি আগাম মৃত্যু ঘোষণার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে থাকে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র অতীতে আরও বিপজ্জনক মুহূর্ত অতিক্রম করেছে। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময়, যখন বিপ্লবের নতুন সময় ছিল তখন ইরান আগ্রাসন, কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং কঠোর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছিল। তারপরও পিছু হটার বদলে তারা বিপ্লবী উদ্দীপনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে সমাজকে সংগঠিত করে। তখন বাসিজ

আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির হত্যাকাণ্ড ইরানের বিপ্লবী ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি বটে। তবে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন কোনো অধ্যায়ের সূচনা করবে না, যা হামলার নির্দেশদাতাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং এটি অনিশ্চয়তার এক নতুন সময়ের সূচনা করেছে। ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র হতাহত হয়েছে, তবে দুর্বল নয়। যদিও এ অঞ্চল অস্থির ও আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠবে।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ইরান এবং অবরোধের মধ্যেও টিকে থাকার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের দুই বছর পরই ১৯৮১ সালে হাফতে তির বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। মুজাহিদিন ই খালকের সেই নৃশংস বোমা হামলায় সে সময় ইরানের ৭৪ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিহত হন। তাদের মধ্যে প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ বেহেশতি ও একাধিক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এটি ছিল নবীন বিপ্লবের হৃদয়ে আঘাত হানার চেষ্টা। তবুও ব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি; দ্রুত শূন্যপদ পূরণ করা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং উহলিয়াতে ফকিহ ডকট্রিন আরও সুসংহত হয়।

আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি হত্যাকাণ্ডের বাহ্যিক প্রভাব ইতোমধ্যে দৃশ্যমান। ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মাধ্যমে ইসরায়েল ও উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তাদের আঞ্চলিক মিত্র ও প্রক্সি নেটওয়ার্ক, যাকে প্রায়ই ‘অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স’ বলা হয়, যার মধ্যে লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের হুথিরা রয়েছে, তারাও তাদের সামর্থ্য অনুসারে হামলা জোরদার করতে পারে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যু শাহাদাত হিসেবে বিবেচিত হবে। শাহাদাত এমন এক বয়ান, যা ধর্মতত্ত্বে গভীর এক দ্যোতনা সৃষ্টি করে, যা ইরাক থেকে বাহরাইন এবং সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল তথা সারা পৃথিবী পর্যন্ত সমর্থকদের সংগঠিত করতে পারে। ইসরায়েল এই অভিযানের মাধ্যমে প্রধান

প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেও গভীর অনিশ্চয়তার সূচনা করেছে। খামেনি ইসরায়েলের কটর বিরোধী হলেও খুব কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। সংকটকালীন নেতৃত্ব চাপের সময়ে দৃঢ়তা প্রদর্শনের কারণে হয়তো কম সংঘাত হতে পারে। সে জন্য উপসাগর থেকে লেভান্ত অঞ্চল তথা সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডান পর্যন্ত বহুমুখী সংঘাতের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে।

ট্র্যাম্পের কৌশলগত জুয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই হত্যাকাণ্ডকে ‘ন্যায়বিচার’ এবং ইরানিদের জন্য দেশ পুনরুদ্ধারের সুযোগ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তবে ইতিহাস বলছে ভিন্ন কথা। স্থল অভিযান বা সুসংগঠিত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ছাড়া কেবল বিমান হামলা করে একটি দেশের বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করা বিরল ঘটনা। এতে বরং বহিরাগত হামলার কারণে স্বল্প মেয়াদে ক্ষমতাসীনদের আরও ঐক্যবদ্ধ করে এবং দেশের ভেতরের ভিন্নমত কমিয়ে আনে।

অতএব এই কৌশলগত পদক্ষেপ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যদি প্রতিশোধমূলক হামলা পশ্চিম এশিয়াভূভূে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত হানে, তবে ওয়াশিংটন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াই গভীরতর সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষয় হলে পাল্টাপাল্টি হামলা বৃহত্তর যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। অধিকন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্র টিকে গেলে তা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। নিকট ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যদিও নিরাপত্তার কারণে অবিস্বাসপ্রবণরূপে আবির্ভূত হতে পারে।

আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির হত্যাকাণ্ড ইরানের বিপ্লবী ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি বটে। তবে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন কোনো অধ্যায়ের সূচনা করবে না, যা হামলার নির্দেশদাতাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং এটি অনিশ্চয়তার এক নতুন সময়ের সূচনা করেছে। ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র হতাহত হয়েছে, তবে দুর্বল নয়। যদিও এ অঞ্চল অস্থির ও আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিশ্ব হয়তো শিগগিরই উপলব্ধি করবে, একজন মানুষকে সরিয়ে দেওয়া সংজ্ঞা হলেও তিনি যে ব্যবস্থাটি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন, তার রূপান্তর অনেক কঠিন।

ডনের বিদেশ ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সংবাদদাতা; ডন থেকে দৃষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর

ইরান: প্রশ্নগুলো সহজ, উত্তর এখনো অজানা

সূমন কায়সার

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে চোখ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যবস্তু ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে কি? হলে কী হবে সেই ইরানের চেহারা! মুহম্মুজ হামলার মুখে কতক্ষণ বা কত দিন টিকবে ইরানের প্রতিরোধ? তেহরানের পক্ষেইবা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাটিগুলোর আর কতটা ক্ষতি করা সম্ভব হবে। তবে প্রশ্নগুলো করা যেমন সহজ, উত্তর ততটাই কঠিন।

ইরান এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে, প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান এবং অভিভাবক পরিষদের একজন আইনজ্ঞ নিয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষ খামেনির মৃত্যুর পর অন্তর্বর্তীকালীন দেশ পরিচালনা করবে। ৮৮ জন জ্যেষ্ঠ ধর্মীয় নেতাকে নিয়ে গঠিত সংস্থা ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্ট’ এখন খামেনির উত্তরসূরি নিয়োগ করবে। সংবিধান অনুসারে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি করতে হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুগপৎ হামলার মুখে ক্রত এ পরিষদের সবাইকে একত্র করা কঠিন হতে পারে নিরাপত্তা সংকটের কারণে। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর দিন খামেনি নিজেও এভাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

ইরানের প্রভাবশালী বাহিনী ইসলামিক রেভলুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিস) সতর্ক করে বলেছে, তারা মার্কিন ঘাটি এবং ইসরায়েলে আরও আক্রমণ করবে। ‘দখল করা অঞ্চল এবং মার্কিন সন্ত্রাসী ঘাটির বিরুদ্ধে শিগগিরই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ‘ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী’ আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছে আইআরজিস।

ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে খামেনির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে দেওয়া বিবৃতিতে বলেছে, খামেনির ‘শাহাদাত’ হবে ‘নিপীড়কদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি বিদ্রোহের সূচনা’।

যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে তার পারমাণবিক কর্মসূচির শর্ত মেনে নিতে চাপ দিয়ে আসছিল। এই সপ্তাহে সর্বশেষ দফার আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হওয়ার পর ট্রাম্প সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দিচ্ছিলেন। তবে হামলার আগের দিনও তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি। এটা ট্রাম্পের সুপরিচিত ‘অস্থিরমতি’ আরেক নমুনা না নিছক কৌশল, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন তিনি



নিজে এবং তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারাই। ট্রাম্প ইরানি ধর্মীয় নেতার মৃত্যুর খবর জানানোর সময় এ-ও বলেন, ইরানের দায়িত্ব নেওয়ার মতো ‘ভালো প্রার্থী’ নামও তাঁর মাথায় রয়েছে।

খামেনির মৃত্যুর কথা জানিয়ে ট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট থেকে ধারণা হয়, তিনি ইতিমধ্যেই একে বড় জয় হিসেবে দেখছেন। আর চলতি অভিযান তুলনামূলকভাবে ক্রত শেষ হবে।

ট্রাম্প দীর্ঘ অভিযানের সম্ভাবনা উন্মুক্ত রাখলেও ‘সপ্তাহজুড়ে’ হামলার কথা উল্লেখ করেছেন। তাই মনে করা হচ্ছে এবারের হামলার মেয়াদ গত বছর ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলার (১২ দিন) চেয়ে কম হবে। ১৯৯১ সালে ইরাকে বা ১৯৯৯ সালে কসোভোতে চালানো মার্কিন বিমান হামলার চেয়ে অনেক কম হবে তো বটেই।

মার্কিন-ইসরায়েলি অভিযান এবং ইরানের পাল্টা অভিযান উভয়কে ঘিরে রয়েছে বিশাল অনিশ্চয়তা। বিশ্লেষকদের সামনে এখনো অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, যার সোজাসাপটা জবাব নেই। ট্রাম্প বারবার বলছেন, এটিকে তিনি ইরানি জনগণের জন্য দেশ ‘আবার দখলে নেওয়ার’ সুযোগ হিসেবে দেখছেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট করে বলেননি, ইরানের বর্তমান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পতন হলে ঠিক কে বা কারা দেশ পরিচালনা করবে। নির্বাসিত যুবরাজ রেজা শাহ পাহলভির পেছনে দেশের জনগণ ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীসহ

বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের যথেষ্ট সমর্থন আছে কি না, অতীতে ট্রাম্প তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ইরানের শেষ শাহর (রাজা) ছেলে রেজা পাহলভি ইতিমধ্যে খামেনির মৃত্যুকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বিদেশে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক সংঘাতের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন করেছেন ট্রাম্প। তাই ইরাকে হামলার কায়দার বামেলায় জড়ালে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও জনমতের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আইন অনুযায়ী, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না। ট্রাম্পের এ সামরিক অভিযান নিয়ে আইনপ্রণেতারা বিভক্ত। তাঁদের এ বিভক্তি মূলত দলীয় লাইনে। অর্থাৎ মূলত রিপাবলিকান দলের আইনপ্রণেতারা এই পক্ষে।

ইরান এখন মরিয়া পরিস্থিতিতে। বিশেষ করে খামেনির হত্যাকাণ্ড তার সামনে আর বিশেষ বিকল্প রাখেনি। গত বছর থেকে অব্যাহত ইসরায়েলি ও মার্কিন হামলায় দেশটির সামরিক সক্ষমতা অনেক কমেছে। কিন্তু এ কারণেই ধারণা করা হচ্ছে, তারা হয়তো অবশিষ্ট শক্তি দিয়েই আগের চেয়ে আরও প্রবল জোরে হামলা করবে। অন্য কিছুর পাশাপাশি নিশ্চয়ই এই আশঙ্কাও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কে রুবিওর সোমবারের ইসরায়েল সফর বাতিলের কারণ।

ইরানে হামলা করে সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক বিশাল বাজি

ধরেছেন। বাজিটা বড় এ জন্য যে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটলে সামনে কী হবে, সে সম্পর্কে ওয়াশিংটনের কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। পেন্টাগনের ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ নামের চলমান সামরিক হামলা যদি ব্যর্থ হয়, অথবা বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতের সূত্রপাত করে, তাহলে ট্রাম্পের নামে একটা ব্যর্থতার দাগ যেমন পড়বে, তেমনি নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শনিবার ভোরে ইরানে সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দেওয়ার সময় ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বুকিটা কত বড়। ‘আমেরিকান বীরদের হারাতে হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে বিশৃঙ্খলা বপনকারী এই শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটানোর জন্য কিছু মূল্য চোকাতে হবে’, বলেছিলেন ট্রাম্প।

বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পরিস্থিতি ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। নেভাল পোস্টগ্র্যাডুয়েট স্কুলের অধ্যাপক মোহাম্মদ হাফেজ বলেছেন, ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে এখনই সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালাতে হবে। সমস্যা হলো, স্থলসেনা না পাঠালে আপনি এটি করতে পারবেন না।

অঞ্চলজুড়ে মার্কিন মিত্রদের ওপর প্রতিশোধমূলক হামলা ইঙ্গিত দেয়, ইরান গত বছরের তুলনায় এবার আরও আক্রমণাত্মকভাবে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ হাফেজ

বলেছেন, ইরানি শাসকগোষ্ঠীর কৌশল হলো এমন একটি আঞ্চলিক সংঘাত সৃষ্টি করা, যা বিশ্ব অর্থনীতি এবং মার্কিন অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে। এটি ট্রাম্পের জন্য ভালো হবে না।

আটলান্টিক কাউন্সিল থিংক ট্যাংকের উপদেষ্টা হারলান উলমানও বলেছেন, তাঁর ধারণা যুক্তরাষ্ট্র খামেনিকে হত্যা করে বড় ভুল করেছে। ‘তিনি এখন একজন শহীদ’। আলী লারিজানি যদি এখনো বেঁচে থাকেন তবে তিনি একজন অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। তিনি সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। লারিজানি এক ভয়ংকর শত্রু হবেন, মূল্যায়ন করেছেন উলমান।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন— পারমাণবিক বিষয়ে চুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সামরিক চাপ নয়। আক্রমণের সময় থেকেও এটা স্পষ্ট, ওয়াশিংটন এবং তেল আবিব কয়েক সপ্তাহ আগেই এর পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছিল।

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু উভয়েই স্পষ্টতই ‘বিজয়’ ঘোষণার অপেক্ষায়। কিন্তু তারা আসলে তা অর্জন করতে পারবেন কি না, তা মোটেই স্পষ্ট নয়। গত জুনের ১২ দিনের যুদ্ধে ইরানের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ ছিল ধীর এবং তুলনায় মাপা। এবার ইরানের সশস্ত্র বাহিনী প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে। ইরানের পদক্ষেপের এই গতি ইঙ্গিত দেয়, তাদের প্রতিশোধমূলক পরিকল্পনা আগে থেকে প্রস্তুত করা ছিল।

ইরানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা এবং সামরিক কমান্ডাররা এ রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আসলে। এ ধরনের ভাবনার সূচনা গত বছরের জুনের ১২ দিনের যুদ্ধের সময় থেকেই। এর আগেও খবর পাওয়া গিয়েছিল, খামেনি যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বিশেষজ্ঞ পরিষদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছিল, খামেনি ‘তিনজন জ্যেষ্ঠ ধর্মগুরু’কে সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। খামেনির ছেলে মোজতবাসহ তাঁর জায়গা কে নিতে পারেন, তা নিয়ে তো বহু বছর ধরেই জল্পনা চলছে।

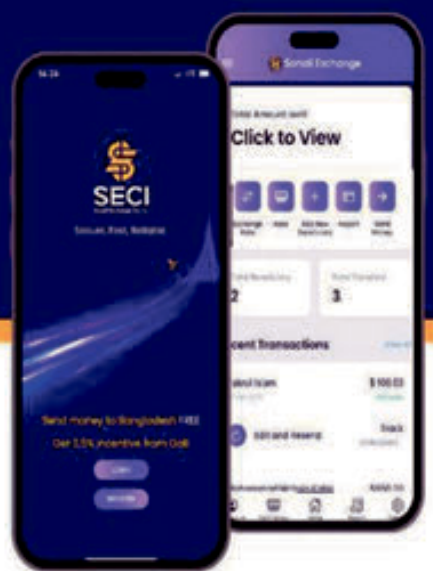
ইরানের পরিস্থিতি এখনো পরিবর্তনশীল। সংঘাতের পরিস্থিতি খুবই অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনকভাবে মোড় নিতে পারে। খামেনির পতনে ক্ষমতায় যে-ই আবির্ভূত হোক না কেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য একই থাকবে—এমন একটি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা, যা ধর্মীয় নেতাদের এবং এর শক্তিশালী নিরাপত্তা বাহিনীকে ক্ষমতায় রাখবে।



SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জ আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

**ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে**

Sonali Exchange Mobile App

**ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০**

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DfS NY, Df&I NJ, DfFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590			

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এখন বইছে প্রচণ্ড শৈত্যাগ্রবাহ। জানালার বাইরে তাকালেই চোখে পড়ছে মাইলের পর মাইল বরফের আস্তরণ। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থমকে গেলেও, স্বাস্থ্য সচেতনতায় কিন্তু বিরতি দেওয়া চলবে না। তাপমাত্রা যখন হিমাক্ষের নিচে নেমে যায়, তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, ত্বকের বিশেষ যত্ন এবং ঘরবন্দি শিশুদের চনমনে রাখাটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আজকের এই বিশেষ ফিচারে আমরা আলোচনা করব কীভাবে এই চরম আবহাওয়ার মধ্যেও আপনি এবং আপনার পরিবার ঘরে বসেই সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকতে পারেন।
ধন্যবাদান্তে: এইচ বি রিটা



রোজায় শরীর সুস্থ রাখতে আদর্শ খাদ্যতালিকা



নিউইয়র্কের আকাশ এখন ধূসর, বাইরে হিমাক্ষের নিচে তাপমাত্রা, আর তার মধ্যেই দরজায় কড়া নেড়েছে পবিত্র রমজান মাস। পবিত্র রমজান মাস আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি শরীরকে ডিটক্স করার একটি দারুণ সুযোগ। তবে নিউইয়র্কের মতো যান্ত্রিক শহর, যেখানে কাজের চাপ এবং সময়ের দ্রুত পরিবর্তন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে রোজা রেখে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তাই এবারের রমজানে আমাদের খাদ্যতালিকায় প্রয়োজন বিশেষ সতর্কতা ও সঠিক পুষ্টির পরিকল্পনা।

সেহরি: দীর্ঘস্থায়ী শক্তির প্রস্তুতি: সেহরি ও ইফতারের খাদ্যতালিকাই ঠিক করে দেবে আপনার সারাদিন কেমন কাটবে। সেহরিতে এমন খাবার বেছে নিন যা ধীরে ধীরে হজম হয় এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি দেয়। লাল চালের ভাত, ওটস, বা হোল-ছইট রুটি ভালো বিকল্প। সাথে পর্যাপ্ত প্রোটিন হিসেবে মাছ, মুরগির মাংস বা ডিম রাখুন। সেহরিতে এক বাটি দই খেলে তা সারাদিন পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে। যদি আপনার দুধে হজমের কোনো সমস্যা না থাকে তবে সেহরিতে এক বাটি গরম দুধ বা ওটস খেলে তা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে এবং ক্যালসিয়ামের জোগান দেয়।

সেহরিতে অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা ভাজাপোড়া খাবার খেলে তা হজম করতে শরীর থেকে প্রচুর জল শুষে নেয়, যার ফলে সারাদিন তীব্র তৃষ্ণা ও জলশূন্যতা তৈরি হয়। এছাড়া চর্বিযুক্ত খাবার পাকস্থলীতে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা থেকে সারাদিন বুক জ্বালাপোড়া ও টক ঢেকুরের মতো অস্বস্তি দেখা দেয়। তেলের কারণে শরীরে আলসার ও বিমুনি ভাব আসে এবং সেহরির পর কায়িক পরিশ্রম না হওয়ায় এই অতিরিক্ত ক্যালোরি দ্রুত মেদ হিসেবে জমা হয়ে ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই দীর্ঘ সময় সতেজ থাকতে তেলের বদলে আঁশযুক্ত ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেছে নেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ভালো।

ইফতার: শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করা: সারাদিন উপবাসের পর ইফতারে আমরা অনেকেই ভাজাপোড়া বা অতিরিক্ত তেলের খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়ি। কিন্তু তৈলাক্ত খাবার বুকজ্বালা এবং অ্যাসিডিটি বাড়াতে

পারে। ইফতার শুরু করুন সুমতি তরিকায় খেজুর দিয়ে। এতে থাকা প্রাকৃতিক চিনি ও পটাশিয়াম তাৎক্ষণিক শক্তি দেয়। দীর্ঘ সময়ের রোজায় শরীরে পটাশিয়ামের অভাব হতে পারে, যা খেজুর পূরণ করে। বেগুনি বা চপ খাওয়ার বদলে অঙ্কুরিত ছোলা, শসা এবং ফলের সালাদ বেশি করে খান। শীতকালে আমাদের তৃষ্ণা কম পায়, কিন্তু রোজা রেখে ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা এড়াতে সেহরিতে অন্তত দুই গ্লাস ইশদুঃ জল পান করুন। এটি হজম প্রক্রিয়াকেও সচল রাখে। চিকিৎসকদের মতে, একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত মোটামুটি ৮-১০ গ্লাস (প্রায় ২-২.৫ লিটার) জল বা তরল (সু্যপ, হারবাল চা, ফলের শরবত ইত্যাদি) ধীরে ধীরে

সেহরিতে অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা ভাজাপোড়া খাবার খেলে তা হজম করতে শরীর থেকে প্রচুর জল শুষে নেয়, যার ফলে সারাদিন তীব্র তৃষ্ণা ও জলশূন্যতা তৈরি হয়। এছাড়া চর্বিযুক্ত খাবার পাকস্থলীতে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা থেকে সারাদিন বুক জ্বালাপোড়া ও টক ঢেকুরের মতো অস্বস্তি দেখা দেয়।

ভাগ করে পান করাকে নিরাপদ ও বাস্তবসম্মত ধরা হয়।

সু্যপ ও ফলের উপকারিতা: ইফতারে এক বাটি গরম ভেজিটেবল সু্যপ বা চিকেন সু্যপ রাখুন। এটি শরীরকে ভেতর থেকে গরম করবে এবং পাকস্থলীকে পরবর্তী খাবারের জন্য প্রস্তুত করবে। লেবুর শরবত ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ঠিক রাখতে সাহায্য করে। তবে, লেবু একটি অত্যন্ত অ্যাসিডিক ফল। যাদের অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক আলসার -এর সমস্যা আছে, তাদের খালি পেটে লেবু

জল খেলে বুক জ্বালাপোড়া বেড়ে যেতে পারে। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড পাকস্থলীর আস্তরণে জ্বালা তৈরি করতে পারে। জল খাওয়ার পর যদি টক ঢেকুর ওঠে বা বুকে অস্বস্তি হয়, তবে এটি এড়িয়ে চলাই ভালো। সাথে আপেল সহজলভ্য, যা ভিটামিন-সি-র ভালো উৎস। ফলের সালাদে আপেল, কমলা, তরমুজ, ডালিম ইত্যাদি রাখতে পারেন-এসব ফলে প্রাকৃতিক চিনি, ভিটামিন ও পানি থাকে, যা দীর্ঘ সময়ের উপবাসের পর শরীরকে ধীরে ধীরে হাইড্রেট ও উজ্জীবিত করে। যাদের চায়ের অভ্যাস আছে, তারা ইফতারের পর এক কাপ আদা-চা মধু দিয়ে পান করতে পারেন, এটি গলা ও ফুসফুসের সংক্রমণ রুখতে সাহায্য করে।

রাতের খাবার ও জীবনযাত্রা: ইফতার ও সেহরির মাঝে রাতের খাবার হওয়া উচিত হালকা কিন্তু পুষ্টিকর। এক বাটি সবজি ঝিড়ি বা গ্রিলড চিকেন ও সালাদ হতে পারে আদর্শ ডিনার। আমরা যারা নিউইয়র্কে কাজ করি, তাদের অনেকেরই শারীরিক পরিশ্রম বেশি করতে হয়। রোজার মাসে কাজের ফাঁকে ছোট ছোট বিরতি নেওয়া জরুরি। সেহরির জন্য ঘুম ভেঙে যায় বলে অনেকের ঘুমের ঘাটতি হয়। চেষ্টা করুন রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে এবং সম্ভব হলে দুপুরে কিছু সময়ের জন্য একটি 'পাওয়ার ন্যাপ' নিন। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। রোজা রেখে ভারী ব্যায়াম করবেন না। ইফতারের ১-২ ঘণ্টা পর হালকা হাটাঘাটি করা হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী। যাদের উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের প্রবণতা আছে, এবং যারা নিয়মিত ওষুধ খান, তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধের সময়সূচি পরিবর্তন করে নেবেন। ইফতারে অতিরিক্ত মিষ্টি বা চিনিযুক্ত শরবত রন্ধে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই প্রাকৃতিক ফলের ওপর ভরসা রাখুন।

নিউইয়র্কের এই কঠোর শীতে সঠিক খাদ্যাভ্যাসই পারে আপনাকে একটি সুস্থ ও সুন্দর রমজান উপহার দিতে। তবে, অবশ্যই যদি আপনার স্বাস্থ্যজনিত কোনো রোগ বা সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে খাদ্য তালিকা বাছাই করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

রমজানে দীর্ঘমেয়াদী রোগের ওষুধ ব্যবস্থাপনা

রমজান মাসে ধর্মীয় অনুভূতির কারণে দীর্ঘসময় উপবাস পালন করতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত রোগীরা প্রায়ই ঔষধের সময়সূচী নিয়ে দ্বিধায় ভোগেন। অনেক রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ঔষধ বন্ধ রাখেন বা সময় পরিবর্তন করেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। নিচে রমজানে রোজা রেখে নিয়মিত ঔষধ ব্যবস্থাপনা এবং শারীরিক সুস্থতার নির্দেশিকা আলোচনা করা হলো:

- ঔষধের সময়সূচী পুনর্নির্ধারণ: রমজানে ঔষধ সেবনের প্রধান দুটি সময় হলো ইফতার (সূর্যাস্ত) এবং সেহরি (ভোররাত)। যদি কোনো ঔষধ দিনে একবার নিতে হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শে তা ইফতার বা সেহরিতে নেওয়া যায়। যেসব ঔষধ দিনে দুই বা তিনবার নিতে হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে 'সাসটেইনড রিলিজ' বা দীর্ঘক্ষণ কার্যকর থাকে এমন ফর্মুলা ব্যবহার করা যেতে পারে। চিকিৎসকের সাথে কথা বলে তিনবারের ডোজকে দুইবারে (ইফতার ও সেহরি) রূপান্তর করা সম্ভব কি না তা জেনে নিন। এবং আন্টিবায়োটিক বা ব্যথানাশক ঔষধের ক্ষেত্রে এমন ব্র্যান্ড বেছে নিন যা দিনে একবার সেবন করলেই চলে।
- বিকল্প মাধ্যম ও রোজা: অনেক সময় ভুল ধারণার কারণে রোগীরা প্রয়োজনীয় সেবা নেন না। মনে রাখা প্রয়োজন, সব ধরনের ঔষধ বা চিকিৎসায় রোজা ভাঙে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ মতে: রোজা রেখে চোখে ও কানে ড্রপ ব্যবহার করা যায়। ত্বকে ব্যবহারের অয়েন্টমেন্ট এবং টিকা-ইনজেকশন বা ইনসুলিন ব্যবহারে রোজা ভাঙবে না। কারণ এসব কোনোকিছু সরাসরি খাদ্যদানী অতিক্রম করে না। তবে ড্রপ নাক দিয়ে সরাসরি পাকস্থলীতে যাওয়ার

পথ আছে। তাই নাকে ড্রপ বা ওষুধ ব্যবহার করলে যদি তা গলায় বা পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়, তবে রোজা ভেঙে যাবে। ইনহেলার স্প্রে করার সময় যদিও ওষুধটি গ্যাসের মতো দেখায়, কিন্তু বাস্তবে এটি তরল ওষুধ। তাই মুখের ভেতরে স্প্রে করার কারণে রোজা ভেঙে যাবে। সেক্ষেত্রে নাকের ড্রপ ও ইনহেলার সেহরিতে ও ইফতার-দুই সময়ে ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই সেটা ডাক্তারের পরামর্শে।

- বিশেষ সতর্কতা: রমজান মাসে

সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতাই পারে একটি সুস্থ ও নিরাপদ রমজান নিশ্চিত করতে। তবে মনে রাখা দরকার যে, যদি এমন কোনো জটিল শারীরিক সঙ্কট থাকে যার কারণে চিকিৎসক আপনার জন্য রোজা পালন করাকে জীবন বা চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি বলে মনে করেন, তবে সেই পরামর্শ মেনে চলাই শ্রেয়।

দীর্ঘ সময় উপবাস থাকার ফলে শরীরে মেটাবলিক পরিবর্তন ঘটে, যা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত কমে যাওয়া (হাইপোগ্লাইসেমিয়া) বা ইফতারের পর অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে শর্করা বেড়ে যাওয়ার (হাইপারগ্লাইসেমিয়া) ঝুঁকি থাকে। যারা ইনসুলিন বা নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করেন, তাদের জন্য ওষুধের ডোজ সমন্বয় করা বাধ্যতামূলক।

এছাড়া পানিশূন্যতার কারণে রক্তচাপ কমে গিয়ে মাথা ঘোরা বা জ্ঞান হারানোর মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত পর্যাপ্ত পানি পান করে শরীরকে আর্দ্র রাখা এবং নিয়মিত বিরতিতে গ্লুকোমিটার দিয়ে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করা জরুরি।

যেকোনো দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য রমজানের প্রস্তুতি অন্তত এক মাস আগে থেকেই শুরু করা উচিত। এই সময়ের মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে একটি সুনির্দিষ্ট 'মেডিকেশন চার্ট' বা ঔষধের তালিকা তৈরি করে নিতে হবে। যেহেতু রোজা রাখলে ওষুধের সময় ও মাত্রায় পরিবর্তন আসে, তাই নিজের ইচ্ছামতো ঔষুধ বন্ধ করা বা পরিবর্তন করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেহরি ও ইফতারের খাদ্যতালিকা এবং ওষুধের সময়সূচী নির্ধারণ করলে জটিলতা ছাড়াই রোজা রাখা সম্ভব হয়। যাদের মাইগ্রেন আছে, তারা সেহরি বাদ দেবেন না। পর্যাপ্ত পানি পান করা এবং তীব্র রোদ এড়িয়ে চলা জরুরি। ব্যথার উদ্বেগ করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতাই পারে একটি সুস্থ ও নিরাপদ রমজান নিশ্চিত করতে। তবে মনে রাখা দরকার যে, যদি এমন কোনো জটিল শারীরিক সঙ্কট থাকে যার কারণে চিকিৎসক আপনার জন্য রোজা পালন করাকে জীবন বা চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি বলে মনে করেন, তবে সেই পরামর্শ মেনে চলাই শ্রেয়। ইসলামেও অসুস্থ অবস্থায় নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে ইবাদত করার পরিবর্তে শিথিলতা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, গুরুতর কিডনি রোগ বা হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রোজা রাখা অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই নিজের শারীরিক সক্ষমতা এবং রোগের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া জরুরি।

প্রার্থনা যেভাবে মানসিক স্বস্তি দেয়

আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের ইদুর-দৌড়ে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও মানসিক অবসাদ আমাদের নিত্যসঙ্গী। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, শরীরকে সুস্থ রাখতে যেমন পুষ্টিকর খাবার ও ব্যায়াম প্রয়োজন, তেমনি মনকে শান্ত ও রোগমুক্ত রাখতে

আধ্যাত্মিক সংযোগ বা প্রার্থনা অত্যন্ত কার্যকর।

প্রার্থনা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি নিজের অন্তরাছার সঙ্গে পরম করুণাময়ের গভীর সংলাপ-যা মানুষকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে। যাদের মনে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও ঐশ্বরিক সংযোগ মূল স্থান দখল করে, তাদের জন্য প্রার্থনা শান্তি, আত্মবিশ্বাস ও আশার অনুভূতি জাগায়। এটি দৈনন্দিন চাপ, উদ্বেগ কমিয়ে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

ইসলামে নামাজ ও দোয়া, হিন্দুধর্মে পূজা-ধ্যান, খ্রিস্টধর্মে প্রেরার কিংবা বৌদ্ধধর্মে মৈত্রীভাবনা-পদ্ধতি ভিন্ন হলেও মূল উদ্দেশ্য একই: উচ্চতর কোনো শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং মানসিক আশ্রয় খোঁজা। মূলত, হৃষ্টার সঙ্গে নিজের ভাষায় কথা বলা বা নীরব ধ্যানের মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি লাভই হলো প্রার্থনা।

- প্রার্থনা যেভাবে মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করে: প্রার্থনা মূলত মানুষকে মানসিক স্বস্তি দেয় যারা জীবনের কঠিন সময়ে দিশেহারা বোধ করেন। এটি তাদের জন্য যারা একাকিত্বে ভোগেন, কিংবা যারা অতিরিক্ত কাজের চাপে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তবে শুধু বিপদগ্রস্ত নয়, একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষও যদি নিয়মিত প্রার্থনায় অভ্যস্ত হন, তবে তার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক হয়ে ওঠে।
- দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ লাঘব: মানুষ যখন প্রার্থনা করে, তখন সে তার জীবনের সমস্ত ভার, ভয় এবং দুশ্চিন্তা একজন পরম শক্তিশালী সত্তার ওপর অর্পণ করে। এই 'অর্পণ করার মানসিকতা' বা সারোভার ভ্যালু মনের ওপর থেকে বিশাল এক বোঝা নামিয়ে দেয়। যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ অন্য কারো হাতে আছে যিনি পরম দয়ালু, তখন তার অহেতুক উদ্বেগ বা এনজাইটি কমতে শুরু করে।
- একাগ্রতা ও ধ্যানের কাজ করে: প্রার্থনার সময় আমরা বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর মনোযোগ দিই। এটি মস্তিষ্কের জন্য অনেকটা মেডিটেশন বা ধ্যানের মতো কাজ করে।



নিয়মিত প্রার্থনার ফলে মস্তিষ্কের কার্টসল হরমোনের (যাকে স্ট্রেস হরমোন বলা হয়) মাত্রা কমে যায় এবং এন্ডোরফিন হরমোনের নিঃসরণ বাড়ে। এর ফলে মন শান্ত হয় এবং মেজাজ ফুরফুরে থাকে।

- কৃতজ্ঞতাবোধ ও ইতিবাচকতা: প্রার্থনার একটি বড় অংশ হলো যা কিছু আমাদের আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মনোবিজ্ঞানের মতে, কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের ডিপ্রেশন বা বিষমতা কাটানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রতিদিন প্রার্থনার মাধ্যমে যখন আমরা ছোট ছোট প্রাপ্তির জন্য শুকরিয়া জানাই, তখন আমাদের অবচেতন মন ইতিবাচক চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এটি মানুষকে অভিযোগ করার মানসিকতা থেকে বের করে আনে।
- ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি: প্রার্থনা মানুষকে ধৈর্য ধরতে শেখায়। প্রার্থনার সময় যে স্থিরতা বজায় রাখতে হয়, তা আমাদের বাস্তব জীবনেও প্রতিফলিত হয়। এটি মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে হঠাৎ রাগ করা বা হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা কমে যায়। বিপদে ভেঙে না পড়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আত্মিক শক্তি জন্মায় প্রার্থনার মাধ্যমেই।

- একাকিত্ব দূরীকরণ ও সামাজিক বন্ধন: মানুষ যখন নির্জনে প্রার্থনা করে, সে অনুভব করে যে সে একা নয়; তার কথা শোনার মতো কেউ আছে। এই অনুভূতিটি একাকিত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। আবার যখন উপাসনা কেন্দ্রে গিয়ে দলগতভাবে প্রার্থনা করা হয়, তখন একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ে। এই সামাজিক সংহতি মানুষের মানসিক নিরাপত্তাবোধকে আরও দৃঢ় করে।
- গভীর ঘুম ও শারীরিক সুস্থতা: মানসিক প্রশান্তির সাথে ঘুমের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শোয়ার আগে প্রার্থনা করার অভ্যাস মনকে শান্ত করে, যা ইনসেমিনিয়া বা অনিদ্রা দূর করতে সাহায্য করে। আর ভালো ঘুম হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- বলা যায়, প্রার্থনা হলো আত্মার ব্যায়াম। এটি কোনো জাদুমন্ত্র নয়, বরং এটি নিয়মিত অভ্যাসের বিষয়। প্রতিদিন নিয়মিত বা অন্তত কিছু সময় পৃথিবীর বাবতীয় কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে প্রার্থনায় নিমগ্ন হওয়া উচিত। এই নীরবতা আর সমর্পণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত সুখ ও মানসিক দীর্ঘায়ু লাভের রহস্য।

কাহলিল জিবরান ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কবি, লেখক, দার্শনিক ও চিত্রশিল্পী-আধুনিক যুগের অন্যতম সৃজনশীল প্রতিভা হিসেবে যাঁকে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। তাঁর প্রকৃত আরবি নাম ছিল জিবরান খলিল জিবরান। তিনি ১৮৮৩ সালের ৬ জানুয়ারি লেবাননের পাহাড়ি গ্রাম ‘বিশাররী’-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ সালে, মাত্র ৪৮ বছর বয়সে, নিউ ইয়র্কে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

জিবরান তাঁর লেবানিজ ঐতিহ্য ও পশ্চিমা আধুনিকতার মধ্যে এক বিরল সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন। তাঁর আরবি ও ইংরেজি উভয় ভাষার সাহিত্যকর্মই আধ্যাত্মিক গভীরতা ও কাব্যিক সৌন্দর্যে অনন্য। তাঁর প্রকাশভঙ্গি সহজ ও প্রাঞ্জল হলেও, তাতে লুকিয়ে থাকে অন্তর্নিহিত দর্শন ও ভাবগান্ধীর্ষ্য। প্রচলিত ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তিনি মানবতা, প্রকৃতি ও চিরন্তন আধ্যাত্মিকতাকে মুখ্য করে তুলেছিলেন। তাঁর লেখনীতে প্রতিফলিত হয় জীবনের গভীরতম সত্য—যেখানে ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও আত্মিক মুক্তিই মানুষের অস্তিত্বের মূল নির্যাস।



বিশেষ করে তাঁর অমর সৃষ্টি ‘দ্য প্রফেট’ তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। ১৯২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থের প্রধান চরিত্র আল-মুস্তফা-একজন জ্ঞানী, মরমী ও আধ্যাত্মিক সত্তা, যিনি মানবজাতির চিরন্তন সত্য, ভালোবাসা এবং জ্ঞানের প্রতীক। অনেক গবেষকের মতে, এই চরিত্র জিবরানের নিজের আত্মপ্রতীকৃতি বা মানসপুত্র, যার মাধ্যমেই তাঁর জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে।

বারো বছর ধরে তিনি কাল্পনিক নগরী অর্ফালিস-এ বসবাস করেন এবং নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ জাহাজের অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে জাহাজ এলে চলে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে নগরের মানুষ তাকে বিভিন্ন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করেন: ভালোবাসা, দান, সন্তান, গৃহ, ন্যায়-অন্যায়, অপরাধ ও শাস্তি, শিক্ষাদান, ধর্ম ইত্যাদি। আল-মুস্তফার সেই উত্তরগুলোই রূপ নিয়েছে ২৬টি কাব্যিক প্রবন্ধে, যেখানে সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতাও আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। ‘দ্য প্রফেট’ এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় জিবরান মানুষের আত্মার মুক্তি, সম্পর্কের সৌন্দর্য এবং জীবনের শাশ্বত অনুসন্ধানকে ভাষা দিয়েছেন এক অতল কাব্যময়তায়।

এখানে আরো একটি চরিত্র-আলমিত্রা, যিনি ছিলেন অর্ফালিস নগরের একজন নারী ভাববাদী বা দৈবজ্ঞ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল-মুস্তাফার আধ্যাত্মিক শক্তিকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। আল-মুস্তাফা যখন বারো বছর অপেক্ষা করার পর তাঁর জাহাজে চড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হন, তখন আলমিত্রাই প্রথম তাঁর কাছে এগিয়ে আসেন। তিনি আল-মুস্তাফাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি যাত্রা কিছুটা বিলম্বিত করেন এবং "জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, সে বিষয়ে কিছু বলেন।" দার্শনিক দিক থেকে বিচার করলে, আল-মুস্তাফা যদি হন 'পরমাত্মা' বা 'জ্ঞান', তবে আলমিত্রা হলেন 'বিশ্বাস' বা 'হৃদয়'।

বিশ্বসাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদটি যুগের পর যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে আসছে। জিবরানের সেই গভীর জীবনদর্শন ও কাব্যিক সূষমাকে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে এই সংকলনে 'দ্য প্রফেট' থেকে নির্বাচিত কিছু উল্লেখযোগ্য অংশের ভাষান্তর করেছেন আমাদের সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি। একই সাথে তাঁর 'দ্য ম্যাডম্যান'(১৯১৮) নামক গ্রন্থ থেকে এসেছে 'ডিফিট' কবিতাটি। এটি ছিল ইংরেজিতে লেখা জিবরানের প্রথম প্রকাশিত বই। এই বইটির মাধ্যমেই তিনি পশ্চিমা পাঠকদের কাছে একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বিশেষ করে 'ডিফিট' কবিতাটিতে তিনি পরাজয়কে যেভাবে জীবনের এক নতুন শক্তি এবং একাকিত্বের সঙ্গী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, তা সত্যিই অনন্য। এখানে পাঠকদের জন্য সেই অনুবাদগুলোর একটি বিশেষ অংশ উপস্থাপন করা হলো। আশা করি, এই ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে পাঠক জিবরানের সেই অমিয় বাণী ও মরমী দর্শনের এক অনন্য আশ্বাদ পাবেন।
ধন্যবাদান্তে-**এইচ বি রিতা**

প্রেম (On Love)

অনুবাদ: তমিজ উদ্দীন লোদী

তারপর আলমিত্রা বলল, আমাদের প্রেম সম্পর্কে বলো। তখন তিনি মাথা তুলে লোকদের দিকে তাকালেন, এবং তাদের মাঝে নেমে এল এক নীরবতা। তারপর উচ্চকণ্ঠে বললেন:

যখন প্রেম তোমাকে ডাকে, অনুসরণ করো তাকে, যদিও তার পথ কঠিন ও দুর্গম। আর যখন তার ডানা তোমাকে আচ্ছন্ন করে, তখন আত্মসমর্পণ করো তাকে, যদিও তার পালকের আড়ালে লুকানো তলোয়ার তোমাকে আহত করতে পারে। আর যখন সে তোমার সাথে কথা বলে, তখন বিশ্বাস করো তাকে, যদিও তার কর্তৃধর তোমার স্বপ্নগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে, যেমন উত্তরীয় বাতাস উদ্যানকে ধ্বংস করে।

কারণ প্রেম যেমন তোমাকে মুকুটে ভূষিত করে, তেমনি সে তোমাকে শূলেও চড়ায়। যেমন সে তোমার বুদ্ধির জন্য, তেমনি সে তোমার ছাঁটাইয়ের জন্যও। যেমন সে তোমার উচ্চতায় আরোহণ করে এবং সূর্যে কাঁপতে থাকা তোমার কোমল শাখাগুলিকে আদর করে, তেমনই সে তোমার শিকড় পর্যন্ত নেমে যাবে এবং পৃথিবীর সাথে তাদের সংযুক্তি নাড়িয়ে দেবে।

সে তোমাকে শস্যের আঁটির মতো নিজের কাছে সংগ্রহ করে। সে তোমাকে মাড়াই করে উলঙ্গ করে। সে তোমাকে ঝাড়ে তোমার খোসা থেকে মুক্ত করতে। সে তোমাকে পিষে শুভ্র করে। সে তোমাকে মাখে যতক্ষণ না তুমি নমনীয় হও; এবং তারপর সে তোমাকে তার পবিত্র অগ্নিতে নিয়োজিত করে, যাতে তুমি স্রষ্টার পবিত্র ভোজের জন্য পবিত্র রুটিতে পরিণত হতে পারো।

প্রেম তোমার সাথে এই সকল কাজ করে, যাতে তুমি তোমার হৃদয়ের গোপন রহস্য জানতে পারো, এবং সেই জ্ঞানে তুমি জীবনের হৃদয়ের একটি অংশ হয়ে উঠতে পারো। কিন্তু যদি তুমি ভয়ে শুধু প্রেমের শান্তি ও প্রেমের আনন্দই খোঁজো, তবে তোমার পক্ষে ভালো যে তুমি তোমার নগ্নতা আবৃত করে প্রেমের মাড়ইখানা থেকে বেরিয়ে যাও, ঋতুহীন জগতে, যেখানে তুমি হাসবে, কিন্তু তোমার সব হাসি দিয়ে নয়, এবং কাঁদবে, কিন্তু তোমার সব অশ্রু দিয়ে নয়।

প্রেম শুধু নিজেকেই দেয় এবং শুধু নিজের কাছ থেকেই নেয়।

প্রেম কারো অধিকার করে না, আর কারো দ্বারা অধিকৃত হতেও চায় না; কারণ প্রেম প্রেমের জন্যেই যথেষ্ট।

যখন তুমি প্রেম করো, তখন তোমার বলা উচিত নয়, "স্রষ্টা আমার হৃদয়ে আছেন," বরং বলা উচিত, "আমি স্রষ্টার হৃদয়ে আছি।" আর মনে করো না যে তুমি প্রেমের গতিপথ নির্দেশ করতে পারো, কারণ প্রেম, যদি সে তোমাকে যোগ্য মনে করে, তাহলে সে-ই তোমার গতিপথ নির্দেশ করে।

প্রেমের নিজেকে পূর্ণ করা ছাড়া অন্য কোনো কামনা নেই। কিন্তু যদি তুমি প্রেম করো এবং অবশ্যই কামনা রাখতে চাও, তবে এইগুলো হোক তোমার কামনা: গলে যাওয়া এবং প্রবাহিত স্রোতের মতো হওয়া যে রাতে তার সুর গেয়ে চলে। অতিরিক্ত কোমলতার ব্যথা অনুভব করা। প্রেম সম্পর্কে তোমার নিজের বোঝার দ্বারাই আহত হওয়া; এবং স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সাথে রক্তপাত করা। ভোরবেলা পক্ষবিশিষ্ট হৃদয়ে জেগে ওঠা এবং আরেকটি প্রেমের দিনের জন্য ধন্যবাদ জানানো; দুপুরের বিশ্রামে প্রেমের পরমানন্দ নিয়ে ধ্যান করা; সন্ধ্যায় কৃতজ্ঞতা নিয়ে গৃহে ফিরে আসা; এবং তারপর তোমার হৃদয়ে প্রিয়জনের জন্য একটি প্রার্থনা ও চোঁটে শ্ববগান নিয়ে ঘুমানো।



বৃহস্পতিবার (Thursday), ৫ মার্চ ২০২৬

পরাজয় (Defeat)

ভাষান্তর: খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

পরাজয়, আমার পরাজয়, আমার নিঃসঙ্গতা, এবং আমার উদাসীনতা; তুমি আমার কাছে হাজার সাফল্যের চেয়েও বেশি প্রিয়, এবং আমার হৃদয়ে তাবৎ বিশ্ব-গৌরবের চেয়েও বেশি মধুর আদরণীয়।
পরাজয়, আমার ব্যর্থতা, আমার নিজস্ব জ্ঞান ও আমার স্পর্ধা, তোমাকে দিয়েই আমি জানি যে এখনো তরুণ ও ক্ষিপ্র আমি পদচালনায় এবং স্নান খ্যাতির ফাঁদে আটকে পড়ার পাত্র নই। এবং তোমার মাঝেই আমার একাকিত্ব খুঁজে পেয়েছি আমি এবং পরিত্যক্ত ও নিন্দিত হওয়ার আনন্দও দেখেছি আমি।
পরাজয়, আমার হেরে যাওয়া, আমার চকচকে তলোয়ার ও ঢাল, পাঠ করেছে আমি চোখে তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়াই হল দাসত্বে বন্দী হওয়া, এবং বুঝে নেয়ার অর্থ হলো নিজেকে ছোটো করা, এবং উপলব্ধি করা হলো পৌঁছে যাওয়া নিজের পরিপূর্ণতায় এবং একটি পাকা ফলের মতো ভক্ষিত হওয়ার জন্যই যে পতিত হয়।
পরাজয়, আমার পরাভব, আমার দুর্দান্ত সঙ্গী, তুমি আমার গান এবং আমার সমস্ত কান্না ও আমার নীরবতা শুনবেই, এবং ডানা ঝাপটে উড়াল দেওয়ার কথা আমাকে বলবেই শুধু তুমি, এবং সমুদ্রের আহ্বান, এবং যে পাহাড়গুলো রাতে জ্বলে তাদের কথা বলবেই, এবং তুমি একা আমার খাড়া ও পাথুরে আত্মায় আরোহণ করবেই।

পরাজয়, আমার হার মানা, আমার অমর সাহস, তুমি এবং আমি মিলে ঝড়ের সাথে হাসবো এবং আমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যারা সকলের জন্য কবর খুঁড়বো একসাথে আমরা, আর আমরা একটি অভিপ্রায় নিয়ে সূর্যের নীচে দাঁড়াবো-
পরাজয়, আমার হার মানা, আমার অমর সাহস, তুমি এবং আমি মিলে ঝড়ের সাথে হাসবো এবং আমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যারা সকলের জন্য কবর খুঁড়বো একসাথে আমরা, আর আমরা একটি অভিপ্রায় নিয়ে সূর্যের নীচে দাঁড়াবো-

পরাজয়, আমার হার মানা, আমার অমর সাহস, তুমি এবং আমি মিলে ঝড়ের সাথে হাসবো এবং আমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যারা সকলের জন্য কবর খুঁড়বো একসাথে আমরা, আর আমরা একটি অভিপ্রায় নিয়ে সূর্যের নীচে দাঁড়াবো-
পরাজয়, আমার হার মানা, আমার অমর সাহস, তুমি এবং আমি মিলে ঝড়ের সাথে হাসবো এবং আমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যারা সকলের জন্য কবর খুঁড়বো একসাথে আমরা, আর আমরা একটি অভিপ্রায় নিয়ে সূর্যের নীচে দাঁড়াবো-

পরাজয়, আমার হার মানা, আমার অমর সাহস, তুমি এবং আমি মিলে ঝড়ের সাথে হাসবো এবং আমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যারা সকলের জন্য কবর খুঁড়বো একসাথে আমরা, আর আমরা একটি অভিপ্রায় নিয়ে সূর্যের নীচে দাঁড়াবো-
পরাজয়, আমার হার মানা, আমার অমর সাহস, তুমি এবং আমি মিলে ঝড়ের সাথে হাসবো এবং আমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যারা সকলের জন্য কবর খুঁড়বো একসাথে আমরা, আর আমরা একটি অভিপ্রায় নিয়ে সূর্যের নীচে দাঁড়াবো-

প্রসঙ্গ আত্মজ্ঞান (On Self-knowledge)

অনুবাদ: সাকিব জামাল

অতঃপর একজন, জানতে চাইলেন আত্মজ্ঞান প্রসঙ্গে।
জবাবে, কবি বললেন,

দিন কিংবা রাতের নিগূঢ় রহস্যসমস্ত জানে তোমার হৃদয়, অজান্তেই, নিভূতে।
তবুও তার প্রতিধ্বনি শোনবার জন্য তৃষণার্ত থাকে তোমাদের কর্ণযুগল। শব্দের শিংকারে তুমি শুনতে চাও তোমার ভাবনার প্রতিরূপ কথার বন্ধনীতে।

তোমরা স্বপ্নের নগ্ন দেহ ছুঁয়ে দেখতে পারো তোমাদের কোমল অঙুলের স্পর্শে।
এবং এটা চমৎকার! করো!

অন্তরপুরে তোমার ছোট ছোট নদী উদ্ভাসিত করো, আর ছুটে চলো সাগরের কাছে স্রোতের কলতানে।

সীমাহীন সম্পদ উন্মোচিত হবে তখন যতো ঐশ্বর্য আছে হৃদয়ে গোপন।
তবে এই ঐশ্বর্য পরিমাপ করতে যেও না কখনও, কোনভাবে। আত্মজ্ঞানের গভীরতা পরিমাপযোগ্য নয়, যেন সমুদ্র, জানে না তার গভীরতা ও পরিধি!

সমস্ত সত্য খুঁজে পেয়েছি, বলো না একথা বরং বলতে পারো সত্যের একটি সন্ধান পেয়েছি মাত্র।
বলো না, খুঁজে পেয়েছি, পথ! বরং এ কেবল চলার পথে আত্মার সাক্ষাৎ।
আত্মারা মেশে সকল পথে অন্তরপুরে।

তার চলা কোন নির্দিষ্ট রেখায় নয়, নয় কোন নির্দিষ্ট নিয়মে।
পদ্মফুলের অজস্র পাপড়ির মতো ফুটে থাকে আত্মজ্ঞান।

বারো বছর ধরে তিনি কাল্পনিক নগরী অর্ফালিস-এ বসবাস করেন এবং নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ জাহাজের অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে জাহাজ এলে চলে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে নগরের মানুষ তাকে বিভিন্ন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করেন: ভালোবাসা, দান, সন্তান, গৃহ, ন্যায়-অন্যায়, অপরাধ ও শাস্তি, শিক্ষাদান, ধর্ম ইত্যাদি। আল-মুস্তফার সেই উত্তরগুলোই রূপ নিয়েছে ২৬টি কাব্যিক প্রবন্ধে, যেখানে সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতাও আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। ‘দ্য প্রফেট’ এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় জিবরান মানুষের আত্মার মুক্তি, সম্পর্কের সৌন্দর্য এবং জীবনের শাশ্বত অনুসন্ধানকে ভাষা দিয়েছেন এক অতল কাব্যময়তায়।
এখানে আরো একটি চরিত্র-আলমিত্রা, যিনি ছিলেন অর্ফালিস নগরের একজন নারী ভাববাদী বা দৈবজ্ঞ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল-মুস্তাফার আধ্যাত্মিক শক্তিকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। আল-মুস্তাফা যখন বারো বছর অপেক্ষা করার পর তাঁর জাহাজে চড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হন, তখন আলমিত্রাই প্রথম তাঁর কাছে এগিয়ে আসেন। তিনি আল-মুস্তাফাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি যাত্রা কিছুটা বিলম্বিত করেন এবং "জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, সে বিষয়ে কিছু বলেন।" দার্শনিক দিক থেকে বিচার করলে, আল-মুস্তাফা যদি হন 'পরমাত্মা' বা 'জ্ঞান', তবে আলমিত্রা হলেন 'বিশ্বাস' বা 'হৃদয়'।

বিশ্বসাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদটি যুগের পর যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে আসছে। জিবরানের সেই গভীর জীবনদর্শন ও কাব্যিক সূষমাকে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে এই সংকলনে 'দ্য প্রফেট' থেকে নির্বাচিত কিছু উল্লেখযোগ্য অংশের ভাষান্তর করেছেন আমাদের সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি। একই সাথে তাঁর 'দ্য ম্যাডম্যান'(১৯১৮) নামক গ্রন্থ থেকে এসেছে 'ডিফিট' কবিতাটি। এটি ছিল ইংরেজিতে লেখা জিবরানের প্রথম প্রকাশিত বই। এই বইটির মাধ্যমেই তিনি পশ্চিমা পাঠকদের কাছে একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বিশেষ করে 'ডিফিট' কবিতাটিতে তিনি পরাজয়কে যেভাবে জীবনের এক নতুন শক্তি এবং একাকিত্বের সঙ্গী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, তা সত্যিই অনন্য। এখানে পাঠকদের জন্য সেই অনুবাদগুলোর একটি বিশেষ অংশ উপস্থাপন করা হলো। আশা করি, এই ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে পাঠক জিবরানের সেই অমিয় বাণী ও মরমী দর্শনের এক অনন্য আশ্বাদ পাবেন।
ধন্যবাদান্তে-**এইচ বি রিতা**

পরিণয়-গাঁথা (On Marriage)

অনুবাদ: সুমন শামসুদ্দিন

অতঃপর অ্যালমিত্রা শুধালো পুনরায়- প্রভু হে আমার, বিবাহ-বন্ধন বিষয়ে কি হবে দর্শন?
উত্তরে বললেন তিনি- তোমাদের উভয়ের জন্মলগ্ন ছিল এক, আর এই একাত্মতা অনন্তকালের জন্যই! মৃত্যুর স্বেতালিঙ্গন তোমাদের দিনগুলোকে যদিও করে দেয়ে ছিন্নভিন্ন, তবুও তোমাদের আত্মা রয় অবিচ্ছেদ্য। হ্যাঁ, এমনকি বিধাতার মৌন-স্মরণেও তোমরা রবে চির-অভিন্ন।

তোমাদের নিবিড় আলিঙ্গনে থাকুক কিছু শূন্যতা, দুটি হৃদয়ের মাঝে যেখানে নিষিক্ত হবে স্বর্গীয় অভিষঙ্গ। ভালোবেসে যাও, তবে আবদ্ধ হয়ো না কভু প্রেমের শৃঙ্খলে। আত্মাদ্বয়ের দুই প্রান্তের মাঝে ভালোবাসা হোক এক তরঙ্গিত সাগর।

পূর্ণ করে যাও পরস্পরের সুরা-পাত্র, তবে তৃষণার্ত চোঁট যেন না ছোঁয় অপরের ঘট। নিজের রুটি করো ভাগাভাগি, কিন্তু ক্ষুধা মিটিও না অপরের ডেলায়। নাচো গাও উৎসবে, একসাথে, নির্জনে থেকো মাঝে মাঝে, নিজস্ব বাঁশির সুরে, একান্তে। বীণার তারগুলো থাকে একা একা যেমন, যদিও বেজে ওঠে একই সুর-মুর্ছনায়।
হৃদয় করো সমর্পণ, তবে হয়ো না কভু ক্রীতদাস। জীবনের হাত ধরে রাখে দুটি হৃদয়, সহাবস্থান হোক, তবে গভীর নিকটে নয়। পবিত্র আলয়ের স্তম্ভগুলো দেখো- অতিক্রম করে না তাদের ব্যবধান। আর ওক কিংবা সাইপ্রাস বৃক্ষ কখনও, একে অন্যের ছায়াতলে নহে মহীক্লহ।

সন্তান (On Children)

ভাষান্তর: এইচ বি রিতা

অতঃপর এক রমণী, যে তাহার বক্ষোপরে এক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ধারণ করিয়াছিল, নিবেদন করিল-
হে মহাত্মন, আমাদিগকে সন্তানাদি সম্পর্কে কিছু বলুন।

তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন: তোমাদের সন্তানগণ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সন্তান নহে। তাহারা হইল জীবনের আপন অভীষ্ণার ফলস্বরূপ সঞ্জাত পুত্র ও কন্যা। তাহারা তোমাদের মাধ্যম হইয়া ইহধামে আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের হইতে তাহাদের উৎপত্তি নহে; যদাপি তাহারা তোমাদের সান্নিধ্যেই অবস্থান করে, তথাপি তাহারা তোমাদের নিজস্ব সম্পত্তি নহে।

তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের স্নেহ-মমতা প্রদান করিতে পারো, কিন্তু তোমাদের চিন্তা বা ধারণা নহে; কেননা তাহাদের আপন চিন্তাশক্তি রহিয়াছে। তোমরা তাহাদের নশ্বর দেহকে গৃহদান করিতে পারো, কিন্তু তাহাদের আত্মাকে নহে; কারণ তাহাদের আত্মা বিচরণ করে ‘আগামীর আলয়ে’, যেখানে তোমাদের প্রবেশের অধিকার নাই- এমনকি তোমাদের স্বপ্নলোকেও নহে। তোমরা তাহাদের সদৃশ হইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে পারো, কিন্তু তাহাদিগকে তোমাদের ছাঁচে ফেলিবার প্রয়াস করিও না। কেননা জীবন কদাপি পশ্চাৎমুখী হয় না, কিম্বা অতিক্রান্ত দিবসের তরে প্রতীক্ষা করে না।

তোমরা হইলে সেই ‘ধনু’, যাহা হইতে তোমাদের সন্তানগণ জীবন্ত ‘শরের’ ন্যায় নিষ্ক্ষিপ্ত হয়। সেই পরম ধনুর্ধর (ঈশ্বর) অনন্তকালের পথে তাঁহার লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন; তিনি আপন বিক্রমে তোমাদেরকে অবনত করেন, যেন তাঁহার শরসমূহ তীব্রবেগে সুদূরপ্রসারী হইতে পারে।

সেই ধনুর্ধরের হস্তে তোমাদের এই অবনমন যেন হর্ষ ও আনন্দের কারণ হয়; কেননা তিনি যেমন ধাবমান শরকে ভালোবাসেন, তেমনই সেই স্থির ও অবিচল ধনুটিকেও সমভাবে প্রীতি দান করেন।

কাঠমিস্ত্রি হতে চাওয়া মেয়েটি এখন অস্কার-মঞ্চে

অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েছিলেন নরওয়েজিয়ান অভিনেত্রী রেনাটা রেইনসভে। সে সময় তাঁর মনে হয়েছিল, শিল্পের এই অনিশ্চিত পেশা ছেড়ে হয়তো একেবারে ভিন্ন জীবনে পা রাখা উচিত। তাই তিনি চিন্তা করলেন ইতালিতে গিয়ে কাঠমিস্ত্রির কাজ শিখবেন, হাতের কাজে ভবিষ্যৎ গড়বেন। ঠিক তখনই আসে একটি ফোনকল। ওপাশে ছিলেন নরওয়ের নির্মাতা ইওয়াকিম ত্রিয়ার।

তিনি জানালেন, নতুন একটি সিনেমার চিত্রনাট্য লিখছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম জুলি। এক অস্থির, অনুসন্ধিৎসু, জীবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণী। আর চরিত্রটি তিনি কল্পনা করেছেন রেইনসভেকে সামনে রেখে। সিনেমার নাম ‘দ্য ওয়াস্ট পারসন ইন দ্য ওয়াস্ট’। এই এক ফোনকলই যেন বদলে দেয় রেইনসভের জীবনরেখা। জুলি হয়ে তিনি শুধু অভিনয় করেননি; এক প্রজন্মের দোঁটানা, প্রেম, পেশা, আত্মপরিচয় আর স্বাধীনতার প্রশ্নকে অসাধারণ করে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর অভিনয়ে ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা, যা চরিত্রটিকে করে তোলে জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

‘দ্য ওয়াস্ট পারসন ইন দ্য ওয়াস্ট’ এর জুলি চরিত্রটি যেন রেনাটার ব্যক্তিগত জীবনেও এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা করে। চরিত্রটির দ্বিধা,

অনিশ্চয়তা, প্রেম ও অপরাধবোধ। সব খোলামেলাভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন নিজের ভেতরের অচেনা স্তরগুলো। রেইনসভের ভাষায়, ‘হঠাৎ বুঝলাম, যেসব অনুভূতিকে আমি নিজের মধ্যে কুৎসিত ভাবতাম, সেগুলো নিয়ে আমি একা নই।’ ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দ্য ওয়াস্ট পারসন ইন দ্য ওয়াস্ট’ আন্তর্জাতিক বিনোদন অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়, আর সেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসেন রেনাটা। ছবিটি বছরসেরা চলচ্চিত্রের একাধিক তালিকায় স্থান পায়; সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ানোর পাশাপাশি দর্শকমনেও তৈরি করে গভীর সাড়া। এমনকি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও তাঁর পছন্দের চলচ্চিত্রের তালিকায় ছবিটির নাম উল্লেখ করে প্রশংসা জানান। একই বছরে কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতে রেইনসভে হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

রেনাটা রেইনসভে শুরুর গল্প কিন্তু একেবারেই আলাদা। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন অস্থির, নিয়মের গণ্ডিতে আটকে থাকতে না-পারা এক মেয়ে। গার্ল স্কাউটসে টিকেননি। পরিবারের হার্ডওয়ার দোকানের কাজেও মন বসেনি। তাঁর ভাষায়, ‘আমাকে প্রায় সব জায়গা থেকেই বের করে দেওয়া হয়েছে। অভিনয় ছাড়া। একমাত্র সেখানেই আমি নিজেকে খুঁজে পাই।’ স্কুল নাটকে একদিন তাঁকে শৈ্যালের চরিত্রে অভিনয় করতে দেওয়া হয়েছিল। অন্য বাচ্চারা যখন মজা করে নেচে বেড়াচ্ছে, রেইনসভে তখন গভীর। শৈ্যালটি কী খেয়েছে, কোথা থেকে এসেছে—এসব নিয়ে তিনি ভাবছিলেন। কেউ তাঁকে শেখায়নি, তবু তিনি চরিত্রের ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। সে ই মুহূর্তটাই যেন তাঁর শিল্পীজন্ম। শৈ্যালের পোশাক পরে মঞ্চে ওঠার স্মৃতি আজও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। নরওয়ের ছোট এক গ্রামে তাঁর বেড়ে ওঠা, যেখানে একটি দোকান আর একটি পেট্রোলপাম্প ছিল তাদের বসতি। সেখান থেকে অসলো শহরে এসে থিয়েটারে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন তিনি। আজ তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে বিশ্বমঞ্চে। **বিনোদন ডেস্ক**



স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন হানিফ সংকেত ও বশির আহমেদ

সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬’ পাচ্ছেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী বশির আহমেদ (মরণোত্তর) এবং জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’-এর উপস্থাপক ও নির্মাতা এ কে এম হানিফ (হানিফ সংকেত)। সংস্কৃতি অঙ্গন থেকে চলতি বছর দুইজন এই পুরস্কার পাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) বিকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক) হুমায়ুন কবির সাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জন বিশিষ্ট



ব্যক্তি এবং ৫টি প্রতিষ্ঠানকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬’ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মনোনীত তালিকায় সাত নম্বরে রয়েছে এ কে এম হানিফ (হানিফ সংকেত)-এর নাম। এরপরেই আট নম্বরে রয়েছে উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী বশির আহমেদের (মরণোত্তর) নাম।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নারী শিক্ষাসহ দেশগঠনে সার্বিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এ পদক দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ও মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল (মরণোত্তর), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভূমিকার জন্য অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম, চিকিৎসাবিদ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাহিত্যে ড. আশরাফ সিদ্দিকী

(মরণোত্তর), ক্রীড়ায় জোবেরা রহমান (লিনুন), পল্লী উন্নয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সমাজসেবা বা জনসেবায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (মরণোত্তর), এস ও এস চিলড্রেন ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ, মো. সাইদুল হক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাহেরীন চৌধুরী (মরণোত্তর); জনপ্রশাসনে কাজী ফজলুর রহমান (মরণোত্তর), গবেষণা ও প্রশিক্ষণে মোহাম্মদ আবদুল বাকী, অধ্যাপক ড. এম এ রহিম, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া এবং পরিবেশ সংরক্ষণে আবদুল মুকিত মজুমদারকে (মুকিত মজুমদার বাবু) স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীতদের হাতে এই পদক তুলে দেওয়া হবে।

বিনোদন ডেস্ক

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

আমাদের সেবাসমূহ

- যন্ত্রসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- আইমিগ্রি কেমার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, গ্রন্থি, ইন্টার্জি, সন্মোহন, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হাত ও ওমরার ফ্র্যাকচারের জন্য ফ্লুরোস্কোপি
- জন্ম, মৃত্যু, চিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (মিজিব্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্ক্রল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ভ্রূণ টেস্ট করা হয়
- স্ক্রল-কলেক্টর অন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা আত্মসহ যন্ত্রসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা গায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস গায় ৭ দিনই শোকা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা আশঙ্কাজনক। আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার বোলোয়েন্টেল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, টোন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত
- SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehil Associates

ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

***ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটোর *ভিজাস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড ক্যাচডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারসি ভিসা প্রসেসিং**

ফ্রি কনসালটেশন

Do you want apply for a green card?

Are you having credit card problems?

Has your bank account been sealed?

Are you being deported?

Are you unable to pay your debts?

Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME

CALL: 718-263-5999

***তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ**

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

TEL: 718-828-6610 1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472

WE WELCOME WALK INS

পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE

ASTHMA DIABETES CENTER

CARDIOLOGY

PHYSICAL THERAPY

UROLOGY

GYNECOLOGY

PODIATRY

GASTRO-ENTEROLOGY

ORTHO-PEDICS

HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	--	---------------------------

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা বাংলায় কথা বলি

তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ডায়ায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ—

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



RESTORATION HOMECARE AGENCY



আমাদের **PCA** বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর

সেবা সমূহ:

LHSCA

PCA



RESTORATION HOMECARE AGENCY

রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

HEAD OFFICE

📍 170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432

☎ 917-300-6463, 516-744-7111

✉ essentialcareny@gmail.com

রমজানের আবহে গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার ও বাংলা ট্রাভেলসের ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র মাহে রমজান এলেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত মুসলমানদের জীবনে তৈরি হয় এক বিশেষ আধ্যাত্মিক আবহ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কেও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে সেখানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে রমজানকে ঘিরে তৈরি হয় ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এক অনন্য পরিবেশ। প্রতি বছরের মতো এবারও নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটিতে বিভিন্ন সংগঠন, মসজিদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি নেতাদের উদ্যোগে



এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের ইফতার (বাঁয়ে) ও বাংলা ট্রাভেলসের ইফতার মাহফিলে অতিথিদের মিলনমেলা

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিকল্প এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকল্প শিশুর জন্ম
- লেভ পয়জনিং

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্রায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

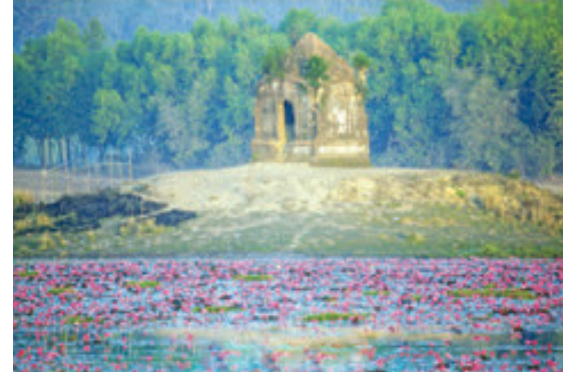
ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ইউনিট প্রধান নিহত

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িত একটি ইউনিটের প্রধান সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

রহস্যময়তা



শাপলা বিলের সমাধিসৌধ

শিশির কুমার নাথ

সিলেটের জৈন্তাপুর বাজার থেকে কিছুদূর এগিয়ে সড়কের ডান দিকে কাঁচা সড়ক ধরে প্রায় এক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েই শাপলা বিল। বর্তমান সময়ে পর্যটকদের জন্য বেশ আকর্ষণীয় জায়গা এই জলজ রূপকথার রাজ্য। শতসহস্র শাপলা ফুলের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল জলরাশিভূড়ে। সবুজ পাতার ফাঁকে অজস্র লাল ফুলের হাসি। অদূরে হাতছানি দিচ্ছে সবুজ নোয়ানো পাহাড়। বিলের পানিতে ভাসছে তারই ছায়া। ফুল আর পাহাড় মিলে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল বোনা সেখানে। যেন সবুজের ক্যানভাসে আঁকা লাল ফুলের জলছবি।

হাওরটির নাম ডিবির হাওর। অবস্থান সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায়। এই হাওর বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে। লাল শাপলার বিল নামেও পরিচিত। এখানে আছে ডিবি বিল, ইয়াম বিল, হরফকাট বিল ও কেন্দ্রী বিল। এই চারটি বিলকে

একত্রে লাল শাপলার বিল বলা হয়। চারটি সংযুক্ত বিলের আয়তন ৯০০ একর।

এই হাওরের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে একটি রহস্যময় সমাধিসৌধ, যার ইতিহাস জৈন্তা রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত। বলা হয়, এখানেই রয়েছে জৈন্তার রাজা বিজয় সিংহের সমাধি, যেটি প্রায় দুই শ বছরের পুরোনো। হাওরের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো এই স্থাপনা নিয়ে পর্যটকদের কৌতুহলের শেষ নেই; রয়েছে কথা, কাহিনি ও কিংবদন্তি।

স্থাপনাটি দেখার জন্য নৌকা নিয়ে পৌঁছানো সেখানে। সৌধটির ভেতরে একটু উঁকি দিতেই মাঝির সতর্ক উচ্চারণ, ‘আর কাছে যাইবা না, নাইলে সকালে ঘুম থাকি উঠিয়া দেখবা সারা গায়ে বেদনা (ব্যথা) অইগেছে।’ মাঝির কথা কিছুক্ষণের জন্য হলেও শাশানে ভূত দেখার কল্পনায় আচ্ছন্ন করেছিল। ঘোর কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটি সম্পর্কে আর কিছু জানেন? বললেন, ‘আমরা মুন্সিবদের কাছ থাকি শুনাছি, এটা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafulltax.com

ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটিংস
ইমিগ্রেশন নোটারি পাবলিক

PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2FI, Jackson Heights

Mohammed Hasen, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

সেলে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ

25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station

Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services

আমাদের সেরা সেবা

- ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
- আই আই এস ও বেকের অডিট সমাধান
- কর্পোরেশন ও এস এস সি সেটিংস
- বিজনেস পরামর্শ
- সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
- কুবেরিটি
- ডিজিটাল সেলস
- এক্সপার্ট সেলস
- অডিটরি ফিল্ড
- ওএ-ওএল

929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462

Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO

আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি

www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়
বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

516-460-8260

Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417

71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

সুপার সেল
\$৫৪৯+

917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Accredited Agent

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে
দিরাপন ভ্রমণের অধিকার

RAHMANIA TRAVEL SERVICES

TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL

Emirates, KENYAT AIRWAYS, TURKISH AIRLINES, QATAR, ETihad

এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং

CALL: 718-205-3270, 646-322-1654

37-15, 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372



ALAHI TAX
IRS ENROLLED AGENT



কুদরাত এলাহী
MBA, EA
IRS ENROLLED AGENT

TAX ♦ IMMIGRATION ♦ NOTARY PUBLIC

646-577-6929 ■ 1134 Liberty Ave, Brooklyn ■ www.alahitax.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?



আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার
বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে \$ 8000-\$10000 ডলার

বিস্তারিত জানতে কল করুন: **914-222-9477, 914-989-0089**



তোফায়েল চৌধুরী

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue, Yonkers, New York 10710